বাঙলার শিক্ষক

প্রথম খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় ভাষা বিভাগে
দীনেশচন্দ্র সেনের অধ্যক্ষতাকাল : ১৯১৯-৩২

প্রবীরগোপাল রায়

পরিবেশক

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের
পুণ্যস্মৃতিতে

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রবীরগোপাল রায় 'বাঙলার শিক্ষক' নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করে প্রকাশ করেছেন, এবং আমাকে তার একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন। বইটির মুদ্রিত ফর্মা হাতে নিয়ে চমৎকৃত হলাম। বিষয়টি বড়ো বিচিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের (স্নাতকোত্তর) শিক্ষকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচিত গ্রন্থাদির তালিকা নির্মাণ তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ তিনি এই খণ্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে গ্রহণ করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে বাংলা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সূচনা থেকে উক্ত বিভাগের স্রষ্টা ও বিভাগীয় প্রধান দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অবসরগ্রহণকাল (১৯২০-১৯৩২) প্রায় বারো বছরের বিভাগীয় ইতিহাস এবং উপাধ্যায় ও অধ্যাপকের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বাঙ্গীণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করে লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের চমৎকার কুলজী নির্মাণ করেছেন। এই বিভাগের সঙ্গে অধ্যাপনার ব্যাপারে ত্রিশ বৎসর যুক্ত থেকে এবং প্রায় দশ বছর বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব বহন করে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তার সূত্রে জড়িয়ে গেছি। অবসর গ্রহণ করেও সে বন্ধন কাটাতে পারিনি। তাই যখন জানলাম, এই অপরিচিত লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন, তখন কৌতূহল বোধ করেছিলাম। এখন সমস্ত মুদ্রিত রচনাটি হাতে পেয়ে দেখলাম, তিনি পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে, অনেক বিস্মৃতপ্রায় তথ্য উদ্ধার করে এই বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের জীবনেতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কীভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা ও ডিগ্রী পরীক্ষায় বঙ্গসরস্বতীর জন্য আসন পাতা হয়েছিল, আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্র কীভাবে অনেকের উপেক্ষা, অনাদর ও অবহেলা সহ্য করে 'বিমাতার' উচ্চ সৌধের পাশে নিজ জননীর পর্ণকুটির নির্মাণ করেছিলেন, সে কাহিনী গল্পের চেয়েও মনোরম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে কোনোদিন পোস্ট্-গ্রাজুয়েট আর্ট্‌স্ ফ্যাকালটির কৃপাকটাক্ষ লাভ করবে, এ-বোধ হয় বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—কেউ-ই অনুমান করতে পারেননি। আশুতোষের দূরদৃষ্টি ও মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম ভক্তি এবং দীনেশচন্দ্রের পরিশ্রম একসঙ্গে মিলিত হলে অতি কুণ্ঠিতপদে বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যে এম. এ. পাঠ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হল। ১৯২০ সালে ১৬ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, এইটি প্রথম পরীক্ষা। তারপর ৬৬ বৎসর অতিক্রম করে গেছে। দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির কত পরিবর্তন হয়েছে, বাংলা এম. এ. পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (নিয়মিত ও অনাবাসী ছাত্র-ছাত্রী সহ) কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা পরিমাপ করা সহজ নয়। শুধু কলকাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ বেশ ধীর-মন্থরভাবে এগিয়ে চলেছে। গৌহাটি থেকে দিল্লী পর্যন্ত মোট তেরোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পড়াবার এবং ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা আছে। বাংলার বাইরে দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রীদানের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে এখনো এম. এ পড়াবার ব্যবস্থা হয়নি।

শুধ্ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নয়, এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা হচ্ছে। বহু বাংলা পি-এইচ. ডি.-প্রাপ্ত গবেষক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ও সাময়িকপত্রাদিতে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বাংলায় এম. এ. ও বাংলায় পি-এইচ. ডি. কোনো কোনো মহলে উপহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক। যে-জাতি চল্লিশ বছর আগেও পরাধীন ছিল, প্রায় দুশো বছর ধরে ইংরেজ ও ইংরেজি ভাষার পাদুকা বহন করেছে তার পক্ষে মাতৃভাষা উপহাসের বিষয় তো হবেই। 'Familiarity breeds contempt'—ইংরেজি সূক্তিটি উচ্চশিক্ষিত বাঙালির পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় বহু ছাত্র-ছাত্রী এম. এ. পাস করে, বহু গবেষণা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা অন্য সকল বিষয়কে বহু যোজন দূরে ছাড়িয়ে গেছে, মুদ্রিত পুস্তক দেখলেই তা মালুম দেবে। তবে যাঁরা কন্টিনেণ্টাল ভাবে ভাবিত এবং মাতৃভাষায় দশছত্র লিখতে দশটি ভুল করে থাকেন, তাঁরা যে বাংলা ভাষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন তাঁতে আর আশ্চর্য কি ? পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কোনো কোনো মূঢ় ক্রুদ্ধ হয়। এ-ও সেইরকম ব্যাপার। যে জাতি মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধাসম্মান করে না, ইতিহাস-ভূগোল থেকে তারা ত্বরায় অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে বাংলা গবেষণা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলি। কোনো কোনো রসিক ব্যক্তি বাংলা গবেষণা সম্বন্ধে বক্র মন্তব্য করে থাকেন। বাংলা গবেষণাগুলি রস-বর্জিত তথ্যসর্বস্ব। তা পড়তে বড়ো কেউ আগ্রহ বোধ করেন না। এর উত্তর হচ্ছে,

গবেষণা, তা সাহিত্যই হোক আর বিজ্ঞান হোক, তার থেকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 'পানক' রস আশা করেন না। তথ্য ও তত্ত্ব, তার সাহায্যে সত্য প্রতিষ্ঠা—এটাই গবেষণার মৌলিক ধর্ম। তার থেকে কেউ রসানন্দ আশা করে না। যিনি করেন, তিনি কোথায় কী বস্তু পাওয়া যায় তা জানেন না। রবীন্দ্রনাথের মতে, তিনি ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে যান, এবং বেগুন না পেলে ধানকে শস্যের মধ্যে গণ্য করেন না। তাই দেখা যাচ্ছে, বাংলা গবেষণার সমালোচক ও দোষসন্ধানী হচ্ছেন দু'জন —একজন ইংরেজি সাহিত্যের পাঠক, লেখক ও শিক্ষক, এবং আর একজন রসসন্ধানী পাঠক, যিনি গবেষণাগ্রন্থে তত্ত্বানুসন্ধান না করে সাহিত্যরস আশা করেন। বলা বাহুল্য, এঁরা বেগুন ক্ষেতে ধানের সন্ধানী। অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলা গবেষণাগ্রন্থের সবগুলিই সমান মাপের ও সমান মূল্যের নয়। এর একটা কারণ, জনান্তিকে বলে রাখি, একালে বাংলা সাহিত্য পড়বার জন্য মেধাবী ছাত্রেরা আর প্রলুব্ধ হচ্ছে না। ফলে প্রায় অধিকাংশ পাঠার্থী দ্বিতীয় শ্রেণীর, বা তারও চেয়ে নিকৃষ্ট মানের। মানবিকী বিদ্যায় (Humanities) ইদানীং ভালো ছেলেমেয়েরা বড়ো একটা আসে না, কারণ এই শাখায় দিগ্‌গজ হলেও উপার্জনের দিক থেকে খুব একটা সুযোগসুবিধা হয় না। তাই এই ডিসিপ্লিনের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মেধাবুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ নয়। এই মাঝারি মাপে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ভরে যাচ্ছে বলে, ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপক—সকলেই মাঝারি মাপ ছাড়িয়ে উঠতে পারছেন না। এটা শুধু এদেশের দুর্ভাগ্য নয়, বিশ্বের প্রথম সারির দেশেও মানবিকী বিদ্যায় ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। ডাক্তার, এনজিনিয়র, বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নোক্রাট—এঁরাই উপার্জন ও প্রতিষ্ঠার সিংহভাগ পেয়ে যাচ্ছেন। মানবিকী বিদ্যা, বিশেষত সাহিত্য ও দর্শনমুখী বিদ্যার বাজার-মূল্য হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। তারই কালিমা লাগছে সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিভাগে। বাংলায় তা আরো প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। ফলে বাংলার এম. এ. ও বাংলা সাহিত্যের গবেষক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কৃপার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। এটাই বাঙালি মননের প্রথম অধঃপতনের সূচনা।

সে যাই হোক, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে লালন করে এসেছেন, অধ্যাপকগণ কীভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণাকর্ম নির্বাহ করেছেন, প্রবীরগোপাল রায় তার প্রথম পর্বের ইতিহাস রচনা করেছেন। আশা-করব, একালও তাঁর আলোচনার বিষয় হবে, এবং শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়,

ভারতবর্ষের যে-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও গবেষণা চলছে, সেগুলিও তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে। তাঁর শুভপ্রচেষ্টা সার্থক হোক, এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মানসিক জাড্য এবং মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক অনীহা ত্যাগ করে প্রেমের দৃষ্টিতে নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যকে দেখতে শিখুন, এরকম কামনা করা বোধহয় হাস্যকর মনে হবে না। তবে সাম্প্রতিক অমেরুদণ্ডী ও ভ্রষ্টাচারী বাঙালিসমাজ সম্বন্ধে কোনোকিছুই শুভকর আশা করা যায় না। তবু কলম মুছে তুলে রাখলে চলবে না। যাঁরা নিজ জাতি, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন, তাঁরা প্রবীরগোপাল রায়ের মতো খ্যাতি ও বিত্তের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, কোনো কিছু প্রত্যাশার অপেক্ষা না করে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করবেন। রাজনৈতিক দাবার ছক নয়, দলবাজি নয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেই বাঙালির যথার্থ মুক্তি, এটা যত শীঘ্র বোঝা যায়, ততই জাতির মঙ্গল। তা না হলে আগামী দু-এক শতাব্দীর মধ্যে বাঙালিসংস্কৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাদটীকায় কোনো প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করবে।

১৫. ১২. ৮৭

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

শিক্ষকসমাজের প্রতি আমি যে অনন্ত পক্ষপাতী তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ আছে। আপাতত সে-প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু, শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করবো তার উদ্যোগপর্বে তিনজনের কথা আমার মনে পড়ছে।

আড়িয়াদহ-দক্ষিণেশ্বর গ্রামের নিত্যধন ভট্টাচার্য (১৯০২-৮২) ছিলেন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কর্মজীবনে শিক্ষক, কিছুকাল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লিপিকর। শাস্ত্রীমশাইয়ের গল্প তাঁর মুখে শুনেছি।

বানারিপাড়া (বরিশাল) গ্রামের শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ বাঙলায় এম. এ. পড়েছিলেন (১৯২০-২২)। তিনি প্রধানশিক্ষক হয়েছিলেন, এবং গ্রন্থকার। স্যার আশুতোষের গল্প তাঁর মুখে শুনেছি।

আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী কল্পনা ভট্টাচার্য আমাকে পঁচাত্তর বছরের পঞ্জিকার সার-সংক্ষেপ করে দিয়েছিলেন। পঞ্জিকা দিয়েছিলেন বালির শ্রীবিষ্ণুপদ আচার্য।

আমার গবেষণার লক্ষ্য স্থির হল 'সুবর্ণ-লেখা' (১৯৭৪) বইটি হাতে পেয়ে। স্মর্তব্য, সে-বইতে বাঙলা বিভাগের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পঁচিশ বছরের ইতিহাস সংকলন করেছেন শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার। পথনির্দেশ চেয়ে দুজনকে আমি পত্র দিলুম। ১২ মার্চ ১৯৮২ আমি প্রায় সারাদিন শ্রীভট্টাচার্যের গৃহে অতিথি ছিলুম। শ্রীমজুমদার ২৯ এপ্রিল ১৯৮২ আমার পত্রের জবাব দিয়েছিলেন।

তারপর ১৪ ফেব্রুআরি ১৯৮৩ তারিখটি। সেইদিন বাঙলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমার কাজের নমুনা দেখে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন। গত বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে মাসাধিক কাল সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে ছিল। তাঁর অনুমোদন লাভ করেছি। তিনি অনুগ্রহ করে একটি সুলিখিত ভূমিকা রচনা করে দিয়েছেন।

আমার শুভাদৃষ্টক্রমে বিভাগের পরবর্তী দুই অধ্যক্ষ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ (১৯৮৩-৮৫) ও শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৯৮৫-৮৭) আমার প্রতি অনুকূল ছিলেন। তাঁদের চিঠি, তারিখ যথাক্রমে ২৮।৯।৮৪ এবং ৭।১১।৮৪, তার প্রমাণ।

অধ্যক্ষ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসুকুমার মিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সুকুমারবাবু গৌরচন্দ্রিকায় সময় নষ্ট করার মানুষ নন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন ক্যাম্পাসেই কাউকে কাউকে চিনিয়ে দিতে। তিনি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। এই নির্লোভ ও পরোপকারী বন্ধুকে ভোলা যায় না।

১৮ জুলাই ১৯৮৪ একটি সাধারণ আবেদনে জানিয়েছিলুম, আমি বিভাগের অধ্যাপকদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জি সংকলনে আগ্রহী, তাঁরা যদি দয়া করে এককভাবে অগ্রিম অনুমতি দেন।

আবেদনটিতে ছয়-সাত জন অধ্যাপক স্বাক্ষর করেছিলেন। আপত্তি কারো নেই। আমি বলছি, আমার সংকলন সম্পূর্ণ হল বাঙলা বিভাগের অধ্যাপকদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায়।

সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠ করে দ্বিতীয় যে-জন একে অনুমোদন করেছেন তিনি শ্রীঅলোক রায়, স্কটিশ চার্চ কলেজে বাঙলা বিভাগের প্রধান। জীবনী-গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন ও সম্পাদনে অতি যোগ্য ব্যক্তি। গ্রন্থধৃত তথ্যপুঞ্জের যাথার্থ্য নির্ণয় তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু, ভাষায় বা বিন্যাসে শৈথিল্য তিনি যথাসম্ভব সংশোধন করেছেন। ভুল-ত্রুটি তথাপি অনেক এবং সে-সবের জন্য আমি একা অপরাধী।

বাঙলা বিভাগের সুসন্তান শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। সাম্প্রতের সঙ্কটকালে তিনি আমাকে নৈতিক সাহস জুগিয়েছিলেন। যেকালে তিনি সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সচিব ছিলেন, কয়েকটি আকরগ্রন্থ অতি সুলভ মূল্যে আমাকে পাইয়ে দিয়েছিলেন।

এই সংকলনকার্য শুরু করে এক দশকে দীর্ঘ পথ আমি পেরিয়ে এলুম। পথিমধ্যে অনেকে আমাকে সুপরামর্শ ও গৃহে আতিথ্য দিয়েছেন। মনে পড়ছে, শ্রীদিলীপকুমার নন্দী (বঙ্কিম সর্দার কলেজ, ক্যানিং), শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য (এ. ভি. স্কুল, শ্যামবাজার) ও শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ('The Statesman')-এর কথা। আশা করি, তাঁরা, তাঁদের সুশীলা স্ত্রীরা ও বাচ্চারা (শ্রেয়া ও কেয়া, শুভব্রত ও বসুধা, নিলয় – কিন্তু এতদিনে তারা বড় হয়ে গেছে), কুশলেই আছেন ও আছে।

আমার কয়েকজন কনিষ্ঠ সহকারীর কথা বলি। আড়িয়াদহ কালাচাঁদ বিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শিক্ষক শ্রীরথিন মিত্র তাঁর কয়েকটি ছাত্রকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমার ভাগ্যে তারা কেউ স্থায়ী হয়নি। বছর তিনেক আমার সঙ্গে ছিল এবং অনেক কাজ করেছিল ভবানীপুরের শ্রীমান্ শুভাশিস্ সেনগুপ্ত,

জোড়াবাগানের শ্রীমান্ মৃণালকান্তি চক্রবর্তী ও শ্রীমান্ গৌতম ভট্টাচার্য। ভাবতে ভাল লাগে, ৺নিত্যধনবাবুর মেয়ে কল্যাণীয়া শোভনা ভট্টাচার্যের সহকারিতা আমার ভাগ্যে স্থায়ী হয়েছে। এইবার বলি আত্মীয়দের কথা। সুধামাসি তাঁর পিতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুবর্ষ জানিয়েছেন। বিনোদবিহারীর মৃত্যুতারিখ ভাটপাড়া থেকে জানাল পূরবী-অমিয়রঞ্জন গাঙ্গুলী।

কুটুম্বিতাসূত্রে আমি বাঁধা আড়িয়াদহ-দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সঙ্গে। ৺নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাদের কাছে আমার ঋণ। যে-কন্যার কাছে ঋণ সর্বাধিক তার নাম করলুম না। মেজদি শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির দরজা আমার জন্য অষ্টপ্রহর খোলা। সেজদি ৺বেলা মুখোপাধ্যায় গত বছর প্রয়াতা। তাঁর দুই যুবক পুত্র রিনুকু ও টিনুকুর সেবা আমি নিয়েছি। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাত্রি দাস আড়িয়াদহে সাম্প্রতের ট্রেজারার।

একলা চল রে। কিন্তু, অনেক সন্ধ্যায় শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি হেঁটেছি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় এই রাস্তাটুকু।

আর, এই বছরই ২৫শে জানুআরি শেষ রাত্রে আমার সহোদরা শ্রীমতী শ্রেয়কণা সাহা (রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বিভাগে রীডার) তার প্রতিবন্ধী দাদাকে হাত ধরে নরসিংগড় গ্রাম থেকে ধলভূমগড় স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিল। গবেষণার প্রয়োজনে ভোরের ট্রেনে আমরা মেদিনীপুর যাচ্ছিলুম।

তথ্য দিয়েছেন, বা স্মারক পত্রিকা—

শ্রীঅনিলকুমার উপাধ্যায়, পুরুলিয়া জিলা স্কুল
„ আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়, বসিরহাট হাই স্কুল
„ কৃষ্ণচন্দ্র ভুঁইয়া, সিটি কলেজ
„ প্রসন্নকুমার প্রধান, রাঁচি কলেজ
„ মোহিত রায়, কৃষ্ণনগর
„ সুনীলকুমার মিত্র, মেদিনীপুর
শ্রীমান্ সুশান্তকুমার পট্টনায়েক, ভুবনেশ্বর।

যে-সব গ্রন্থাগারে কাজ করেছি—

আড়িয়াদহ এসোসিয়েশন লাইব্রেরি এণ্ড লিটারেরি ক্লাব
ইউনিয়ান ক্লাব লাইব্রেরি, রাঁচি
ট্রেনিং সেণ্টার, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন, সিন্দ্রি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি

রবীন্দ্র পরিষদ্, সিন্দ্রি।

যে-সব প্রকাশক বা পুস্তক-ব্যবসায়ী সাহায্য করেছেন, সকলেই কলিকাতার—

ডি. এম. লাইব্রেরি

ফার্মা কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ।

শেষে ধন্যবাদ জানাই শ্রীঅরিজিৎ কুমারকে। তাঁর সাগ্রহ সহযোগিতায় অনেক দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি।

যদি কোন উপকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কথা লিখতে ভুলেছি তো আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

সিন্দ্রি
৬।১২।৮৭

প্রবীরগোপাল রায়

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজ শাসিত ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। আইনত তার প্রতিষ্ঠা ২৪ জানুআরি ১৮৫৭। সেই দিন বড়লাট আর্ল অফ ক্যানিং বিশ্ববিদ্যালয় আইনটিতে (Act II of 1857) স্বাক্ষর করেছিলেন।

আইনের প্রস্তাবনায় ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয়মাত্র পরীক্ষা-গ্রহণ ও উপাধি-বিতরণ। সেই পরীক্ষা-গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠার পর তিন মাসের মধ্যে (এপ্রিল ১৮৫৭) প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা ; পরের বছর এপ্রিলে প্রথম বি. এ. পরীক্ষা ; এবং ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা ও প্রথম এম এ পরীক্ষা গৃহীত। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাও দ্রুত উর্ধ্বমুখী। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা ছিল মোটে ২৪৪ জন, ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে তাদের সংখ্যা সপ্ত সহস্রাধিক।

আদিতে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে বাঙলার কি স্থান ছিল? পরীক্ষণীয় ভাষা দুইটি — একটি আবশ্যিক (ইংরাজি), এবং অন্যটি ঐচ্ছিক (আরবী, আরমানী, উর্দু, ওড়িয়া, গ্রীক, ফারসী, বর্মী, বাঙলা, লাটিন, সংস্কৃত, হিন্দী, হিব্রু ইত্যাদি ভাষাগুলির যে-কোনো একটি)। ভাষা ছাড়া বাকী বিষয়গুলি ইংরাজির মাধ্যমে পড়তে ও লিখতে হতো।

প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় (১৮৫৭) ঐচ্ছিক বাঙলার পাঠ্য ছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫)। প্রথম পরীক্ষক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় (১৮৫৮) ঐচ্ছিক বাঙলার পাঠ্য ছিল কাশীদাসী মহাভারত (প্রথম তিনটি পর্ব), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) এবং হরপ্রসাদ রায় প্রণীত 'পুরুষপরীক্ষা' (বিদ্যাপতির সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, ১৮১৫)। প্রথম পরীক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য (১৮৯১-৯২) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ জানুআরি ১৮৯১ বার্ষিক সমাবর্তনে তাঁর ভাষণে তিনি বললেন,

> "I...deem it not merely desirable, but necessary, that we should encourage the study of those Indian vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations..."

অবিলম্বে তৎপর হলেন তরুণ সিণ্ডিকেট সদস্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১ মার্চ ১৮৯১ এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব করে তিনি রেজিস্ট্রারকে পত্র দিলেন। তাঁর প্রথম প্রস্তাব ছিল—পরীক্ষার্থী ঐচ্ছিক সংস্কৃত নিলে, তার পক্ষে হিন্দী/বাঙলা/উর্দু আবশ্যিক হোক।

প্রস্তাবটি সিণ্ডিকেটে যাবার আগে আর্টস ফ্যাকাল্টিতে উঠলো, ১১ জুলাই ১৮৯১। সেখানে ১১-১৭ ভোটে আশুতোষ হেরে গেলেন। তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন—আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, রেভারেণ্ড কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতিরা।

ওদিকে ক্রমশ ভাবনা দানা বাঁধছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি (১৮৫৭) অত্যন্ত ভাসা ভাসা। শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতটুকু কি করণীয় তার কোনো হদিস তাতে ছিল না। ১৮৯০ ও ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে সেনেট আইনটি সংশোধনের পক্ষে ওকালতি করে প্রস্তাব নিয়েছিল। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি।

কাজ করিয়ে ছাড়লেন দুর্দান্ত বড়লাট লর্ড কার্জন। তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ ৬ জানুআরি ১৮৯৯। কয়েক সপ্তাহ পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তনে, পদাধিকারী আচার্য হিসাবে তাঁর প্রথম ভাষণেই তিনি "cautious reform and not wholesale reconstruction" যে অভিপ্রেত সেকথা জানালেন।

তাঁর উদ্যোগে অক্টোবর ১৮৯৯ ভারত সরকার শিক্ষা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব নিলেন। ২৪ আগস্ট ১৯০০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন টমাস র‍্যালে, কার্জনের শাসন পরিষদে (Executive Council) আইন উপদেষ্টা।

সেপ্টেম্বর ১৯০১ কার্জন তাঁর শৈলাবাস সিমলায় শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাধিকারিকদের এক সম্মেলন ডাকলেন। তার কার্যবিবরণী গোপন রাখা হল, যদিও উপনীত সিদ্ধান্তগুলি ছিল সর্বসম্মত।

সিদ্ধান্তগুলির প্রচার ও পূর্ণ বিবেচনার জন্য উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। সিমলা সম্মেলনের চার মাস পরে ২৭ জানুআরি ১৯০২ ঘোষিত হল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ (Indian Universities Commission 1902) এবং তার ছয় সদস্যের নাম—

সভাপতি—টমাস র‍্যালে।

সদস্যগণ—আলেকজাণ্ডার পেডলার, বঙ্গদেশের শিক্ষা অধিকর্তা (Director of Public Instruction)।

সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামি, দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদের শিক্ষা অধিকর্তা।

এ. জি. বুর্ণ্, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ।

ডি. ম্যাকিচন, বোম্বাই উইলসন কলেজের অধ্যক্ষ।

জন প্রেস্কট্ হিউয়েট, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব।

অবিলম্বে আপত্তি উঠলো, কমিশন ভারতীয় জনতার প্রতিনিধিমূলক নয়। তখন, ১২ ফেব্রুআরি সপ্তম সদস্যরূপে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষিত হল।

আরেকটি কথা, প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রে কোনো স্থানীয় শিক্ষাবিদ্ কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। কলিকাতায় স্থানীয় সদস্য হলেন পূর্বোক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কমিশন কাজ করলো দ্রুতবেগে। এই উপমহাদেশ থেকে ১৫৬ জনের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে মাত্র ৬৩ জন (দুই-পঞ্চমাংশ) ভারতীয়। চার মাসেরও কম সময়ে, ৯ জুন ১৯০২, কমিশনের প্রতিবেদন স্বাক্ষরিত হল। সর্বসম্মত প্রতিবেদন নয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথকভাবে স্বীয় বক্তব্য যোগ করেছিলেন। অবশ্য, সভাপতি র‍্যালে তাঁর সমাবর্তন-ভাষণে বলেছিলেন, তাঁদের মতানৈক্য গুরুতর ছিল না।

প্রতিবেদনে সেনেটের গঠন, কলেজগুলিকে স্বীকৃতিদান, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষাব্যবস্থা, ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারেই পরামর্শ ছিল। কিন্তু, আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগের ভাষা-সম্পর্কিত ভাবনা।

তাঁরা সখেদে লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতীয় ভাষাগুলির শিক্ষা যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না, এবং অনেক স্নাতকেরই মাতৃভাষায় জ্ঞান স্বল্প। ভারতীয় ভাষাগুলির শিক্ষায় উৎসাহদানের জন্য কমিশন প্রস্তাব করেছিলেন—

ক) বি. এ. পর্যন্ত সব পরীক্ষায় ভারতীয় ভাষাগুলিতে রচনাপত্র (composition) আবশ্যিক হবে। যদিও, কলেজে পত্রটির পাঠন জরুরী নয়।

খ) ভারতীয় ভাষাগুলি এম. এ. পরীক্ষার অন্যতম বিষয় হবে।

গ) ভারতীয় ভাষাগুলিতে অধ্যাপকপদ (professorship) সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ বরাদ্দ করবেন।

ঘ) ভারতীয় ভাষাগুলিতে রচিত, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ পুরস্কৃত হবে॥

কার্জনের সরকার কমিশনের সিদ্ধান্তগুলিকে, এবং কিছু সংশোধন সহ প্রস্তাবগুলিকে মেনে নিল। যদিও, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট উক্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে ফেব্রুআরি-মার্চ ১৯০৩ তিনটি বিশেষ অধিবেশনে (পরে, খসড়া বিলের বিরুদ্ধে জানুআরি ১৯০৪ অধিবেশনে) মত ব্যক্ত করেছিল।

যাই হোক, আয়োগের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Act No. VIII of 1904) রচিত। ৪ নভেম্বর ১৯০৩ আইনমন্ত্রী র‍্যালে বিলটি বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় (Imperial Legislative Council) পেশ করলেন।

প্রাথমিক উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর বিলটি গেল সিলেক্ট কমিটিতে। ৪ মার্চ ১৯০৪ সিলেক্ট কমিটির মন্তব্যের উপর বিতর্কের শুরু। তার আগেই (ডিসেম্বর ১৯০৩), নির্বাচনদ্বন্দ্বে রামেশ্বর সিং (দরভঙ্গার মহারাজা) ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে, বঙ্গীয় আইনসভার বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যপদ লাভ করেছেন। বিতর্কে যোগ দিয়ে বিলের কঠোর সমালোচনা করলেন তিনি এবং বোম্বাইয়ের গোপালকৃষ্ণ গোখেল।

বিলে আপত্তিকর ব্যাপার অবশ্যই কিছু ছিল। যেমন, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে স্বীকৃতি ক্রমশ প্রত্যাহার, উচ্চশিক্ষা ব্যয়সাধ্য করা, সেনেটে শতকরা আশীজন সদস্য হবেন সরকার দ্বারা মনোনীত, ইত্যাদি। কিন্তু, মোটের উপর সেটি ছিল কল্যাণকর, কার্জনের 'benevolent despotism'-এর প্রমাণ। অপিচ, তাঁর দুষ্কার্য বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) রদ হয়েছিল ১৯১১ সালে, কিন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলবৎ ছিল ১১ মার্চ ১৯৫৪ পর্যন্ত।

বিল পাস হল এবং কার্জন তাতে স্বাক্ষর করলেন ২৪ মার্চ ১৯০৪। সেই ৩১শে মার্চ তাঁর শাসনের প্রথম দফার অবসান। পরের দিন, ১ এপ্রিল উপাচার্য র‍্যালেরও দুই দফার কার্যকাল শেষ হল॥

সূত্র—১. প্রিয়রঞ্জন সেন—'বাংলাদেশে গত ষাট বৎসরের শিক্ষা', প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ২০৬-১৩॥

২. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য—'শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার প্রবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা', সুবর্ণলেখা, পৃ. ২৭৭-৯৮॥

২ ভারতীয় ভাষাবিভাগ

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) কার্যকর হল ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৪, এবং তদনুসারে নূতন নিয়মাবলী (Regulations) জারি হল ১১ আগস্ট ১৯০৬। নিয়মাবলীর ১১শ ধারায় ছিল—"The University shall provide for post-graduate teaching, study and research in the faculties of Arts and Science." এই অংশটিকে হাতিয়ার করে উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করলেন (দ্র. পরবর্তী প্রবন্ধ)।

বাঙলায় এম. এ. পড়ানোর ব্যবস্থা করতে একটু দেরি হল। ভারতীয় ভাষাবিভাগের আইনত প্রতিষ্ঠা ১ জুন ১৯১৯, কারণ বিভাগের উপাধ্যায়েরা সেই তারিখ থেকেই মাইনে পেলেন।

প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের প্রধান কারণ, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব। সেই অভাব মোচনে দূরদর্শী আশুতোষ লেখকরূপে বেছেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেনকে। তিনি ইতোমধ্যে আশুতোষের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পরীক্ষায় বাঙলা রচনাপত্রের পরীক্ষকপদ লাভ করেছেন।

তাঁকে দেখা গেল নতুন তিনটি ভূমিকায়—(ক) স্পেশ্যাল ইউনিভার্সিটি রীডার, (খ) রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো, এবং (গ) বাঙলা সংকলন-গ্রন্থের সম্পাদক।

(ক) রীডার হিসাবে তিনি জানুআরি থেকে এপ্রিল ১৯০৯ ইংরাজিতে বঙ্গ-ভাষা ও-সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলেন। গ্রন্থপ্রকাশ—১৯১১ খ্রীস্টাব্দ।

১৯১৩ সালে তিনি দ্বিতীয়বার রীডারশিপ পেলেন। এবার তাঁর বক্তৃতার বিষয়—মধ্যযুগের বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য। গ্রন্থপ্রকাশ—১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ।

(খ) শরৎকুমার লাহিড়ী তাঁর *'Lahiri's Select Poems'* গ্রন্থের স্বত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। দানের শর্ত—গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে নানা বৃত্তি ও পদক দেওয়া হবে। একটি বৃত্তি—দাতার পিতা ৺রামতনুর নামে বঙ্গ-ভাষা ও-সাহিত্যের উপর রিসার্চ ফেলোশিপ। এই বৃত্তির প্রথম প্রাপক (১৯১৩-৩২) দীনেশচন্দ্র। বৃত্তির শর্ত—ইংরাজিতে ২৫০-৩০০ পৃষ্ঠার নিবন্ধ রচনা ও পাঠ। ছয় বছরের মধ্যে (১৯১৩-১৯) তিনি চারটি নিবন্ধ লিখলেন। তাদের বিষয়—চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদগণ, বাঙালী জীবনের খণ্ডচিত্র, বাঙলা রামায়ণ, বাঙলার লোকসাহিত্য।

(গ) তাঁর সম্পাদনায় দুই খণ্ডে 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।

১৯০৮-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। সেই ছাপাখানা থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উপর্যুক্ত বৃহদায়তন ইংরাজি গ্রন্থগুলির পাঁচখানি প্রকাশিত হয়েছিল।

আশুতোষের হাত শক্ত হল, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তিতে এবং তদ্দ্বারা বঙ্গভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভে।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বার্ষিক সমাবর্তন ভাষণে উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাঙলা পঠন-পাঠনের কথা অনেকে চিন্তা করছেন।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে আশুতোষের শিক্ষা-পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমস্ত স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রীকরণ হল। পরিচালনার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কলা ও বিজ্ঞান শাখায় দুইটি স্নাতকোত্তর শিক্ষাপর্ষৎ (Councils of Post-Graduate Teaching in Arts and in Science) গঠিত হল। আশুতোষ আমৃত্যু একযোগে দুইটি পর্ষদেরই সভাপতি ছিলেন। ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হল।

৩ ফেব্রুআরি ১৯১৯ ভারত সরকার ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বিধান অনুমোদন করলেন।

সেই ১০ এপ্রিল আর্টস কাউন্সিল গড়লেন আশুতোষেরই অধ্যক্ষতায় ভারতীয় ভাষাবিভাগ পরিচালন সমিতি। সমিতি প্রথম দুই বছরের (১৯২০-২১) এম. এ. পরীক্ষায় প্রধান ভাষা বাঙলার পাঠ্যক্রম স্থির করলেন।

আদিতে বিভাগের নাম ছিল ভারতীয় ভাষাবিভাগ (Indian Vernaculars Department)। Vernaculars শব্দটিতে হীনতার ইঙ্গিত থাকায় (অভিধান দ্রষ্টব্য) ২৮ এপ্রিল ১৯৩৮ থেকে নাম হল আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ। তারপর, আলাদা হয়ে ৬ মে ১৯৬১ স্বতন্ত্র হিন্দী বিভাগ ও ২১ এপ্রিল ১৯৮২ স্বতন্ত্র উর্দু বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এখন পুরাপুরি বাঙলা বিভাগ॥

কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পড়ার ব্যবস্থা প্রথম সম্ভব হল কলিকাতাতেই। যাঁর দুঃসাহস, বুদ্ধি ও মমতার ফল এই ভারতীয় ভাষাবিভাগ, সেই আশুতোষ উপাচার্য পদে ১৮ মার্চ ১৯২২ বার্ষিক সমাবর্তনে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশ—"that great department of Indian Vernaculars

which is a special feature of our University and which should constitute its chief glory in the eyes of all patriotic and public spirited citizens....*

॥ প্রধানভাষা বাঙলার এম. এ.-র পাঠ্যক্রম (১৯২০-২১) ॥

প্রশ্ন ইংরাজিতে, এবং উত্তর, অন্য রূপ নির্দিষ্ট না হলে, ইংরাজিতে বা বাঙলায়।

প্রথম পত্র ১০০

বাঙলা সাহিত্যের, ইতিহাস, প্রাচীন যুগ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

বিশেষ যুগ—ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য। পঠনীয়—

1. D. C. Sen—*History of Bengali Language and Literature* (1911)
2. Same— *The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal* (1917)
3. Same— *Chaitanya and His Companions* (1917).

দ্বিতীয় পত্র—(ক) প্রাচীন যুগ। ৭৫

দীনেশচন্দ্র সেন, সম্পা.—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড (১৯১৪)। পৃ. ২৭-১০১।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত, সম্পা.—ময়নামতীর গান (ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ)।

(খ) পাঠ্য-বহির্ভূত। ২৫

তৃতীয় পত্র—(ক) মধ্য ও আধুনিক যুগ। ৭৫

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—চণ্ডীমঙ্গল (১৬শ শতক)।

মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।

(খ) পাঠ্য-বহির্ভূত। ২৫

চতুর্থ পত্র—(ক) বাঙলা গদ্যরীতির বিকাশ, ১৮০০-৫৭। ৫০

(খ) বাঙলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব, ১৮৫৭-৮০। ৫০

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দুইটি পূর্ণ পত্রের জন্য ১২টি বিকল্পভাষার যে-কোনো একটি—অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কানাড়ী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, মালয়ালম, মৈথিলী, সিংহলী ও হিন্দী। প্রথম ঘোষণায় তালিকায় মৈথিলী ছিল না, কিন্তু ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বে-সরকারী দান থেকে সে-ভাষার জন্য দুইটি বক্তৃপদ তৈরি হল।

সিংহলী আছে, কারণ—এক, সিংহল তখন ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; দুই,

সিংহলী একটি নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ; তিন, হাতের কাছে শিক্ষক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় পালিবিভাগে সিংহলী পণ্ডিত ॥

সপ্তম পূর্ণ পত্রের জন্য চারটি মৌলিক ভাষা—পশ্‌তু ও ফারসী ; পালি ও প্রাকৃত। প্রথম অথবা দ্বিতীয় গুচ্ছের দুইটি ভাষায় পরীক্ষা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেণ্ডার (১৯১৮-১৯), ১ম ভাগে পশ্‌তুর নাম আছে, থাকাই উচিত। ভাষার আর্য-শাখার এক উপশাখা ভারতীয়-আর্য, যার অন্তর্গত পালি ও প্রাকৃত ; দ্বিতীয় উপশাখা ইরানীয়-আর্য, যার অন্তর্গত পশতু ও ফারসী। কিন্তু, পশতু পড়াবার শিক্ষক জোটেনি বলেই সম্ভবত সেটি পরে বাদ পড়েছিল ॥

অষ্টম পত্র—ভাষাতত্ত্ব। ১০০

উপশাখা ভারতীয়-আর্য এবং তার থেকে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা বাঙলার উদ্ভব ও বিকাশ আলোচ্য।

বিভাগের নামের মর্যাদা রেখে তেরোটি ভারতীয় ভাষা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হল। আশুতোষ মাত্র একুশজনকে নিয়ে প্রথম শিক্ষকমণ্ডলী গড়েছিলেন (দ্র. 'সুবর্ণলেখা', পৃ. ৪৫)—প্রধানভাষা বাঙলার চারজন, এগারোটি বিকল্পভাষার (মৈথিলী বাদ) তেরজন, তিনটি মৌলিকভাষার তিনজন এবং ভাষাতত্ত্বের একজন।

বিভাগে ১৯২৬-এর পূর্বে অধ্যাপক পদ (Professor) ছিল না। শিক্ষকেরা পূর্ণকাল অথবা খণ্ডকাল উপাধ্যায় (Lecturer)। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকেরা বিনা বেতনেই ক্লাস নিতে আসতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি, সংস্কৃত, ইসলামী বিদ্যা, তৌলনিক ভাষাবিদ্যা, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, নৃবিদ্যা ইত্যাদি বিভাগ থেকে শিক্ষকেরা (কেউ কেউ নিজস্ব বিভাগে অধ্যাপক) ভারতীয় ভাষাবিভাগে খণ্ডকাল উপাধ্যায়রূপে এলেন।

প্রধানভাষা বাঙলার জন্য নিযুক্ত প্রথম চারজন শিক্ষক—দীনেশচন্দ্র, বসন্তরঞ্জন রায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ভারতীয় ভাষাবিভাগে প্রথম বর্ষভাগ (session) ১৯১৯-২০ খ্রীস্টাব্দ। নিয়মিত ছাত্রদের প্রথম দলটি তখন পঞ্চম বর্ষ শ্রেণীতে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় ভাষায় প্রথম এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত। পরীক্ষার্থী সকলেরই প্রধান ভাষা বাঙলা, তারাই প্রথম দল বাঙলায় এম. এ.। সকলেই ছিল নন্‌-কলেজিয়েট ॥

সূত্র—১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সুবর্ণলেখা (১৯৭৪)।

১. কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়—বাংলা-বিদ্যা চর্চা (১৯৭৪)।

৩ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জন্ম—কলিকাতা বৌবাজারে মলঙ্গা লেন, ২৮ জুন ১৮৬৪।
মৃত্যু—পাটনা, ২৫ মে ১৯২৪॥
মাতা জগত্তারিণী মুখোপাধ্যায়। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৬-৮৯), এম. বি., ভবানীপুর অঞ্চলে খ্যাত চিকিৎসক, স্বাধীনচেতা ও মাতৃভাষার অনুরাগী। বাঙলায় তিনি তিন-চারটি ডাক্তারি বই লেখেন এবং প্রায় সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ ছন্দে অনুবাদ করেন (অপ্রকাশিত)॥

পাঁচ বছর বয়সে (১৮৬৯) আশুতোষ কাছাকাছি এক বাঙলা স্কুল চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। মাত্র আড়াই বছরে তিনি তথাকার পাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর বাড়িতে পড়েছিলেন। মধুসূদন দাস (১৮৪৮-১৯৩৪), পরবর্তী কালে ওড়িষ্যার এক নেতা, ছিলেন তাঁর অন্যতম গৃহশিক্ষক। তিনি বালককে ইংরাজিতে পাকা করেছিলেন।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে তাঁকে কালীঘাট স্বুবার্বন স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করা হল। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সে-সময়ে ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)। নভেম্বর ১৮৭৯-তে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় হলেন।

তারপর পড়াশোনা প্রেসিডেন্সি কলেজে, ১৮৮০-৮৫। এফ. এ. পরীক্ষায় (১৮৮১) তৃতীয় এবং বি. এ. পরীক্ষায় (১৮৮৪) প্রথম হলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি প্রথম ডবল এম. এ.—গণিতে (১৮৮৫) ও পদার্থবিদ্যায় (১৮৮৬)। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যায় পরীক্ষা দিয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি ও মৌয়াট স্বর্ণপদক পেলেন। পরের বছরই ইতিহাস, দর্শন ও ইংরাজি সাহিত্যে পরীক্ষা দিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার এই বৃত্তিলাভে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পাননি॥

১৮৮১-৯২ খ্রীস্টাব্দ এই কালে তাঁর বারোটি গবেষণা-নিবন্ধ কলিকাতার 'The Journal of the Asiatic Society of Bengal' এবং পাঁচটি বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত। ইতোমধ্যে ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি যথাক্রমে লণ্ডন ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি ও লণ্ডনের রয়্যাল এসট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সদস্যরূপে গৃহীত হয়েছেন।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮৮৭-৯১ খ্রীস্টাব্দ এই পাঁচ বছর তিনি ২১০ নং বহুবাজার স্ট্রিটে ডঃ মহেন্দ্র-লাল সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত The Indian Association for the Cultivation of Science-এ স্নাতকোত্তর বা গবেষণা পর্যায়ে ছাত্রদের জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ভৌতিক আলোক-বিজ্ঞান, গাণিতিক পদার্থ-বিদ্যা, শুদ্ধ গণিত ইত্যাদি। বিজ্ঞান সভায় বিষয়গুলির উপর বক্তৃতার সূত্রপাত করেছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার ই. লাফোঁ। আশুতোষ মোট ১২৫টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারপরে কয়েক বছর কোর্স অব্যাহত রেখেছিলেন মহেন্দ্র-নাথ রায় ও শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ডি. পি. আই. চার্লস ক্রফটের সঙ্গে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তাঁর শিক্ষকরূপে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের প্রশ্নটি উঠেছিল। কিন্তু এডুকেশন্যাল সার্ভিসের শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের সমান মর্যাদা ও বেতন তিনি দাবি করায় প্রশ্নটি আর এগোয়নি।

মহেন্দ্রলাল সরকার ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জন্য চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তিনি গাণিতিক পদার্থবিদ্যার গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে রিসার্চ প্রোফেসরশিপ লাভ করতে পারেন।

মনে পড়ে, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আশুতোষের খেদোক্তি—"The ambition of my life was to be a research professor in my university."

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিটি কলেজ থেকে আইনের স্নাতক (B. L.) হলেন। উক্ত কলেজে তাঁর অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড)। কয়েক মাস রাসবিহারী ঘোষের কাছে শিক্ষাধীন থাকার পর সেই বছরই ৩১ আগস্ট তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করলেন।

ক্রমশ, আইন-ব্যবসায় তাঁকে গ্রাস করলো। পারিবারিক দায় বেড়েছিল—জানুআরি ১৮৮৬ তিনি কৃষ্ণনগরের যোগমায়া ভট্টাচার্যকে বিবাহ করেছিলেন। পারিবারিক বিপর্যয় এসেছিল—১৮৮৭-তে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্তকুমারের এবং ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে পিতার মৃত্যু।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ ল উপাধি দিল।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ঠাকুর-অধ্যাপক পদে বৃত। তিনি বক্তৃতা দিলেন—The Law of Perpetuities in British India.

৬ জুন ১৯০৪ থেকে তিনি হাইকোর্টে বিচারপতি (Puisne Judge)। ১৯২০

খ্রীস্টাব্দে কিছুকালের জন্য অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি। জুন ১৯২৪-এ তাঁর অবসর গ্রহণের কথা। তার কয়েক মাস পূর্বেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন—৩১ ডিসেম্বর ১৯২৩।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রণীত আশুতোষ-জীবনীর 'Lawyer, Jurist and Judge' অধ্যায়টি কৌতূহলী পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় আশুতোষের অংশগ্রহণ পঁয়ত্রিশ বর্ষ ব্যাপী। ১৬ জানুআরি ১৮৮৯ চ্যান্সেলর বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন তাঁকে সেনেটের সদস্যপদে মনোনীত করলেন। মাস দুয়েক পরে সেই মার্চেই আর্টস ফ্যাকাল্টি তাঁকে তাদের প্রতিনিধিরূপে সিণ্ডিকেটে পাঠাল। সিণ্ডিকেটের সঙ্গে তাঁর যোগ আমৃত্যু ছিন্ন হয়নি।

১৮৯৯ ও ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে পরপর দুইবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় আইন সভায় (Bengal Legislative Council) গেলেন। তারপর, ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কেন্দ্রীয় আইন সভায় (Imperial Legislative Council) যোগদানের কথা আমরা প্রথম প্রবন্ধে বলেছি।

বলেছি, কিভাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) কার্যকর হয়েছিল। তার ধারাগুলি এতদ্দেশীয় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু, বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে নতুন আইন প্রবর্তনের দেড় বছর পরে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বৃত হলেন। সেই ইতিহাস বলছি।

টমাস র‍্যালের পর উপাচার্য হয়েছিলেন (১৯০৪-০৬) আলেকজাণ্ডার পেডলার। তাঁর আমলে পুনর্গঠিত সেনেট নতুন গ্রন্থ নিয়মাবলী (Regulations) প্রণয়নে ব্যর্থ হল। প্রয়োজন ছিল কোনো কৌশলী উপাচার্যের। মনোনীত হলেন আশুতোষ। তিনি উপাচার্য, প্রথম বারে পরপর চার দফায় ৩১ মার্চ ১৯০৬ থেকে ৩০ মার্চ ১৯১৪ পর্যন্ত, এবং দ্বিতীয় বারে এক দফায় ৪ এপ্রিল ১৯২১ থেকে ৩ এপ্রিল ১৯২৩ পর্যন্ত।

১৯০৪-২৪, এই কালের ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী গ্রন্থে দুইটি পৃথক প্রবন্ধে বিশদভাবে লিখেছেন ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সরকারী প্রত্যাশা পূর্ণ করে শীঘ্রই (১১ আগস্ট ১৯০৬) নতুন গ্রন্থ নিয়মাবলী জারি হল। নিয়মগুলির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে আশুতোষের হাত ছিল। সেগুলি বঙ্গদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিল। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি. এ. পরীক্ষা

পর্যন্ত মাতৃভাষায় রচনাপত্র আবশ্যিক হল। আর, ১১শ নিয়মটির গুণগান আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে করেছি।

এখন, আশুতোষ কিভাবে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার একতম কেন্দ্রে রূপান্তরিত করলেন সেই কথা। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে তাঁর আহ্বানে প্রেসিডেন্সি, স্কটিশ চার্চ (জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ও ডাফ) ও সংস্কৃত কলেজ থেকে শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষকমণ্ডলী ছিল না। পরবর্তী দুই বছরে ওইভাবেই ইংরাজি, ইতিহাস, গণিত, সংস্কৃত ইত্যাদি সাত-আটটি বিষয়ে এম. এ-র টিউটোরিয়াল শুরু হল।

অপিচ, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯০৮ থেকে স্পেশ্যাল ইউনিভার্সিটি রীডারেরা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন G. Thibaut, T. H. Holland, A. Schuster প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের উপর দীনেশচন্দ্র সেন, ও বাঙলাভাষার উপর বিজয়চন্দ্র মজুমদার রীডারশিপ প্রাপ্ত।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯০৯ থেকে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে একে একে চারটি অধ্যাপকপদ (Professorship) সৃষ্টি করলেন। বড়লাট, পদবলে আচার্য, লর্ড মিণ্টো ও লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে অর্থবিদ্যা ও গণিতের; সম্রাট পঞ্চম জর্জের নামে দর্শনের; এবং বঙ্গদেশের ছোটলাট, পদবলে রেক্টর, লর্ড কারমাইকেলের নামে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক পদ। দিকে দিকে আহ্বান প্রচারিত, এবং সাড়া দিলেন পাঞ্জাবের মনোহর লাল (অর্থবিদ্যা), কুচবিহারের ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (দর্শন) ও মহারাষ্ট্রের ডি. আর. ভাণ্ডারকর (ইতিহাস)।

পরিকল্পনার তৃতীয় পর্যায়ে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি বিভাগ খুলে নিয়মিত পঠন-পাঠন-গবেষণার ব্যবস্থা করলেন। ১৯১২-র শেষে এইরকম নয়টি বিভাগের নাম আমরা পাচ্ছি। তখন ছাত্রসংখ্যা পাঁচ শত।

আশুতোষের শিক্ষা-পরিকল্পনার চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ের (১৯১৭) কথা আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলেছি। ইতঃপূর্বে সংকট ঘনিয়েছিল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত। ১৯১৩ সালে আশুতোষের সঙ্গে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের মনো-মালিন্যের শুরু। ৪ আগস্ট ১৯১৪ ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলো। ১৯১৫-য় সরকার জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্যদানে তাঁরা অপারগ।

আশুতোষের মুখ রক্ষা হল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজয়ন্তী ঊর্ধ্বতর গগনে

উড়লো দুই বাঙালী দানবীরের জন্য। আশুতোষ উপাচার্য থাকার সময়েই ১৯১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে কয়েক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তাই দিয়ে তৈরি হল University College of Science and Technology (1916) এবং আটটি নতুন অধ্যাপক-পদ (১৯১৪-২০)।

২৭ মার্চ ১৯২১ ভারত সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার দিলেন বাঙলা সরকারকে। ছোটলাট আর্ল অফ রোনাল্ডশে পদবলে আচার্য হলেন। তিনি আরো একবার উপাচার্যপদ গ্রহণে আশুতোষকে রাজী করালেন। ভারত জুড়ে তখন মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, শিক্ষা-বয়কট তার কার্যক্রমের অন্তর্গত। ওদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন ঘোচেনি। পরের বছর (১৯২২) ছোটলাট হলেন আর্ল অফ লিটন। বঙ্গীয় আইনসভা, প্রদেশের শিক্ষা-সচিব প্রভাসচন্দ্র মিত্র, এবং লিটন—কারোই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সহানুভূতি ছিল না।

২৩ আগস্ট ১৯২২ চিঠিতে বাঙলা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখলেন, আটটি অপমানজনক শর্তে তাঁরা আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করতে পারেন। ২ ডিসেম্বরের বৈঠকে সেনেট সর্বসম্মতিক্রমে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। সেই বৈঠকেই বাঙলার বাঘের সেই গর্জন—"Freedom first, freedom second, freedom always—nothing else will satisfy me".

লিটনের শিক্ষা তখনো পুরা হয়নি। তাই ২৪ মার্চ ১৯২৩ আশুতোষকে এক ব্যক্তিগত পত্রে তিনি প্রস্তাব করলেন, নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে উপাচার্যপদে তাঁর পুনর্নিয়োগ তিনি সমর্থন করবেন। ২৬ মার্চ আশুতোষ তার দীর্ঘ যে-জবাব দিলেন তার শেষ বাক্য—"I decline the insulting offer you have made to me."

জজিয়তি থেকে অবসর নিয়ে আশুতোষ আবার ওকালতি শুরু করেছিলেন। পাটনা হাইকোর্টে ডুমরাঁও মোকদ্দমার জন্য লড়তে গিয়ে সেখানেই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়॥

বাঙলার শিক্ষকসমাজে আশুতোষের স্থান বিভাগের পরিকল্পক ও সংগঠকরূপে।

'সুবর্ণলেখা'-য় একটি তথ্যের প্রতি শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রধানভাষা বাঙলার প্রথম এম. এ. পরীক্ষায় (১৯২০) পরীক্ষকদের নামের তালিকায় প্রথম নাম আশুতোষের, এবং সে-বছর পরীক্ষক হিসাবে তিনি ৩৭৷৷০ দক্ষিণাও পেয়েছিলেন। বাঙলার কোনো প্রশ্নপত্রের শীর্ষে রচয়িতারূপে তাঁর নাম নেই। অনুমান সঙ্গত যে হয় কোনো প্রশ্নের তিনি মডারেটর ছিলেন, নয় তিনি কয়েকটি খাতা দেখেছিলেন ॥

আশুতোষের গ্রন্থাগার : বাহাত্তর হাজার খণ্ডের সংগ্রহটিকে তাঁর চার ছেলে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে ৩১ মার্চ ১৯৪৯ হস্তান্তর করেছেন। দেশী ও বিদেশী ভাষায় বহু বিষয়ের গ্রন্থ, বাঁধানো জার্নাল এবং পেইন্টিং-এর প্রতিলিপি। গঙ্গাপ্রসাদ এই ছেলেকে কয়েকটি বই কিনে দিয়েছিলেন (দ্র. অতুলচন্দ্র ঘটক প্রণীত 'আশুতোষের ছাত্রজীবন', আনন্দ সংস্করণ, পরিশিষ্ট 'ক'), সেইগুলি দিয়ে এই সংগ্রহের পত্তন। অপিচ, তাঁর এক ছেলে শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনা (দেশ, ২২জুন ১৯৮৫) দ্রষ্টব্য ॥

গ্রন্থপঞ্জি

1. *An Elementary Treatise on the Geometry of Conics ;* Reprint. London, Macmillan, 1901. X, 184 p. [F. P.—1893]

2. *The Law of Perpetuities* (1898).

3. *Addresses : Literary and Scientific.* Calcutta, R. Cambray, 1915. iv, 567 p.

4. জাতীয় সাহিত্য ; ২য় মুদ্রণ।
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৯৩৬। ১৵০, ১৫০ পৃ।
সূচী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত পূর্বভাষ।
সভাপতির অভিভাষণ—ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ; কৃত্তিবাস ; মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ; জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ; বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ।
[প্র. প্র.—১৯২৪]

সূত্র—1. Narendra Krishna Sinha—
Asutosh Mookerjee : a biographical study (1966)

2. অতুলচন্দ্র ঘটক—
আশুতোষের ছাত্রজীবন (১৯৮৬)।
আশুতোষের সংশোধিত জন্মতারিখটি এই গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত ॥

3. শ্রদ্ধেয় শ্রী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
(কলিকাতা, ২৬. ৮. ১৯৮৬) ॥

৪ দীনেশচন্দ্র সেন

জন্ম—মাতুলালয় বগ্‌জুড়ি (ঢাকা), ৩ নভেম্বর ১৮৬৬।

মৃত্যু—বেহালাস্থিত রূপেশ্বর ভবন, ২০ নভেম্বর ১৯৩৯॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের যোগের কথা আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলেছি। তারপর, ১ জুন ১৯১৯ ভারতীয় ভাষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনিই প্রথম বিভাগীয় প্রধান (১৯১৯-৩২)। প্রথমে উপাধ্যায়, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত হবার পর ১ জানুআরি ১৯২৬ থেকে ৩১ মে ১৯৩২ পর্যন্ত বাঙলার প্রথম ইউনিভার্সিটি প্রফেসর॥

বৈদ্যকুলে মহাকুলীন কবি ধোয়ী (১২শ শতক)। তাঁর বংশে ঈশ্বরচন্দ্র সেন (১৮২৫-৮৬), নিবাস সুয়াপুর (ঢাকা), জিলারই ধামরাই ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক, পরে মানিকগঞ্জ মুন্সেফ কোর্টে উকিল। ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী, এবং 'সত্যধর্মোদ্দীপকঃ নাটক' ও 'ব্রহ্মসঙ্গীত-রত্নাবলী'-র লেখক। স্ত্রী রূপলতার গর্ভে নয়টি কন্যার পরে দীনেশচন্দ্র॥

তাঁর পড়াশোনা মানিকগঞ্জ, কুমিল্লা ও ঢাকার বিদ্যালয়ে। গণিত ছিল তাঁর বিভীষিকা। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার জগন্নাথ কলেজিয়েট স্কুল থেকে তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, এবং ১৮৮৫-তে ঢাকা কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তারপর, ছয়মাসের মধ্যে পিতামাতার মৃত্যুতে পড়াশোনায় ছেদ।

১৮৮৭-র শরতে সুয়াপুরে বিধবা বড়দিদি দিগ্‌বসনী রায় এবং ষোড়শী স্ত্রী বিনোদিনীকে রেখে তিনি অন্ন-সংস্থানের জন্য বেরোলেন। জলপথে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জে। সেখানকার ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ফণিভূষণ সেন তাঁর মামাতো দাদা। তাঁর অধীনে তৃতীয় শিক্ষকের চাকরি এবং মামাবাড়িতে আশ্রয় মিললো।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা (ইংরাজিতে অনার্স, পাস-বিষয় ইতিহাস ও অর্থবিদ্যা) দিয়ে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। তারপর, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষকতা নিয়ে তিনি কুমিল্লায় চলে এলেন। প্রথমে কিছুকাল শম্ভুনাথ ইনস্টিটিউশনে, পরে, ১৮৯৬ পর্যন্ত, ভিক্টোরিয়া স্কুলে বিশেষ যোগ্যতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করেছিলেন॥

সাহিত্যানুরাগ--পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ির সময়েই রামায়ণ-মহাভারতের কিছু কিছু অংশ তাঁর কণ্ঠস্থ। বড়দিদির মুখে পাঠ এবং বৈষ্ণব পদ শুনতেন।

মানিকগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক পূর্ণচন্দ্র সেন বালককে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন। বারো-তের বছর বয়সেই প্রচুর বাঙলা-সাহিত্য, এবং বায়রনের 'চাইল্ড হেরল্ড' ও 'ডন জুয়ান' পড়ে ফেলেছিলেন। প্রিয় কবি ছিলেন জেলারই দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-৯৮)। নিজে তিনি আবাল্য কবিতারচনায় অভ্যস্ত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে লিখলেন আখ্যায়িকাকাব্য 'কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ'॥

১৮৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দের কথা। চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করে তাঁর ইচ্ছা জেগেছিল, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখবেন। কয়েকখানি বটতলায় ছাপা পুথির সম্বলে তিনি নোট করছিলেন। উৎসাহ দিচ্ছিলেন ভিক্টোরিয়া স্কুলের পণ্ডিত চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

এই সময়ে (আনু. ১৮৮৯-৯২) তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'নবজীবন' (সম্পা. অক্ষয়চন্দ্র সরকার), 'জন্মভূমি' (সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন), 'অনুসন্ধান' (সম্পা. দুর্গাদাস লাহিড়ী), 'দাসী' (সম্পা. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি পত্রিকায়। দুঃখের বিষয়, আমরা যতদূর জানি, তাঁর রচনাপঞ্জি আজো অসংকলিত।

ফেব্রুআরি ১৮৯২ কলিকাতার পীস এসোসিয়েশন বিজ্ঞাপন দিলেন, বঙ্গ-ভাষা ও-সাহিত্য বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে তাঁরা পুরস্কৃত করবেন। তিন মাসের মধ্যে প্রবন্ধ লিখে দীনেশচন্দ্র পুরস্কার পেলেন। বিচারক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত।

এই সময়েই তিনি দৈবাৎ সচেতন হলেন, দেশময় কত অপ্রকাশিত প্রাচীন বাঙলা পুথি বর্তমান। কিন্তু তাঁর একার সাধ্যে সে-সবের সন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ তো অসম্ভব। ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিসের এ. আর. এফ. হর্‌নলে বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'Indian Antiquary' পত্রিকায় প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র তাঁকে পত্র দিয়ে সাড়া পেলেন। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ হল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর।[১]

এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ কুমিল্লায় এলেন।

১. জুলাই ১৮৯১ থেকে শাস্ত্রী Director of the Operations in Search of Sanskrit Manuscripts ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ')।

দেহপাত করে দীনেশচন্দ্র পুথির খোঁজে ঘুরলেন পূর্ববঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার পল্লীতে পল্লীতে। তাঁর আবিষ্কারের কথা তিনি লিখলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় সাতটি প্রবন্ধে (১৩০১-০২ ব.)। গ্রন্থপ্রকাশে অর্থ সাহায্য করেছিলেন ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বিপুলভাবে সংবর্ধিত হল ॥

গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত পরে, ৬ নভেম্বর ১৮৯৬, তিনি দারুণ মস্তিষ্কপীড়ায় শয্যাশায়ী হলেন। বছরখানেক চলচ্ছক্তিরহিত, তিন বছরের বেশী ভুগলেন। বিদ্যালয়ের মালিক রায়বাহাদুর আনন্দচন্দ্র রায় মহানুভব, প্রথম ছয় মাস পুরা বেতনে এবং পরবর্তী দেড় বছর অর্ধ-বেতনে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন।

ভাতার জন্য সরকারের কাছে তাঁর আবেদন সমর্থন করেছিলেন ভারত-ভাষাবাচস্পতি জজ গ্রিয়ারসন, তৎকালে Linguistic Survey of India-র সুপারিনটেনডেণ্ট। এপ্রিল ১৮৯৯ থেকে মাসিক ২৫ টাকা ভাতা মঞ্জুর হয়েছিল। সাহিত্যিকের সরকারী ভাতালাভ বঙ্গদেশে সেই প্রথম ॥

বছর চারেক কাটলো কুমিল্লা-কলিকাতা-ফরিদপুর করে। আনু. নভেম্বর ১৯০০ তিনি স্থায়িভাবে কলিকাতাবাসী হলেন। তাঁকে অর্থসাহায্য করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রমুখেরা। বন্ধুত্ব হল প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, ব্যোমকেশ মুস্তফী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের সঙ্গে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হল 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। ততদিনে তাঁর অর্থকষ্ট গেছে। নানা পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখে মাসে দেড়-দুই শত টাকা আয় করছিলেন ॥

পত্রিকা-সম্পাদনা—আনু. ১৩১০-১২ ব. তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত (১৯০১-০৫) নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' এবং সরলা দেবী সম্পাদিত (১৮৯৯-১৯০৭) 'ভারতী' এই দুইটি পত্রিকার পরিচালনা, সম্পাদনা ও লেখা দেওয়ার ব্যাপারে যোগ হয়েছিল। কৌতূহলী পাঠকেরা দীনেশচন্দ্রের আত্মজীবনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' (দশম খণ্ড) এবং সুনীল দাস সংকলিত 'ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী' মিলিয়ে পড়ে নিতে পারেন।

'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' থেকে জানা যায়, পরবর্তীকালে তিনি দুইটি পত্রিকার সম্পাদনা-ভার পেয়েছিলেন—

১. বঙ্গবাণী, ১ম ও ২য় বর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৮ মাঘ ১৩৩০। অন্যতর সম্পাদক: বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

২ বৈদ্য-হিতৈষিণী, পৌষ ১৩৩১...বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির মুখপত্র ॥

ভারতীয় ভাষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে তার অধীনে লোকসাহিত্য-সংগ্রহ ও পুথিশালা-প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ড চলেছিল। স্মর্তব্য, দীনেশচন্দ্রের রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো হিসাবে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় ১৯১৭ সালে বাঙলার লোকসাহিত্য, এবং ১৯২২ থেকে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত (অর্থাৎ, কার্যকালের শেষ এগারো বৎসর) মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। গীতিকাগুলিতে তাদের সংগ্রাহক-সম্পাদকের হস্তাবলেপ থাকতেই পারে, কিন্তু লোকসাহিত্য হিসাবে তাদের দাবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয় না। দ্র. প্রাগের ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটের ডঃ দুসান জ্‌বাভিতেলের বইটি।

. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লোকসাহিত্য-সংগ্রাহকদের মধ্যে সমধিক খ্যাত চন্দ্রকুমার দে। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত তাঁর রচনা দীনেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯১৯ সালে কলিকাতায় দুজনের সাক্ষাৎ হল। ভারতীয় ভাষাবিভাগে পুথিশালা-কর্মী হিসাবে চন্দ্রকুমার যোগ দিলেন।

১ জুন ১৯২৫ তারিখে এবং পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত অন্য লোকসাহিত্য-সংগ্রাহকেরা—আশুতোষ চৌধুরী, জসিমুদ্দিন, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, বিহারীলাল রায়, মনসুরউদ্দিন, মনোরঞ্জন চৌধুরী ও শিবরতন মিত্র (দ্র. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোকসাহিত্যসংগ্রহ'—সুবর্ণলেখা)।

দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গান' বইটিও তাঁর লোক-সাহিত্যে আগ্রহের প্রমাণ।

বিভিন্ন সময়ে তাঁকে সম্পাদনায় সহায়তা, অথবা তাঁর অধীনে লোকসাহিত্যে গবেষণা করেছেন—জনার্দন চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রামেন্দু দত্ত, শচীন্দ্রনাথ রুদ্র, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র ধর ॥

নগেন্দ্রনাথ বসুর প্রায় তিন হাজার পুথির এক সংগ্রহ ছিল। ভারতীয় ভাষা-বিভাগ সৃষ্টির পরে দীনেশচন্দ্রের অনুরোধে নগেন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রহ নগদ ৩,০০০ টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়কে বিক্রয় করেন। বিভাগের পুথিশালার সেই সূত্রপাত।

এখন মোট পুথির সংখ্যা প্রায় সাত হাজার, সেগুলির অর্ধেক দানস্বরূপ প্রাপ্ত, অবশিষ্ট ক্রীত। একাধিক ছাত্র এই পুথিশালার কোনো পুথি সম্পাদনা করে ডক্টরেট-খেতাব অর্জন করেছেন॥

গ্রন্থপঞ্জি

আমাদের অবলম্বন সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯০।

(ক) বাঙালী ও বাঙলাসাহিত্য।

রচিত

১. রেখা। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৮৯৫। ৭২ পৃ।
স্চী: জন্মান্তরবাদ, শেক্সপীয়র বড় কি কালিদাস বড়, বাল্মীকি ও হোমর, বঙ্গে ভক্তি॥

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য / প্রথম ভাগ. ইংরাজ প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত। কুমিল্লা, হেমচন্দ্র সেন, ১৮৯৬। ১৶০, ৪০৩ পৃ।

৩. স্বকথা। ঢাকা, সিটি লাইব্রেরি, ১৯১২। ৶০, ১৩৩ পৃ।
স্চী: মাতৃগুপ্ত, সূর্য স্থপতি, যশস্করের বিচার, আওরঙ্গজেব ও তাঁহার শিক্ষক, দিগম্বর সান্ন্যাল, হরিহর বাইতি, এদেশের প্রাচীন আদর্শ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস॥

৪. ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য। গুরুদাস, ১৯২২। ৪৪৯ পৃ।

৫. বৃহৎ বঙ্গ (সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত)। কলি. বিশ্ব., ১৩৪১ ব. ও ১৩৪২ ব.। দুই খণ্ড॥

৬. আশুতোষ-স্মৃতিকথা। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯৩৬। ৯, ৫, ২৮৮ পৃ।

৭. পদাবলী-মাধুর্য। প্রবর্তক, মহালয়া ১৩৪৪। ১৫৮ পৃ।

৮. প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান। মখ্‌দুমী লাইব্রেরি এণ্ড আহছানউল্লা বুক হাউস, অক্টোবর ১৯৪০। ২১৭ পৃ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা॥

9. *History of Bengali Language and Literature*. **Cal. Univ., 1911. xxii, 1030 p.**

10. *The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal.* Same, 1917. xxxii, 257 p.
Preface by J. D. Anderson.
11. *Chaitanya and His Companions.* Same, 1917. xxii, 309 p.
12. *The Folk-Literature of Bengal.* Same, 1920. xxix, 362 p.
13. *The Bengali Ramayanas.* Same, 1920. xviii. 305 p.
14. *Bengali Prose Style|1800-1857.* Same, 1921. xv, 153 p.
15. *Chaitanya and His Age.* Same, 1922. xxviii, 417 p.
Foreword by Sylvain Levi.
16. *Glimpses of Bengal Life.* Same, 1925. xviii, 313 p.

সম্পাদিত

১৭. শ্রীকর নন্দী (১৬শ শতক)—
ছুটিখানের মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩১২ ব.
সম্পাদক—বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশচন্দ্র ॥
১৮. মাণিকরাম গাঙ্গুলী (১৮ শতক)—শ্রীধর্মমঙ্গল। ঐ, ১৩১২ ব.
সম্পাদক—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র ॥
১৯. বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, or *Selections from the Bengali Literature from the Earliest Times to the Middle of the Nineteenth Century.* Cal. Univ., 1914. 2 parts.
২০. গোপীচন্দ্রের গান / উত্তরবঙ্গে সংগৃহীত। ঐ, ১৯২২ ও ১৯২৪। দুই খণ্ড।
সংকলন ও ভূমিকা—বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। মুখবন্ধ—দীনেশচন্দ্র। টীকা-টিপ্পনী—বসন্তরঞ্জন রায়।
১ম খণ্ড—গোপীচন্দ্রের গান (লোকসাহিত্য)।
২য় খণ্ড—ভবানী দাস প্রণীত গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, ও সুকুর মামুদ প্রণীত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ॥
21. *Eastern Bengal Ballads|Mymensing* Vol. I pt. I
Eastern Bengal Ballads. pt. I of each of vols. II, III and IV. Cal. Univ., 1923-32.
Introduction and prose-translation.

মৈমনসিংহ-গীতিকা। ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা।

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রতিটির ২য় সংখ্যা। ঐ, ১৯২৩-৩২।

ভূমিকা, গীতিকা, পাদটীকা ও শব্দ-সূচী ॥

২২. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৬শ শতক)—
কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। ঐ, ১৯২৪ ১৯২৬। দুই ভাগ।
সম্পাদক—দীনেশচন্দ্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ বসু ॥

২৩. গোবিন্দদাস কর্মকার (১৬শ শতক)—গোবিন্দদাসের কড়চা; নব সংস্করণ। ঐ, ১৯২৬।
সম্পাদক—দীনেশচন্দ্র ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী। দীনেশচন্দ্র স্বাক্ষরিত ভূমিকা, ১৫-৮৪ পৃ।
(প্র. প্র.—জয়গোপাল গোস্বামী সম্পাদিত, ১৮৯৬)

২৪. লালা জয়নারায়ণ সেন (১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)—হরিলীলা। ঐ, ১৯২৮। ১৶০, ১৬৬ পৃ।
সম্পাদক—দীনেশচন্দ্র ও বসন্তরঞ্জন ॥

২৫. কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ১৮১০-৮৮—কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী। ১৩৩৫ ব.

২৬. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)। কলি. বিশ্ব., ১৯৩০।
সম্পাদক—দীনেশচন্দ্র ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥

(খ) কথা ও কাহিনী

২৭. তিন বন্ধু। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯০৪। ১৬৮ পৃ।

২৮. নীল মাণিক। গুরুদাস, ভাদ্র ১৩২৫। ৭,১৯৬ পৃ।

২৯. সাঁঝের ভোগ। শিশির, ১৯২০। ১৷০, ১৪৮ পৃ।

৩০. গায়ে হলুদ। ভট্টাচার্য, ১৯২০। ।০, ১৩২ পৃ।

৩১. বৈশাখী। ১৯২০। ১৬৬ পৃ।

৩২. ভয় ভাঙ্গা। রায় এণ্ড রায়চৌধুরী, ১৯২৩। ৩৬ পৃ।

৩৩. দেশমঙ্গল। ১৯২৪। ৵০, ২০ পৃ।

৩৪. মলুয়া। কুসুমিকা, ১৯২৪। ১৷০, ৭১ পৃ।

৩৫. আলোকে-আঁধারে। গুরুদাস, ভাদ্র ১৩৩২। ৷৴০, ১৪৫ পৃ।

৩৬. চাকুরীর বিড়ম্বনা। ঐ, ১৩৩২ ব.। ৵০, ১৭৫ পৃ।

৩৭. পতিমন্দির। শ্রীসারদানন্দ সাহিত্যমন্দির, ১৯২৬। ।০, ২২৩ পৃ।

৩৮. ওপারের আলো। গুরুদাস, ১৯২৭। ৵০, ৩৪৬ পৃ।

৩৯. মামুদের শিবমন্দির। ১৯২৮। ৩১৭ পৃ।

৪০. শ্যামল ও কজ্জল। প্রবর্তক, জন্মাষ্টমী ১৩৪৫। ৸৶০, ২০১ পৃ।

৪১. পুরাতনী (মুসলিম-নারী চিত্র)। গুরুদাস, জুলাই ১৯৩৯। ১৵০, ১৭০ পৃ।

৪২. বাংলার পুরনারী। ন্যাশনাল লিটারেচর, ডিসেম্বর ১৯৩৯। ৪০০ পৃ।

(গ) পুরাণ কথা

৪৩. রামায়ণী কথা। ১৩১১ ব.। ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথ।

৪৪. বেহুলা। ফাল্গুন ১৩১৩।

৪৫. সতী। ভট্টাচার্য, ১৩১৩ ব.। ।০, ১০২ পৃ। (অনুবাদ *Sati*, 1916)

৪৬. ফুল্লরা। ঐ, ১৩১৩ ব.। ।০, ১২০ পৃ।

৪৭. জড়ভরত। স্টুডেণ্টস লাইব্রেরী, ১৯০৮। ।০, ১৪১ পৃ।

৪৮. ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ। গুরুদাস, শ্রাবণ ১৩২০। ।৶০, ১০৩ পৃ।

৪৯. মুক্তা চুরি। ১৯২০।

৫০. রাখালের রাজগি। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

৫১. রাগরঙ্গ। গুপ্ত, ১৯২০। ৭৭ পৃ।

৫২. সুবলসখার কাণ্ড। রায় এণ্ড রায়চৌধুরী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। ॥৵০, ৬২ পৃ। সচিত্র ॥

৫৩. বৈদিক ভারত। আশ্বিন ১৩২৯।

৫৪. কানু-পরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা। ভট্টাচার্য, ১৩৩২ ব.। ।৵০, ৯২ পৃ।

৫৫. পৌরাণিকী। গুরুদাস, ১৯৩৪।
একত্রে উপরের ৪৪-৪৮ সংখ্যক পাঁচখানি বই ॥

(ঘ) বিবিধ

৫৬. কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ (কাব্য)। ১৮৯০।

৫৭. গৃহশ্রী (গার্হস্থ্য)। গুরুদাস, ১৩২২ ব। ৩৫৮ পৃ।

৫৮. সম্রাট্ ও সম্রাট্-মহিষীর ভারত-পরিদর্শন। ১৯১৮। ২৩৫ পৃ।
ভারত সরকার সংকলিত '১৯১১ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট্-দম্পতির ভারত পরি-দর্শনের ইতিবৃত্ত' ইংরাজি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ ॥

এই পঞ্জি থেকে বর্জিত—তাঁর সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারত (১৯১২) ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩); সংশয়িত পদ্যসন্দর্ভ (তারিখ নেই); এবং ছাত্রপাঠ্য সরল বাঙ্গালা সাহিত্য (শ্রাবণ ১৩২৯) ॥

সূত্র—১. দীনেশচন্দ্র সেন—ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, ১৯৬৯।
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দীনেশচন্দ্র সেন / সখারাম গণেশ দেউস্কর, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮।

৫ যোগীন্দ্রনাথ বসু

জন্ম—নিতাড়া (ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা, ২৪ পরগনা), ১ আগস্ট ১৮৫৭।
মৃত্যু—কলিকাতা, ২০ জুলাই ১৯২৭॥

ভারতীয় ভাষাবিভাগে প্রধানভাষা বাঙলার জন্য নিযুক্ত প্রথম চারজনের (পৃ. ৮) মধ্যে বয়সে এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় প্রবীণতম ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ॥

পিতা নিতাইচাঁদ বসু এবং মাতা বামাসুন্দরী দেবী। যোগীন্দ্রনাথের শৈশবেই তাঁরা দুজনে প্রয়াত। তখন তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন বারাসতে মাতামহ দীনবন্ধু চৌধুরীর গৃহে॥

শৈশবশিক্ষা দক্ষিণ বারাসত বঙ্গ বিদ্যালয়ে। প্রধানশিক্ষক ব্রজনাথ ভট্টাচার্য তাঁকে মাতৃভাষা ও সাহিত্যে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি বসিরহাট মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায়, এবং ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষায় বসতে আরম্ভ করেন, অসুস্থতা নিবন্ধন শেষ করতে পারেননি।

এম. এ. পরীক্ষা ব্যর্থ হবার পর কিছুকাল তিনি রিপন কলেজে সংস্কৃত বিভাগে শিক্ষকতা করেছিলেন। তারপর, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিহারে সাঁওতাল পরগনার দেওঘরে গিয়েছিলেন। জানুআরি ১৮৮৬-তে তিনি সেখানকার টাউন হাইস্কুলে প্রধানশিক্ষকের চাকুরী পেলেন। জানুআরি ১৯০১ পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে ছিলেন॥

দেওঘরেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজ-নারায়ণ বসু—মহাকবি মধুসূদন দত্তের হিন্দু কলেজের এই তিন সহাধ্যায়ীর। সেই পরিচয়ের ফল—যোগীন্দ্রনাথের 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' (১৮৯৩) প্রণয়ন। গ্রন্থটি গৌরদাসকে উৎসর্গীকৃত, "যাঁহার উৎসাহ, অনুরাগ ও সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে এ-গ্রন্থ রচিত হইত না।"

তাঁর সঙ্গে আরেক জনের পরিচয়ের ফলও এমনি উপকারী। সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) জন্মসূত্রে মারাঠী, কিন্তু কর্মসূত্রে বাঙালি সাহিত্যসেবী। বিদ্যালয়ে যোগীন্দ্রনাথের প্রথমে ছাত্র, পরে সহকর্মী (সেকেণ্ড পণ্ডিত, ১৮৯৩-৯৭)।

তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিলেন। অগ্রজ লিখলেন—জীবনী 'অহল্যাবাঈ' ও 'তুকারাম' এবং ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'শিবাজী'।

একই ঘটনায় এই দুইজনের জীবন মোড় নিল। সাঁওতাল পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার হার্ড, পদবলে দেওঘর বিদ্যালয়ের পরিচালন-সমিতির সভাপতি। তাঁর কুৎসা করে লেখা বেরুল কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'-তে। নিজস্ব সংবাদদাতার নাম উহ্য ছিল। কিন্তু, যোগীন্দ্রনাথ এবং সখারাম দুইজনেই ছিলেন উক্ত পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে। হার্ড তাঁর মাথা খাটালেন। প্রথমে সখারাম ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে এবং চার বছর পরে পরে যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় থেকে পদত্যাগে বাধ্য হলেন ॥

দেওঘরে অবস্থানকালে যোগীন্দ্রনাথ একাধিক সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন—রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম, বৈদ্যনাথ সংস্কৃত পাঠশালা ইত্যাদি ॥

তাঁর কর্মজীবনের পরবর্তী পর্ব কলিকাতায়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি দায়িত্ব নিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের নাবালক পৌত্র প্রফুল্লনাথের অভিভাবক-শিক্ষক-রূপে। বিশ বছর পরে তিনি যখন অবসর নিলেন, তখন তিনি ঠাকুর-জমিদারির অন্যতম অছি।

একদা তাঁর কবি-খ্যাতি ছিল। তাঁর 'পৃথ্বীরাজ' কাব্য অনেকের প্রশংসা পেয়েছিল। ২৫ মার্চ ১৯১৮ রামমোহন লাইব্রেরিতে কৃষ্ণনগরের রাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে তাঁকে কবিভূষণ-উপাধিতে ভূষিত করা হল ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানভাষা বাঙলায় এম. এ.-র প্রথম পাঠ্যক্রমে (দ্র. ৭ পৃষ্ঠা) তৃতীয় পত্রে একটিমাত্র আধুনিক পাঠ্যগ্রন্থ 'মেঘনাদবধ কাব্য'। সেটি অধ্যাপনার জন্য আহ্বান পেলেন যোগীন্দ্রনাথ। ততদিনে তাঁর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'-এর চারটি সংস্করণ হয়ে গেছে। সেটি মহাবিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট এবং তার একটি বিদ্যালয়পাঠ্য সংস্করণও প্রকাশিত (১৩১৭ ব.)। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সরল কৃত্তিবাস' (১৩১৪ ব.), ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথ; এবং 'সরল কাশীরাম দাস' (১৩১৫ ব.), ভূমিকা—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। উপাধ্যায় যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছাত্র, পরবর্তীকালে 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "তিনি আমাদের পড়াইবার জন্য প্রচুর শ্রম করিতেন···ও যতটা সম্ভব নিজেকে তৈয়ারী করিয়া আসিতেন।" (সুবর্ণলেখা')

তখন তাঁর বয়স বাষট্টি, তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য। বিভাগ তার প্রথম বর্ষভাগে (১৯১৯-

২০) কিছুকাল তাঁকে পেয়েছিল, তারপর তিনি অবসর নিলেন। কলিকাতার গোয়াবাগানস্থিত স্বগৃহে তাঁর মৃত্যু হয়॥

রাজনারায়ণ বসুর তত্ত্বাবধানে সুরভি-সাপ্তাহিকের প্রথম প্রকাশ ১ আশ্বিন ১২৮৯। যোগীন্দ্রনাথ একদা তার সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. একাদশ অবতার ; কাব্য। ১২৯৩ ব.

২. অমর কীর্তি ; ফাদার দামিয়েনের জীবনচরিত। ১৮৯০। Joseph Damien de Veuster (1840-89)। বেলজিয়ান পাদ্রী। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতে করতে সেই রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত॥

৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত। দেওঘর, গ্রন্থকার, ১৩০০ ব.

৪. অহল্যাবাই। গুরুদাস, ১৩০২ ব. ৭৪, ৩৩ পৃ।

৫. আদর্শ কবিতা। সিটি বুক এজেন্সি, ১৯০০। ৬৬ পৃ।

৬. তুকারাম। ১৩০৮ ব.

৭. রামায়ণের ছবি ও কবিতা। ১৯০৯।

৮. কবিতা-প্রসঙ্গ ; কাব্য। সিটি বুক সোসাইটি, ১৯১০। ১৪৫ পৃ।

৯. পতিব্রতা। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ১৯১১ ও ১৯১৩। দুই ভাগ। সূচী (১ম) সতী, শকুন্তলা, দময়ন্তী ও শৈব্যা। (২য়) গান্ধারী, সুনীতি, সাবিত্রী ও সীতা।

১০. কবিতানুবাদে কঠোপনিষৎ ; মূল ও দুর্বোধ্য অংশের ব্যাখ্যা সহিত। অনাথনাথ বসু, ১৩১৯ ব.

১১. ছবি ও কবিতা—১ম (১৯১৪) ও ২য়।

১২. গন্ধর্বনগর ; নাটক। ১৯১৪।

১৩. দেববালা ; নাটক। নাট্যকার, ১৯১৫। ১৮৭ পৃ।

১৪. মানবগীতা ; কাব্য। ১৩২২ ব.

১৫. পৃথ্বীরাজ ; ঐতিহাসিক মহাকাব্য। কবি, ১৯১৫। ৩৫২ পৃ।

১৬. শিবাজী ; ঐতিহাসিক মহাকাব্য। কবি, ১৯১৮। ২৬৫ পৃ।

১৭. ছোট ছোট গল্প। গ্রন্থকার, ১৩০০ ব. ৷/০, ২৩০ পৃ। সচিত্র ॥

এগুলি ছাড়া, দুইটি উপন্যাস রাজউদাসীন ও পর্ণকুটীর, তৃতীয় একটি বই ছবি ও কথা, এবং নয়টি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ ॥

সূত্র—হারাধন দত্ত—

'যোগীন্দ্রনাথ বসু' সেকালের শিক্ষাগুরু, পৃ ২৩৯-৫০

৬ বসন্তরঞ্জন রায়

জন্ম—বেলিয়াতোড় (বাঁকুড়া), ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫।

মৃত্যু—ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর), ৯ নভেম্বর ১৯৫২।

নন্-ম্যাট্রিক ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা-শূন্য বসন্তরঞ্জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাবিভাগে উপাধ্যায়পদে বরণ করে আশুতোষ-দীনেশচন্দ্র সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে, তাঁদের মনোনয়ন ছিল যোগ্য পাত্রকেই।

কৌলিক পদবী গুহরায়। বারভুঁইয়াদের অন্যতম মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ছয় পুত্রের অন্যতম রাজীবলোচন মজুমদারের তাঁরা বংশধর। বসন্তরঞ্জনের পূর্ব-পুরুষেরা কয়েক পুরুষ বিষ্ণুপুররাজের দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অভিজাত, ধনবান ও বিদ্যানুরাগী। পিতা—রামনারায়ণ রায়, মাতা—মুক্তকেশী দেবী। চিত্রী যামিনী রায় বসন্তরঞ্জনের পিতৃব্যপুত্র।

পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে একবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু গণিতে ফেল। পরে, কিছুকাল ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ছাত্র ছিলেন।

উত্তর বিহারের সমস্তিপুরে ছিল তাঁর শ্বশুরের জমিদারি। সমস্তিপুর রেলওয়ে জংশনে তিনি কয়েক বছর কেরানি-গিরি করেছিলেন। জীবনধারণের জন্য চাকরি করার তাঁর দরকার ছিল না। জমিদারির আয় ছিল, বেলিয়াতোড়ে রায়-পরিবার একান্নবর্তী, যৌবনে স্ত্রী-বিয়োগের পর তাঁর পোষ্য মাত্র দুইটি প্রাণী—নাবালক পুত্র-কন্যা রামপ্রসাদ ও ঊষা।

বাল্যে কৃষ্ণযাত্রায় ও কৈশোরে বিদ্যাপতির পদে তিনি মজেছিলেন। আযৌবন নেশা ছিল দুইটি—পুঁথি-সংগ্রহ, এবং ছড়া আর প্রাচীন / আঞ্চলিক শব্দের সংগ্রহ।

কলিকাতায় শোভাবাজার-রাজবাটীতে (ঠিকানা—২/২, নবকৃষ্ণ স্ট্রীট) ২৩ জুলাই ১৮৯৩ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল The Bengal Academy of Literature. সভাপতি—কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, এবং দুই সহ-সভাপতি—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বাঙলায় ব্যুৎপন্ন ফরাসী এল. লিওটার্ড। একাডেমি ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা আঞ্চলিক শব্দসহ বাঙলা ভাষার অভিধান সংকলন করবেন এবং এ-কাজে স্বেচ্ছাসেবী প্রয়োজন। বসন্তরঞ্জন সাড়া দিলেন।

১৮ ফেব্রুআরি ১৮৯৪ তিনি একাডেমির সদস্যপদ পেলেন, যদিও "স্নাতক, পণ্ডিত, কিংবা সুধী লেখক" তিনি নন।

সেই ২৫শে মার্চ তিনি পত্রযোগে জানাচ্ছেন, দুই মাসের মধ্যে তিনি তিন কিস্তিতে সার্ধসহস্রাধিক শব্দ একাডেমিকে পাঠিয়েছেন। সে-অভিধান আজো অসংকলিত।[১]

২৯ এপ্রিল ১৮৯৪ একাডেমি নাম নিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পরিষদের সঙ্গে বসন্তরঞ্জনের সম্পর্ক আমৃত্যু অটুট ছিল।

১৩০২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যায় তাঁর সংগৃহীত ছেলেভুলানো ছড়াগুলি প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকায় তাঁর পরবর্তী আত্মপ্রকাশ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। অবশ্য, তার দুই বছর আগেই ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তাঁর সম্পাদিত প্রথম গ্রন্থ (ক্ষেমানন্দ দাসের মনসামঙ্গল) প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে, দীর্ঘ চৌদ্দ বছর (১৩০২-১৬ ব./১৮৯৫-১৯০৯ ইং) তাঁর সাহিত্যিক অজন্মার একটি অধ্যায় চলেছিল। অথবা, তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১৮ ডিসেম্বর ১৯০৯ তিনি সাহিত্য-পরিষদের অবৈতনিক পুথি-সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হলেন। অর্থ, পুথি-আবিষ্কার হল তাঁর অফিসিয়াল ডিউটি।

দুই মাসের মধ্যেই তাঁর আবাল্যের যত আগ্রহ ও এষণার ক্লাইম্যাক্স। ফেব্রুআরি ১৯১০, নিজ জিলায় বিষ্ণুপুর থানার কাঁকিল্যা-গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে তিনি অতিথি। সেখানে গোয়াল-ঘরের মাচায় এক ধামা পুরানো ও অব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন এক পুথি, যেটির আবিষ্কারক-প্রদত্ত নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

নিজের আবিষ্কার নিয়ে বসন্তরঞ্জন অতিরিক্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেননি। প্রায় দেড় বছর কাটলো। ২ জুলাই ১৯১১ সাহিত্য-পরিষদের এক অধিবেশনে পুথিটি প্রথম প্রদর্শিত হল; আবিষ্কারক অনুপস্থিত, তবে তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'চণ্ডীদাসের লুপ্ত গ্রন্থ কৃষ্ণকীর্তন' পঠিত হল। পুথি দেখালেন পরিষদের সহকারী-সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী।

পুথিটির আবিষ্কার একরকম ইচ্ছাপূরণ। কারণ, প্রচলিত পদসংকলনগুলিতে "প্রাচীন" কবি চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলির ভাষা অষ্টাদশ শতকের, অতএব ইদানীং খোঁজ হচ্ছিল চণ্ডীদাসের সমগ্র প্রাচীন পুথির।

১ আমাদের মনে আছে, যোগেশচন্দ্র রায় সংকলিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'বাংলা শব্দ-কোষ' (১৯১৫) গ্রন্থটির কথা।

৮ আশ্বিন ১৩১৮ পরিষৎ পুথিটি কিনলেন। তারপর, বসন্তরঞ্জন পঞ্চবর্ষ ব্যাপী পরিশ্রমে সেটির সম্পাদনা করলেন। প্রাপ্ত পুথির প্রামাণিকতায় যাঁরা সন্দিহান, তাঁরাও স্বীকার করেন যে বাঙলায় প্রাচীন পুথির এমন সুচারু সম্পাদনা খুব কম হয়েছে।

মূল রচনা সম্ভবত ১৪শ শতকের শেষ পাদে। ততদিনে প্রাচীন বাঙলা (যার একক নমুনা চর্যাপদ, রচনাকাল আনু. ৯৫০—আনু. ১২০০ ইং) অন্তত দেড়শত বছরের ব্যবধানে মধ্য বাঙলার আদি স্তরে পোঁছেছে। সেই স্তরের বাঙলার এটি একক নমুনা।

অবশ্য, প্রাপ্ত পুথি মূল রচনার তিন-চার শত বৎসর পরে নকল (দ্র. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ ১৯৫৯)।

পুথি প্রকাশের পূর্বেও চণ্ডীদাস-সমস্যা ছিল। পুথি প্রকাশিত হলে তা বহুগুণিত হল। একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অধিকাংশের দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু, পুথির আবিষ্কারক-সম্পাদকের মত (দ্র. পুনর্লিখিত ভূমিকা, ১৯৪৫ ইং)—"কবি চণ্ডীদাস এক এবং অদ্বিতীয়" এবং এ-গীতের "অভ্যন্তরে পরম পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে।"

আমরা আবার ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে ফিরে যাই। সেকালে সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালা ছিল তার গ্রন্থাগারের অংশ। পুথির সংখ্যা পাঁচ শত। বসন্তরঞ্জনের চেষ্টায় সেই সংখ্যা দ্রুত বর্ধমান হল। সারা জীবনে তিনি আট শতাধিক প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। ক্রমশ সবগুলিকেই তিনি পরিষদে দান করেছিলেন।

পুথি-সংগ্রহে তিন বছর দক্ষতা দেখাবার পর ১৩১৯ ব. তিনি পরিষৎ-গ্রন্থাগারে পুথির তালিকা প্রণয়ন, ও বিবরণ লিখনের জন্য বৈতনিক পদ পেলেন। ১৩২১ ব. পরিষদের পৃথক পুথিশালা হল। তিনি তার প্রথম পণ্ডিত। পাঁচ-ছয় বছর তিনি সেই পদে ছিলেন।

পরিষদে তিনি নিজে ১৭৪টি পুথির, এবং পরবর্তী পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য আরো ২৪টি পুথির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরিষৎ বিবরণগুলিকে 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' নামে পুথিশালাধ্যক্ষ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন (১৩৩০ ব. ও ১৩৩৩ ব.)॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—শোনা যায়, সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ভারতীয় ভাষাবিভাগে তাঁর শিক্ষকতাকাল ১৯১৯-৩২। তাঁর পদনাম ছিল Lecturer in Old Bengali. দ্বিতীয় পত্রে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক প্রথমে ছিল 'ময়নামতীর গান' (দ্র. পৃ. ৭)। কিন্তু, বাঙলায় এম. এ. প্রথম পরীক্ষায় (১৯২০) দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধে (প্রশ্নপত্র-রচয়িতা—বসন্তরঞ্জন) পাঠ্যবহির্ভূত অংশ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বংশীখণ্ড থেকে 'কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি' ইত্যাদি পদটির বার ছত্র। প্রথম নিয়মিত ছাত্রদলের ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুলভে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ক্রয়ের কথা লিখেছেন। মোট কথা, বসন্তরঞ্জন একাদিক্রমে বারো বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সম্পাদিত পুথি পাঠনার সুযোগ পেয়েছিলেন॥

ভারতীয় ভাষাবিভাগের অংশ পুথিশালা (দ্র. পৃ. ১৯)। তার প্রথম সংরক্ষক (১৯২০-২৪) বসন্তরঞ্জন। সেই পদে তাঁর প্রধান কীর্তি, মেদিনীপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসার সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত বিপুল পুথিভার (প্রায় ১৯ মণ) পুথিশালার জন্য বিনামূল্যে আহরণ। সিণ্ডিকেট কর্তৃক এই দান গ্রহণের তারিখ ১৫ জুলাই ১৯২১॥

নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ ভুবনমোহন চতুষ্পাঠী থেকে তাঁকে আনু. ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্বদ্বল্লভ-উপাধি, এবং ১৯৪৪ সালে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য এসোসিয়েট মেম্বরশিপ দিয়েছিল।

কিন্তু, তাঁর কর্মক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে কি দিয়েছিল? বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ সালে তাঁকে দিয়েছিলো সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক। সাহিত্য-পরিষদের তিনি অন্যতম সহ-সভাপতি (১৯৪২-৪৬) ও বিশিষ্ট সদস্য (১৯৪৯-আমৃত্যু) নির্বাচিত হয়েছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নবম সংস্করণের ভূমিকায় (১৪ মাঘ ১৩৮০) অধ্যাপক মদন-মোহন কুমার তাঁর জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করেছিলেন (পৃ. ২৷৴০-৫৷৹), দশম সংস্করণে (১৩৮৫ ব.) সে-ভূমিকা বর্জিত।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় তাঁর চরিতের স্থান হয়নি॥

মৃত্যু—পুত্র রামপ্রসাদ রায় পুণা থেকে কৃষিবিদ্যায় স্নাতক। সে-সময়ে তিনি ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয়ে লেকচারার ও সুপারিনটেনডেণ্ট। পুত্রের বাসায় বসন্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়॥

গ্রন্থপঞ্জি

সম্পাদিত

১. ক্ষেমানন্দ দাস, আনু. ১৭শ শতক—মনসামঙ্গল (পাঁচালি)। বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩১৬ ব. ৮, ৮২ পৃ [সম্পাদক কর্তৃক পুঁথি আবিষ্কৃত] ॥

২. রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, ১৬শ শতক – শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী (শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য বঙ্গানুবাদ) ঐ, ১৩১৭ ব. ৪, ।৴০, ৪৮০ পৃ।

৩. আনন্দীরাম বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী – সারঙ্গ-রঙ্গদা (গীতার পদ্যানুবাদ)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, ১৩১৮/১৩১৯ ব.

৪. মহাকবি চণ্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ব. সা. প., ১৩২৩ ব. [৮৯০] পৃ সূচী—মুখবন্ধ: রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। সম্পাদকীয় বক্তব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকাল: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়-সূচী ও পদসূচী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ভাষা টীকা ও শব্দ-সূচী ॥

৫. কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, আনু. ১৭৭২-১৮২১ খ্রীস্টাব্দ—সাধকরঞ্জন (তন্ত্রসাধনা বিষয়ক)। ঐ, ১৩৩২ ব. সম্পাদনা: বসন্তরঞ্জন ও অটলবিহারী ঘোষ। মুখবন্ধ: প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। [পুঁথি এনেছিলেন পরিষদের তৎকালীন গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ.] ॥

6. *Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, **Vol. I. Cal. Univ., 1926.**
২৮৬টি পুঁথির বিবরণ: বসন্তরঞ্জন। ভূমিকা: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

7. *Same*, **Vol. II. 1928.**
২৭০টি পুঁথির বিবরণ: বসন্তরঞ্জন, বসন্তকুমার ও মণীন্দ্রমোহন বসু। ভূমিকা: বিভাগাধ্যক্ষ দীনেশচন্দ্র সেন ॥

'গোপীচন্দ্রের গান', ও 'হরিলীলা' দুইটি গ্রন্থের সম্পাদনায় তাঁর সহযোগিতার জন্য দ্রষ্টব্য—দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জি ॥

সূত্র—১. সুশীল রায়—'বসন্তরঞ্জন রায়', মনীষী-জীবনকথা, পৃ. ২৬-৩৪।
২. মদনমোহন কুমার—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস। প্রথম পর্ব, ১৯৭৪।

৭ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম—চাঁচল (মালদহ), ১১ অক্টোবর ১৮৭৭।
মৃত্যু—কলিকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮।

ভারতীয় ভাষাবিভাগে প্রথম নিযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে কবি-সাহিত্যিকরূপে অল্পবিস্তর খ্যাতি ছিল দীনেশচন্দ্র, যোগীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্রের। অপিচ, শেষোক্ত জন অগ্রসর সাহিত্যিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত, এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।

মাতা মুক্তকেশী দেবী ছিলেন চাঁচলের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরীর ভাগিনেয়ী। পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস ছিল যশোহর জেলায়, কিন্তু বিবাহের পর তিনি ভদ্রাসন করেন মাতুলালয় হুগলি জেলার জিরাট-বলাগড়ে। তাঁদের সাত পুত্র ও সাত কন্যার মধ্যে দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন কেবল চারুচন্দ্র ও তাঁর তিন সহোদরা।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি বলাগড় উ. ই. বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ১৮৯৬ খ্রী. জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এফ. এ. পরীক্ষায়, এবং ১৮৯৯ খ্রী. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে সাম্মানিক এম. এ. উপাধি দিয়েছিল।

বি. এ. পাস করে কিছুকাল তিনি মালদহ জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। তারপর, কলিকাতায়। আনু, ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের শেষ পাদ থেকে বৎসরাধিক তিনি ভারতী-পত্রিকায় সম্পাদিকা সরলা দেবীর সহকারী ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করলে সহকারী হন দীনেশচন্দ্র সেন। ওদিকে তিন-চার বছর চারুচন্দ্রের কর্মস্থল এলাহাবাদ। সেখানে তিনি প্রকাশন-সংস্থা ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষের গ্রন্থ-সম্পাদন ও প্রকাশনে সহকারী। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেস কলিকাতায় ২২ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে খুলল তার শাখা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, এবং তার কর্মাধ্যক্ষরূপে বদলি হয়ে এলেন চারুচন্দ্র। এরপর যদিও তিনি হয়তো আর মোটে বছরখানেক এই চাকরি করেছিলেন, অনুমান সঙ্গত যে পরবর্তীকালে চিন্তামণিবাবুর বিবিধ উচ্চাশী প্রকল্পে তাঁর পরামর্শ ছিল। একদা চিন্তামণিবাবু তাঁকে দিয়ে একটি বৃহৎ প্রামাণিক বাঙলা অভিধান সংকলনের কাজ কিছু দূর পর্যন্ত করিয়েছিলেন। ১৯১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের ১০ খণ্ডে শোভন সংস্করণ বেরিয়েছিল।

চারুচন্দ্রের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক-ভাগ্য বরাবর ভাল। এলাহাবাদে থাকতে পরিচয় হয়েছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর তৃতীয় সংস্করণের (১৯০৮) প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ভূমিকায় চারুচন্দ্র উল্লিখিত।

পাশের বাড়িতে, ২০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, ছিল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কান্তিক প্রেস। জুন-জুলাই ১৯০৮ থেকে সেখানে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখকে নিয়ে মণিলাল নিয়মিত সাহিত্যিক আড্ডা বসাচ্ছিলেন। চারুচন্দ্রও এলেন। তাঁর এবং মণিলালের সখ্য নানাভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। অনুবাদ-সম্পাদনায় ('কাদম্বরী'), 'বারোয়ারি উপন্যাস' রচনায়, এবং সর্বোপরি প্রকাশনায় ('পুষ্পপাত্র', 'রত্নাবলী', 'ধূপছায়া' ইঃ গ্রন্থের প্রকাশক মণিলাল, ঠিকানা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস)। মণিলাল-সৌরীন্দ্রমোহন 'ভারতী'র সম্পাদনা করেছিলেন ১৯১৫-২৩ কালে। কান্তিক প্রেসের তেতলার বৃহৎ কক্ষে বসত ভারতী-গোষ্ঠীর সাহিত্য-আসর। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের প্রায় সকলেই ছিলেন এই গোষ্ঠীতে —করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখেরা।

আনু, ১৯০৯/১০—১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে চারুচন্দ্র ছিলেন 'প্রবাসী' ও 'The Modern Review'—রামানন্দ প্রতিষ্ঠিত-সম্পাদিত দুইটি অতিকায় ও মর্যাদাবান মাসিকপত্রিকার সহ-সম্পাদক। পত্রিকাপৃষ্ঠায় সহ-সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হত না, কিন্তু সম্পাদনার প্রধান কর্ম রচনা-নির্বাচনের দায়িত্ব যে অনেকখানি তাঁর উপরেই থাকত তার প্রমাণ—সুকুমার সেনের 'দিনের পরে দিন যে গেল' (১ম পর্ব) গ্রন্থে মুদ্রিত তাঁর পত্র। 'প্রবাসী'তে কষ্টিপাথর, বেতালের বৈঠক, মাঝে মাঝে পঞ্চশস্য ইঃ বিভাগগুলি তাঁর পরিচালনাধীন ছিল। পনের বছরে অ-স্বাক্ষরিত বা ছদ্ম-স্বাক্ষরিত (যথা, মুদ্রারাক্ষস-স্বাক্ষরে গ্রন্থ-সমালোচনা) রচনা, এবং মহিলা-মজলিস ছোটদের পাততাড়ি, চিত্র-পরিচয় ইঃ বিভাগে রচনা-কণিকা কত যে লিখেছিলেন তার সম্পূর্ণ হিসাব কেউ করেননি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ২৩/২৪টি গ্রন্থের লেখক/সম্পাদক/অনুবাদক, এবং বিভাগীয় প্রধান দীনেশচন্দ্রের আস্থাভাজন। বিভাগের প্রতিষ্ঠাবধি পাঁচ বছর (১৯১৯-২৪) তিনি ছিলেন খণ্ডকাল উপাধ্যায়। তিনি পড়াতেন 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-বঙ্গ বিভাগে পূর্ণকাল উপাধ্যায়রূপে চলে গেলেন। সেখানে তিনি পড়াতেন—অনার্স ক্লাসে চণ্ডীমঙ্গল, গোরক্ষবিজয় এবং রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'; এম. এ. ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের থেকে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলির অধিকাংশ।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে জীবনের শেষ দুই বছর তিনি অধ্যাপনা করলেন ঢাকার জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে। তিনি যে সফল শিক্ষক ছিলেন সেকথা লিখেছেন—কলিকাতায় তাঁর প্রথম ছাত্রদলের ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('সুবর্ণলেখা'), ভাষাচার্য সুকুমার সেন (তৌলনিক ভাষাবিদ্যার ছাত্র হলেও কয়েকটি বাঙলার ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন), এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির ছাত্র, বাঙলার ছাত্রদের মুখে শুনে, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু ('দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৩ ব.)॥

তিনি প্রচুর লিখেছিলেন। তাঁর ১৬।১৭ বছর বয়স থেকে আমৃত্যু। শুরু কবিতায়, পরে প্রবন্ধ। ইডেন হিন্দু হস্টেলের মাসিক মুখপত্র 'আলো'র তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। তাঁর প্রবন্ধ অনেক সময়েই তথ্যের সংকলনমাত্র, কখনো বা ভাষান্তর—আফ্রিকাবাসীর ইংলণ্ড সম্বন্ধে অভিমত; সাঁওতাল রাজ্য; দাবার জন্মকথা ইঃ। একরকমের সাংবাদিকতা আর কি!

তাঁর যৌবনের প্রেম কথাসাহিত্য। সারা জীবনে ২৬টি উপন্যাস ও ১৬টি গল্পগ্রন্থ ছাড়াও পত্রিকার পৃষ্ঠায় অগ্রন্থিত গল্পের সংখ্যা ১৬।১৮টি। তিনি স্মরণীয় অনুবাদকরূপেও। তাঁর একই গল্পগ্রন্থে মপাসাঁ, স্ট্রিণ্ডবার্গ, ফ্রাঁসোয়া কপ্পে, এমানুয়েল আরেন, দোদে এবং লেমেৎর রচিত গল্প স্থান পেয়েছে। ভারতী-গোষ্ঠীর প্রায় সবাই অনুবাদকর্মে হাত দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা দিয়েছিলেন। চারুচন্দ্র সংস্কৃত, উর্দু, ফারসি, জার্মান ও ফরাসি ভাষা জানতেন। তাঁকে উর্দু ও ফারসি শিখিয়েছিলেন পিতা গোপালচন্দ্র।

বলা দরকার, কোনো কোনো অনুবাদে মূল লেখকের নাম নেই (যথা, 'নবীন রাশিয়ার ছোটগল্প'); অনুবাদ সাধারণত ভাবানুবাদ বা সার-সংক্ষেপ; অনেক অনুবাদে বিদেশী চরিত্রের ভারতীয় নাম ও পরিচয়। কোনো কোনো রচনায়, কিছু প্রমাণ করা যায়নি, চরিত্র ও আবহাওয়া বিদেশী॥

•

ভারতী-গোষ্ঠীর একজন হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর বর্ণনা দিচ্ছেন, "ছোট্টখাট্টো

মানুষটি, শ্যামবর্ণ, প্রশান্ত হাসিমাখা মুখে আছে দাড়িগোঁফ (পরে যা তিনি বর্জন করেছিলেন)।" —'যাঁদের দেখেছি', ২য় ॥

গ্রন্থপঞ্জি

(প্রকাশকরূপে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতার ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস উল্লিখিত হলে আমরা কেবল শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম করেছি।)

(ক) বঙ্গসাহিত্য : সমালোচনা ও সম্পাদনা।

১. কাশীরাম দাসের মহাভারত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৩১৭ ব.
২. কবিকঙ্কণ চণ্ডী। দ্র. দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থপঞ্জি।
৩. কবিকঙ্কণ চণ্ডী-চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী। কলি. বিশ্ব., ১৯২৫ ও ১৯২৮। দুই ভাগ ॥
৪. রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৬ ব. ১৵০, ১৩০, ২৩৬ পৃ। সচিত্র। দুইটি ভূমিকা ও প্রবেশক লিখেছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র ॥
৫. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা। দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৪১ ব.
৬. বঙ্গবীণা। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯৩৪। সম্পাদনা—ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র। ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথ ॥
৭. মালিকা ১৯৩৪।
৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮৮২-১৯২২—কুহু ও কেকা। আর. এইচ. শ্রীমানী, ১৩৪২ ব. ১৬০, ৭৬ পৃ।
৯. খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস। শ্রীগুরু, ফাল্গুন ১৩৪২। ১৪২ পৃ।
১০. রবি-রশ্মি/পূর্ব ভাগে (কবিত্ব উন্মেষ হইতে 'কল্পনা' পর্যন্ত)। কলি. বিশ্ব., ১৯৩৮।
১১. রবি-রশ্মি/পশ্চিম ভাগে ('ক্ষণিকা' হইতে 'তাসের দেশ' পর্যন্ত)। ঐ,

১৯৩৯। ভূমিকা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। পরিশিষ্টের পাঁচটি প্রবন্ধ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ॥

১২. রবীন্দ্রসাহিত্য পরিচিতি। বসু-মুখার্জি, পূর্বাভাষ ১৮ আশ্বিন ১৩৪৯। ১৩৪ পৃ।

(খ) অনুবাদ।

১৩. বাণভট্ট, সপ্তম শতক—কাদম্বরী। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯০৯। ৸৶০, ১৪৭, ৯ পৃ। সম্পাদনা—চারুচন্দ্র ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥

১৪. ড্যানিয়েল ডিফো, ১৬৬০-১৭৩১—রবিনসন ক্রুশো। ঐ, ১৯১০। ৩৩৫ পৃ।

১৫. বিষ্ণুপুরাণ (গার্হস্থ্য সংস্করণ)। ঐ, ১৯১০। ৭৯ পৃ।

১৬. সচিত্র পারস্য উপন্যাস (গার্হস্থ্য সং)। ঐ, ১৯১০। ২০৮ পৃ।

১৭. হর্ষবর্ধন, সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ—রত্নাবলী। ঐ, আশ্বিন ১৩১৮। ৪৮ পৃ।

১৮. ভাস, তৃতীয় শতক (?)—অবিমারক। প্রবাসী-পত্রিকায়, বৈশাখ-ভাদ্র ১৩২১ ॥

১৯. ঈশপ, খ্রী. পূ. ৬২০-৫৬০—ঈশপের গল্প। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯১৫। ১৮৩ পৃ।

২০. বেদবাণী। এম. সি. সরকার, আশ্বিন ১৩৩০। ৭, ৩৫৯, ২৬ পৃ। পদ্যানুবাদ—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। ভূমিকা, টীকা ইঃ—চারুচন্দ্র ॥

(গ) কথাসাহিত্য

২১. পুষ্পপাত্র। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯১০। ৶০, ১৪৯ পৃ। ১২টি গল্প ॥

২২. সওগাত। ঐ, নিবেদন ভাদ্র ১৩১৮। ১৫২ পৃ। ১৬টি গল্পের মধ্যে ৫টি বিদেশী-মূল—একটি মেহেদিপাতা, মুক্তি, পরখ, চায়া-ওন্না, দেয়ালের আড়াল ॥

২৩. ধূপছায়া। ঐ, ১৩১৯ ব.। ১৬০ পৃ। ১৪টি গল্পের মধ্যে ৪টি বিদেশী-মূল—চটির পাটি, ফিনিক্স, চীন দেশে, খুনে ॥

২৪. বরণডালা। কুন্তলীন প্রেস, ১৩২০ ব। ১৬৪ পৃ। ১০টি বিদেশী-মূল—

ফুলওয়ালী, হুনরী, অক্ষয়কবচ, বিদেশীর বে-খাতির, আমন্ত্রণ ও বিসর্জন, যশের পন্থা, পণরক্ষা, চাঁদির জুতো, মনের মতন, রস ও রসুই ॥

২৫. ভাতের জন্মকথা। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৩২০ ব। ২৮ পৃ।

২৬. আগুনের ফুলকি। ঐ, ১৯১৪। ২৪৮ পৃ। মূল—Merimée, '*Colomba*'. গানগুলির অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

২৭. স্রোতের ফুল। এম. সি. সরকার, ১৩২২ ব। ৩৮১ পৃ।

২৮. চাঁদমালা। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, লেখকীয় মহালয়া ১৩২২। ১৯৪ পৃ। ১০টি গল্প ॥

২৯. পরগাছা। এম. সি. সরকার, ফাল্গুন ১৩২৩। ৩৭২ পৃ। "চারুচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা এবং ভারতীয়-গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।"—সুকুমার সেন, বা. সা. ই.-৪র্থ ॥

৩০. যমুনা পুলিনের ভিখারিণী। ঐ, ১৩২৪। ১৫১ পৃ। মূল—Hauff, '*Die Bettelrin vom Pont des Arts.*'

৩১. মণিমঞ্জীর। আশুতোষ লাইব্রেরি, কার্তিক ১৩২৪। ১২৭ পৃ। ১০টি গল্প ॥

৩২. দুই তার। এম. সি. সরকার, চৈত্র ১৩২৪। ২৯৩ পৃ।

৩৩. কনকচূর। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, আশ্বিন ১৩২৫। ১৫৪ পৃ। ১০টি গল্পের মধ্যে ৩টি বিদেশী-মূল—মমতার ক্ষুধা, ঘেন্না, শোধবোধ ॥

৩৪. হেরফের। এম. সি. সরকার, আশ্বিন ১৩২৫। ২২৫ পৃ। 'প্লটের মূল ধারাটি' রবীন্দ্রনাথের দান ॥

৩৫. পঙ্কতিলক। ঐ, মাঘ ১৩২৫। ২০৬ পৃ।

৩৬. চোরকাঁটা। ঐ, আষাঢ় ১৩২৬। ১৬৮ পৃ। "উপন্যাসের বস্তু বিদেশী।" —সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত ॥

৩৭. আলোকলতা। ঐ, বৈশাখ ১৩২৭। ১৮১ পৃ।

৩৮. দোটানা। রাজলক্ষ্মী, শ্রাবণ ১৩২৭। ২৫৮ পৃ।

৩৯. বিয়ের ফুল। এম. সি. সরকার, পৌষ ১৩২৭। ২৩১ পৃ।

৪০. মুক্তিস্নান। রাজলক্ষ্মী, কার্তিক ১৩২৮। ২৪৮ পৃ।

৪১. বারোয়ারি উপন্যাস। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯২১। ২৪৪ পৃ। লেখকগণ (বর্ণানুক্রমে)—অবনীন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র, নরেন্দ্র দেব, প্রভাত মুখোপাধ্যায়,

প্রমথ চৌধুরী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মণিলাল, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন ও হেমেন্দ্রকুমার ॥

৪২. সর্বনাশের নেশা। এম. সি. সরকার, ১৩৩০ ব ১৩৯ পৃ। মূল ফরাসী Merimée-র '*Carmen*', যার চরিত্রগুলি ও পটভূমি স্পেনের। বাঙলা উপন্যাসের নায়ক পাঠান মীর খাঁ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ॥

৪৩. পারণ। ঐ, ১৩৩০ ব। ৫৬ পৃ।

৪৪. জোড়-বিজোড়। ঐ, আষাঢ় ১৩৩১। ১৮৭ পৃ। মূল—Hamsun, '*Victoria*'.

৪৫. নোঙর-ছেঁড়া নৌকা। ঐ, শ্রাবণ ১৩৩১। ৩৩৮ পৃ। মূল—Futabatei, '*Sono Omokage*'.

৪৬. অদর্শনা। ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২। ১২১ পৃ। মূল লেখক—Balzac.

৪৭. রূপের ফাঁদ। কমলিনী সাহিত্য মন্দির, আশ্বিন ১৩৩২। ১৫৯ পৃ।

৪৮. নষ্টচন্দ্র। বরেন্দ্র লাইব্রেরি, ফাল্গুন ১৩৩২। ২৯৬ পৃ। প্লট রবীন্দ্রনাথের দান ॥

৪৯. হাইফেন। গুরুদাস, ভাদ্র ১৩৩৩। ১৮৭ পৃ।

৫০. মন না মতি। এম. সি. সরকার, তারিখ নেই (১৩৩৩ ব ?)। ১০০ পৃ।

৫১. যা নয় তাই। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯২৬। ২৬২ পৃ।

৫২. পঞ্চদশী। গুরুদাস, ১৩৩৪ ব। ২৫২ পৃ। ১৬টি গল্পের মধ্যে ৪টি বিদেশী-মূল—মোমের পুতুল, বন্ধুসম্মিলন, চোরের বৌয়ের কান্না, বাজপাখী ॥

৫৩. ধোঁকার টাটি। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯২৯। ২৯৫ পৃ।

৫৪. পথ-ভোলা পথিক। ঐ ১৯৩৩। ৩২১ পৃ।

৫৫. বজ্রাহত বনস্পতি। সুধাকৃষ্ণ বাগচী, ভাদ্র ১৩৪২। ১৮২ পৃ। পূর্বে গ্রন্থিত ৯টি গল্প ॥

৫৬. সদানন্দের বৈরাগ্য। ঐ, আশ্বিন ১৩৪২। ১৬৮ পৃ। পূর্বে গ্রন্থিত ৯টি গল্প ॥

৫৭. বায়ু বহে পূরবৈয়া। ঐ, আশ্বিন ১৩৪২। ১৭৮ পৃ। পূর্বে গ্রন্থিত ৯টি গল্প ॥

৫৮. ব্যবধান। ঐ, শ্রাবণ ১৩৪৩। ২৫২ পৃ। পূর্বে গ্রন্থিত ১১টি গল্প ॥

৫৯. সুর বাঁধা। ডি. এম. লাইব্রেরি, ভাদ্র ১৩৪৪। ১৭৯ পৃ।

৬০. যাত্রা-সহচরী। শ্রীগুরু, ফাল্গুন ১৩৪৪। ১৭৮ পৃ। 'ধূপছায়া'র ১৪টি গল্পের সঙ্গে নামগল্পটি অতিরিক্ত ॥

৬১. বন-জ্যোৎস্না। ঐ, ভাদ্র ১৩৪৫। ১৮০ পৃ। ৯টি গল্পের মধ্যে ৪টি বিদেশী-মূল—(বিপ্লবোত্তর রাশিয়া) আমার বিবাহিত জীবন, পড়ি কি না পড়ি প্রশ্ন ইহাই এখন, ভাঙ্গা ঘড়ি ; (ফরাসি ?) প্রলয়ের পরে ॥

৬২. শমীশাখা। ডি. এম. লাইব্রেরি, ভাদ্র ১৩৪৫। ১১৩ পৃ। ৪টি গল্প ॥

৬৩. দেউলিয়ার জমাখরচ। ফাইন আর্ট পাবলিশিং, ফাল্গুন ১৩৪৫। ১৪৮ পৃ। ৫টি গল্পের মধ্যে ১টি বিদেশী-মূল—ভাসিলি গ্রস্‌ম্যান, 'যোদ্ধ্রী মাতা' ॥

৬৪. অগ্নিহোত্রী। বরেন্দ্র লাইব্রেরি, শারদীয়া ১৩৪৬। ২০৭ পৃ।

(ঘ) বিবিধ

৬৫. রাবেয়া (জীবনী)। ভট্টাচার্য ১৩২০ ব.। ৩১ পৃ।

৬৬. জয়শ্রী (নাটিকা)। এন. এম. রায়চৌধুরী, শ্রাবণ ১৩৩৩। ৩১ পৃ।

৬৭. মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক। ন্যাশনাল লিটারেচর, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০। ১২০ পৃ।

সূত্র—স্বস্তি চট্টোপাধ্যায়—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১। তিনি চারুচন্দ্রের রচনার পঞ্জি সংকলন এবং বিদেশী-মূল নির্ধারণ করেছেন ॥

৮ অভয়কুমার গুহ

জন্ম—বানারিপাড়া (বরিশাল), আনু. ১৮৮০।
মৃত্যু—কলিকাতা, ১৩ জুলাই ১৯৩৩॥

ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রথম শিক্ষকমণ্ডলীতে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন গোপালদাস চৌধুরী বক্তারূপে। মৈমনসিংহের জমিদার গোপালদাস চৌধুরী, এম. এ., বি. এল. স্বনামাঙ্কিত পদের বক্তাকে মাসে ১০০ টাকা বৃত্তি দিতেন। প্রথম (১৯১৯-২০) গোপালদাস চৌধুরী বক্তা অভয়কুমার গুহ॥

তাঁর কৌলিক পদবী গুহঠাকুরতা। পিতা রামচন্দ্র গুহঠাকুরতা ছিলেন গ্রামে জমিদার। মাতা অম্বিকাসুন্দরী দেবী। তাঁদের কৃতী পাঁচ পুত্র—শশিভূষণ (এলোপ্যাথিক চিকিৎসক), অশ্বিনীকুমার (ঢাকায় উকিল), প্রসন্নকুমার (মৈমনসিংহে উকিল), অভয়কুমার ও সূর্যকুমার (কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল এবং কুশলী ক্রিকেটার)॥

অভয়কুমার দর্শনশাস্ত্রে এম এ. এবং আইনের স্নাতক। ১৯২০ সালে তিনি পি এইচ. ডি. উপাধি পেলেন। তাঁর ইংরাজিতে রচিত নিবন্ধের বিষয়—ব্রহ্মসূত্রে জীবাত্মা॥

কর্মসূত্রে ছিলেন আগরতলায়, পরে মৈমনসিংহের আঠারবাড়ির ব্রাহ্মণ জমিদারবাড়ির সঙ্গে। তাঁর বাঙলা 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' গ্রন্থটি উচ্চ প্রশংসিত হল। পরের বছর স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রীকরণ করছিলেন। অভয়কুমার কলিকাতায় এলেন।

দর্শনে এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যক্রমে একটি ঐচ্ছিক পত্র সৌন্দর্যতত্ত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগে তিনি খণ্ডকাল উপাধ্যায় ছিলেন।

গোপালদাস চৌধুরী বক্তারূপে প্রধানভাষা বাঙলার ছাত্রদের তিনি কি পড়াতেন ? সৌন্দর্যতত্ত্ব ('সুবর্ণলেখা', পৃ. ৩২৭) ? হওয়া সম্ভব।

আমরা জানি, বাঙলায় এম. এ.-র প্রথম পরীক্ষায় (১৯২০) তিনি প্রথম পত্র দ্বিতীয়ার্ধের (১৬শ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য) প্রশ্নপত্র রচয়িতা ছিলেন।

তারও আগে, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন —'চৈতন্যচরিতামৃতের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষ্ণব দর্শনের আধ্যাত্মিক বিচার।'

গ্রন্থপঞ্জি

১. সৌন্দর্যতত্ত্ব। আঠারবাড়ি (মৈমনসিংহ), লেখক, ১৯১৬। ২৪, ২৬৩ পৃ। পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জি ॥

২. *Jivatman in the Brahma-Sutras : a Comparative study.* The author, Preface September 1920. 9, 230 p.

৩. বৈষ্ণব-দর্শনে জীবতত্ত্ব। লেখক, ১৯২১। ৭২ পৃ।

সূত্র— তথ্য দিয়েছেন শ্রীযুক্ত সত্যবিজয় গুহঠাকুরতা। অম্বিকাসুন্দরী-নামটি বলেছেন শ্রীযুক্তা মঞ্জরী বসু ॥

৯ সুশীলকুমার দে

জন্ম—২৯ জানুআরি ১৮৯০।

মৃত্যু—৩০ জানুআরি ১৯৬৮॥

ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রতিষ্ঠা হলে (১৯১৯), প্রধানভাষা বাঙলার ছাত্রদের তিনি ৪র্থ পত্র প্রথমার্ধের (বাঙলা গদ্যরীতি, ১৮০০-৫৭) দুই-একটি ক্লাস নিয়েছিলেন। তারপর, উচ্চশিক্ষা লাভার্থে তাঁর বিদেশযাত্রা॥

মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। পিতা রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র দে, এম. এ., এম. বি.। পৈতৃক নিবাস কলিকাতা॥

পিতার কর্মস্থল কটকে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি তিনটি পরীক্ষা তিনি দিয়েছিলেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। ফার্স্ট আর্ট্‌স্ পরীক্ষা, ইংরাজিতে অনার্স সহ (পাস বিষয়—সংস্কৃত ও দর্শন) বি. এ. পরীক্ষা এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজিতে এম. এ. (গ্রুপ-এ) পরীক্ষা। বি. এ. অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় এবং এম. এ.-তে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। তাঁর বছরে (১৯০৯) ইংরাজি অনার্সে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠীরা যথাক্রমে ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও সুধীন্দ্রকুমার হালদার। এই তিন ছাত্রোত্তমের কথা স্বীয় আত্মচরিতে লিখেছেন মাস্টারমহাশয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এম. এ. পাস করার পরের বছর (১৯১২) সুশীলকুমার আইনের স্নাতক হলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পুরস্কৃত করল—১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার দ্বারা (গবেষণার বিষয়—বাঙলায় প্রথম ইউরোপীয় লেখকগণ), এবং ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি দ্বারা (গবেষণার বিষয়—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৭৬০-১৮২৫)। বলা বাহুল্য, এসব গবেষণা ইংরাজিতে।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে তাঁর বিদেশযাত্রা। লণ্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ-এ গবেষণা করে তিনি সাহিত্যাচার্য (D. Litt.)-উপাধি পেলেন। তাঁর নিবন্ধ – 'Studies in the History of Sanskrit Poetics.'

লণ্ডনে তিনি ভাষাতত্ত্ব ও প্রাকৃতভাষা সম্বন্ধে, এবং পরে জার্মানির বন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব ও গ্রন্থ-সম্পাদনার পদ্ধতি সম্বন্ধে পাঠ নিলেন।

বিদেশে তিনি ছিলেন, সম্ভবত, তিন-চার বছর ॥

চাকরি—প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজির উপাধ্যায় (১৯১২)। পরের বছর থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির এম. এ. ক্লাসে পড়িয়েছিলেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতীয় ভাষাবিভাগে অবৈতনিক খণ্ডকাল উপাধ্যায়।

দেশে ফিরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি বিভাগে রীডার পদে চাকরি পেলেন (১৯২৩)। ১৯২৫-এ তিনি হলেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-বঙ্গ যুক্ত বিভাগের প্রধান। ১৯৩৭-এ দুইটি বিভাগ পৃথক হল, এবং তদবধি তিনি সংস্কৃত বিভাগের প্রধান। তাঁর অবসর গ্রহণের তারিখ ৩০ জুন ১৯৪৭ ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তিনি পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। স্মর্তব্য, সংস্কৃত-বঙ্গ যুক্ত বিভাগের প্রথম প্রধান (১৯২১-২৪) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুথি-সংগ্রহে আগ্রহ ছিল (দ্র. পৃ. ১৭)। তাঁর অবসর গ্রহণের পরে. ১৯২৬-এ বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সমিতি গঠিত হল। সরকার প্রথমে মাত্র ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন।

সুশীলকুমার প্রদত্ত হিসাব, কুড়ি-একুশ বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার পুথি সংগৃহীত হয়েছিল। তাঁকে উল্লেখযোগ্যরূপে সহায়তা করেছিলেন ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮—১৯৪৭)।

দেশ ভাগ হল। তাঁর পরবর্তী কর্মসাধনার ক্ষেত্র কলিকাতা।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৫০-৫৬)। তারপর, তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাবিভাগে অধ্যক্ষ (১৯৫৬-৬১)। সেই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এমেরিটাস অধ্যাপকপদে বরণ করেছিল। সে-পদের অর্থ, সম্মানিত অধিকারী অবসর গ্রহণকালে যে-বেতন পেতেন তাই তিনি আমৃত্যু ভোগ করবেন, এবং নিঃশর্তে ॥

১৯৫০ ও ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে পরপর দুইবার তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি এক বছরের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক ছিলেন।

ফেব্রুআরি ১৯৫৪ তিনি লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা সম্মানিত সদস্যপদে মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারত সরকারের সংস্কৃত কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা প্রবাদ / ছড়া ও চলতি কথা ; ২য় সং। এ. মুখার্জি, ১৩৫৯ ব। ৮০, ৮৫৫, ১৩২ পৃ।

মোট ৯২৩৫টি প্রবাদ, ভূমিকা, প্রমাণপঞ্জি (বাংলা ও ইংরাজি ছাড়া ভারতের আরো নয়টি ভাষায় গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রমাণ), এবং দুইটি সূচী। [প্র. প্র.—১৯৪৫] ॥

২. দীনবন্ধু মিত্র ; ৩য় সং। ঐ, শ্রাবণ ১৩৭৯। ৯৫ পৃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ। [প্র. প্র.—মাঘ ১৩৫৮] ॥

৩. নানা নিবন্ধ। মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬০ (১৯৫৪)। ৩০৪ পৃ। মোট নিবন্ধ ১৯টি—বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী, সংস্কৃত সাহিত্যে নারী-কবি, শিক্ষা ও সংস্কৃত, সংস্কৃত ও বাংলা, জয়দেব, চৈতন্য-সম্প্রদায় ও মাধ্ব-সম্প্রদায়, গোপাল ভট্ট, চৈতন্যচরিতাখ্যায়িকা, রূপ ও রস, রামনিধি গুপ্ত, 'ভদ্রার্জুন', হরচন্দ্র ঘোষ, নাট্যকার কালীপ্রসন্ন, নাটুকে রামনারায়ণ, রামমোহন, মধুসূদন, রোহিণী-চরিত্র, অক্ষয় বড়াল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥

৪. সুশীলকুমার দে, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—ভারতকোষ, ১ম খণ্ড। ব. সা. প., ১৯৬৪।

দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৭৩ ব.) তিনি ব্যবস্থাপনা সমিতির, এবং তৃতীয় খণ্ডে (১৩৭৪ ব.) সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ভারতকোষের অবশিষ্ট দুইটি খণ্ড তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ॥

কাব্য

৫. দীপালি, ১৯২৯।

৬. লীলায়িতা, ১৯৩৪।

৭. প্রাক্তনী, ১৯৩৪।

৮. অদ্যতনী, ১৯৪১।

৯. ক্ষণদীপিকা, ১৯৪৩।

১০. সায়ন্তনী, ১৯৫৪।

11. *History of Bengali Literature in the nineteenth century, 1800-1825*. Cal. Univ., 1919. xxi, 509 p.
    —2nd rev. ed.
    Bengali Literature in the nineteenth century (1757-1857). Firma K. L. M., 1962. ix, 650 p.
12. *Studies in the History of Sanskrit poetics*. London, —2nd ed. Luzac, 1923 & 1925. 2 vols.
    History of Sanskrit poetics. Firma K. L. M., 1960. 2vols in one. 361, 341 p.
13. *Ancient Indian erotics and erotic literature*. Firma K. L. M., 1959. 106 p.
    Contents—(1) *Treatment of love in Sanskrit literature* [First published in 1929].
    (2) Ancient Indian erotics.
14. *Early History of the Vaisnava faith and movement in Bengal : from Sanskrit and Bengali sources*. General 1942. viii, 535 p.
15. *Aspects of Sanskrit literature*. Firma K.L.M., December 1959. 315p.
16. *Some problems of Sanskrit poetics ; reprint*. Same, 1981. 267p. [First pub.—1959]
17. *Studies in Sankrit literature*. Same, 1970. 225p.

সম্পাদিত

(মূল দেবনাগরী অথবা রোমক হরফে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা রোমকে ; ভূমিকা, টীকা ও নির্ঘণ্ট ইংরাজিতে।)

১৮. রাজানক কুন্তক, ১০ম শতক—বক্রোক্তি-জীবিত ; ৩য় সংশোধিত সং. ফার্মা কে. এল. এম., ১৯৬১। ৪৶০, ২৬০ পৃ (প্র. প্র.—১৯২৩)।
১৯. নীতিবর্মণ, ৮ম শতক—কীচক-বধম্ (১৯২৯)।

২০. রূপগোস্বামী, ১৬শ শতক, সংকলক—পদ্যাবলী। ঢাকা বিশ্ব., ১৯৩৪। ৯।০, ২৯৬ পৃ।

২১. লীলাশুক বিল্বমঙ্গল, ১১শ শতক—কৃষ্ণকর্ণামৃতম্। ঐ, ১৯৩৮। ৬/০, ৩৮৪ পৃ।

২২. মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব ; দ্রোণ পর্ব। পুনে, ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৪০ ও ১৯৫৮।

২৩. দেববোধ—জ্ঞানদীপিকা (১৯৪৪)।

24. Dasgupta, Surendranath and De, Sushil Kumar, editors —*A History of Sanskrit Literature : classical period*, Vol. I. Cal. Univ., 1947. cxxix, 833 p.

২৫. কালিদাস, ৫ম শতক—মেঘদূত। নয়াদিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৫৭।

২৬. সুশীলকুমার দে ও আর. সি. হাজরা, সম্পাদক—পুরাণেতিহাস-সংগ্রহঃ। ঐ, ১৯৫৯। xiv, ৩৫৩ পৃ।

27. De, S. K. ; Pusalkar, A. D. ; and others, editors. *Itihāsas, purāṇas, dharma and other Śāstras*. Ramkrishna Mission Institute of Culture.
(The Cultural Heritage of India, Vol. II)

ভারতীয় ও বিদেশী পত্রিকায় তাঁর বহু (পঞ্চাশটির অধিক ?) প্রবন্ধ অগ্রন্থিত রয়েছে। আমরা দেখিনি যে কেউ সেগুলির তালিকা ছাপিয়েছেন।

সূত্র—সুশীল রায়, 'শ্রীসুশীলকুমার দে', মনীষী-জীবনকথা, পৃ. ২৮৪-৯২।

১০ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

জন্ম—খরসুটি (যশোহর), ৩ মার্চ ১৮৮৩।
মৃত্যু—কলিকাতা, ২৭ মার্চ ১৯৪৮॥

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার ছাত্রদের সৌভাগ্য হয়েছিল, জীবিতকালেই প্রবাদপ্রতিম ইংরাজির এই অধ্যাপককে শিক্ষকরূপে লাভের। প্রথমাবধি চার বছর (১৯১৯-২৩) অবৈতনিক খণ্ডকাল উপাধ্যায়রূপে তিনি তাদের ৪র্থ পত্র দ্বিতীয়ার্ধটি (বাঙলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব, ১৮৫৭-৮০) পড়িয়েছিলেন॥

মাতা শশিমুখী দেবী। পিতা রায়বাহাদুর ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১৮৬০-১৯৩৫) সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকুরে, এবং পালি থেকে বাঙলায় বৌদ্ধজাতকের অমর অনুবাদক। তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র॥

তাঁর পড়াশোনা হিন্দু স্কুলে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৯৮-১৯০৩)। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংরাজিতে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), এবং পরের বছর ইংরাজিতে এম. এ. পরীক্ষায় (দ্বিতীয় শ্রেণীতে) উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর দুইজন শিক্ষকের কথা স্মরণ করি। দর্শনের অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায়, ডি. এসসি. (এডিনবরা ও লণ্ডন)। কলেজের তিনি প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ (প্রথমে অস্থায়ী—১৯০২)। দ্বিতীয়জন চট্টগ্রামের পর্তুগীজ বংশোদ্ভব হ্যারিংটন হিউ মেলভিল পার্সিভ্যাল, এম. এ. (লণ্ডন)। কলেজে বিদ্যার এই বিশ্বম্ভর পড়িয়েছিলেন (১৮৮০-১৯১১) ইংরাজি, ইতিহাস ও অর্থবিদ্যা॥

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র পেলেন দুইটি পুরস্কার। প্রথমটি, গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার; দ্বিতীয়টি, কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির জে. ম্যাকফার্লেন প্রদত্ত স্বর্ণপদক। দ্বিতীয় পুরস্কারটির উপলক্ষ ছিল তাঁর রচিত নিবন্ধ—'**India as known to Ancient and Mediaeval Europe**'. তাঁর নিবন্ধে তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন ক্লাসিকসে তাঁর অধ্যয়নের প্রমাণ রেখেছিলেন।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি পেলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি, এবং প্রস্তাবিত গবেষণা সম্পূর্ণ করে মৌয়াট স্বর্ণপদক। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল তৌলনিক ভাষাবিদ্যা, এবং এই বিষয়ে তিনিই প্রথম পি. আর. এস.।

তিনি ছিলেন বহুভাষাবিৎ। অল্লাধিক আয়ত্ত করেছিলেন গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসি, ইটালীয়, জার্মান, সংস্কৃত, ফারসি ও উর্দু।

সাহিত্য ছাড়া পড়াশোনা করেছিলেন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ললিতকলা (বিশেষত, সঙ্গীত) নিয়ে ॥

কর্মজীবনে প্রথম তিন-চার বছর (১৯০৪-০৭) তিনি স্থায়ী-বা অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্সি ও রিপন কলেজে ইংরাজির উপাধ্যায় ছিলেন।

তারপর, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে বৎসরাধিক (১৯০৭-০৮) তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি করলেন। সে-কর্ম মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ফিরে এলেন সরকারী কলেজ প্রেসিডেন্সিতেই। সেখানে একটানা একত্রিশ বছর (১৯০৮-৩৯) তাঁর অধ্যাপনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির এম এ ক্লাস তিনি নিয়েছিলেন ১৯১৩ কিংবা আরো আগে থেকে। সে-সময়ে তিনি একযোগে কলেজেও এম. এ. পড়াচ্ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় হল স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার একতম কেন্দ্র। তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই এম. এ. ক্লাস নিতে লাগলেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের দুইজন—প্রফুল্লচন্দ্র ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র—ইউনিভার্সিটি প্রোফেসরের মর্যাদাপ্রাপ্ত।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণকালে সরকার তাঁকে উচ্চ খেতাব দিতে চেয়েছিলেন, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তাঁকে আমৃত্যু এমেরিটাস অধ্যাপকপদে বরণ করা হল। কলেজ থেকে এই সম্মান বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পর তিনিই পেলেন ॥

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ইংরাজির অধ্যাপকদের মধ্যে তাঁর স্থান—এইচ্. এইচ্. এম. পার্সিভ্যাল, মনোমোহন ঘোষ, তারকনাথ সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে। তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল শেকসপিঅরের নাটক এবং চসারের 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস'-এর প্রোলোগ অংশ পাঠনায়।

কিন্তু "তাঁর ক্লান্তি ছিল না ছাত্রদের প্রয়োজনে যে-কোনো বিষয় পড়াতে। আর, পড়াতে হলে সে-বিষয়ের সমস্ত বই কিনতে, সমস্ত জ্ঞাতব্য পড়ে তৈরী হতে।"

(গোপাল হালদার)

তারপর ? ধরা যাক, শেকসপিঅরের কোনো নাটক পাঠ্য, প্রথমে এক দফায় সেটিকে আদ্যন্ত পড়তেন। সাত কিংবা আট ঘণ্টা যতই সময় লাগুক।

কোথায় ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ? জবাব দিচ্ছেন তাঁর এক ছাত্রোত্তম (তারকনাথ ও শ্রীকুমারও তাঁর ছাত্র) অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—"...it is his peculiar

sense of life that enriched his knowledge of literature...he understood life better than others and that is why his interpretation of literature was so lively and fresh."

সাহিত্যিকা লীলা মজুমদার লিখছেন, "তাঁর চেহারাটি মনে করি।...মোটা, বেঁটে, শামলা রঙ, মুখাবয়বে সৌন্দর্যের বালাই নেই। শুধু চোখদুটি থেকে এক-রকম জ্যোতি বেরুত। বিরল কেশ। পরনে একটা ছাই কি পাটকিলে রঙের গলাবন্ধ কোট, তার সব বোতাম যথাস্থানে থাকতো না। আর একটা ধুতি, তাকে কোনোমতেই মিহি বলা চলে না। সামনে দাঁড়িয়ে এই মানুষটি...আধময়লা রুমাল দিয়ে নাকের নস্যি মুছতেন। চোখ বন্ধ করে তাঁর 'ওথেলো' পাঠ শুনতাম। ...চোখ খুলে চেয়ে দেখতাম, অমনি গায়ে কাঁটা দিত। আমাদের আধবুড়ো মাস্টারমশাই ডেসডিমোনা হয়ে যেতেন। যার অপরূপ রূপ দেখে পঞ্চেন্দ্রিয় বেদনায় বিদীর্ণ হয়।"

ভারতীয় ভাষাবিভাগে বাঙলার ক্লাস কিভাবে নিতেন সেকথা শ্রদ্ধেয় জনার্দন চক্রবর্তী লিখেছেন। প্রথম দিন, অনাড়ম্বর বাঙলায় প্রতি ছাত্রের পরিচয় নিলেন। শুধালেন, তারা কে কি পড়েছে, কি পড়তে ভালবাসে, কেন ভালবাসে ইত্যাদি। দ্বিতীয় দিন, প্রসঙ্গ তুললেন সংস্কৃত 'কাব্যাদর্শ' (দণ্ডী, ৭ম শতক) ও 'সাহিত্যদর্পণ' (বিশ্বনাথ, ১৪শ শতক)-এর; 'স্পেকটেটর'-পত্রিকা ধৃত জোসেফ এডিসন (১৬৭২-১৭১৯) রচিত মহাকাব্যের আলোচনার; এবং অল্পকাল পূর্বে প্রকাশিত কের রচিত 'এপিক এণ্ড রোমান্স' গ্রন্থটির। তৃতীয় দিন, আলোচনা করলেন মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর এবং ওভিদের (খ্রী. পূ. ৪৩?—খ্রী. প ১৭) 'হিরোইক এপিসল্‌স্‌'-এর। পরে একদিন নোট দিলেন, সে যুগের কেতামাফিক, ইংরাজিতে।

জনার্দনবাবুর রচনায় তাঁর সহৃদয়তার কাহিনীও পাই। ছাত্রের বিপদে তিনি টাকা ধার দিয়েছেন; কোনো ছাত্রের উপকার হবে জানলে নিজের গাড়িতে ছুটেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পদাধিকারীর কাছে॥

পৈতৃক বাসা ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের ১/৩ নম্বরে, এবং তিনি ছিলেন ইডেন হিন্দু হস্টেলের অন্যতম ওয়ার্ডেন। অর্থাৎ, কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ার মধ্যেই বাস। কত ছুটির দুপুরে দেখা গেছে, ফতুয়া গায়ে ও চটিজোড়া ফটফটিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এ ঝোলানো পুরাতন বইয়ের রাশিতে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তিনি হাঁটছেন।

তাঁর লক্ষাধিক টাকা মূল্যের গ্রন্থসংগ্রহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমর্পিত। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ৩০,০০০ টাকা দিয়ে গেছেন ঈশান-অনুবাদমালা প্রকাশের জন্য ॥

ক্লাসে যাঁর বক্তৃতা টুকে নিয়ে এবং স্বনামে ছাপিয়ে কেউ কেউ যশ এবং অর্থ দুই-ই পেয়েছেন, তাঁর মোটে তিনটি প্রবন্ধের নাম জানা যায় (*Presidency College Centenary Volume*, 1955)

1) '*Gray and Catullus*'—Anglia Beiblatt., Leipzig, 1931.

2) '*A note on Milton's Comus*'—Times Literary Supplement, 1931.

3) '*Cleopatra's death in Chaucer's Legende of Gode Women*'—Cambridge Modern Language Review, 1931.

শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমি তাঁর চতুর্থ একটি প্রবন্ধ চোখে দেখেছি—

4) '*Harrington Hugh Melville Percival*'=by P (The Presidency College Magazine, March 1939).

একটিমাত্র গ্রন্থ—*India as known to Ancient and Mediaeval Europe.* Hare Press, 1905. vi, 89, [iii] p.

সূত্র—১. গোপাল হালদার—রূপনারানের কূলে, ২য় খণ্ড, ১৯৭৮।
২. জনার্দন চক্রবর্তী—স্মৃতিভারে, ১৯৬৫।
৩. লীলা মজুমদার—আর কোনোখানে, ১৯৬৮।
৪. S. C. Sengupta—*Portraits and Memories*, 1975.

১১ বিকল্পভাষা

প্রধানভাষা বাঙলার ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল, ১২টি বিকল্পভাষার (তালিকা দ্রষ্টব্য—পৃ. ৭) যে-কোনো একটিকে গ্রহণ। সম্পূর্ণ দুইটি পত্র—পঞ্চম ও ষষ্ঠ।

মনীষী আশুতোষ মনে করতেন, বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যচর্চা বাঙলা-চর্চার পক্ষে পরিপূরক, এবং তুলনামূলক আলোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই ব্যবস্থা তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক এবং ভারতীয় ভাষা-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে সহায়ক।

দুইটি পত্রে বিষয়-বিভাগ নিম্নলিখিতরূপ—

(ক) পঞ্চম পত্র : রচনা, পাঠ্যগ্রন্থ, এবং পাঠ্যবহির্ভূত।

(খ) ষষ্ঠ পত্র : ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, এবং সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাথমিক জ্ঞান॥

প্রথমাবধি যে-সকল শিক্ষক বিকল্পভাষা পড়িয়েছিলেন তাঁদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য—'সুবর্ণলেখা', পৃ. ৭১। তাঁদের কারো যাতে ছাত্রের অভাব না হয় সেজন্য ব্যবস্থা হল, প্রত্যেক বিকল্পভাষা-শিক্ষার্থী একজন করে ছাত্র দুই বছরের জন্য মাসিক ১৫ টাকা হারে বৃত্তি এবং বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পাবে। প্রথম দুই বছর (১৯১৯ ও ১৯২০) বৃত্তিপ্রাপ্ত চব্বিশ জন ছাত্রের নামের তালিকার জন্য, দ্রষ্টব্য—'সুবর্ণলেখা', পৃ. ৭০।

বিকল্পভাষার শিক্ষকেরা অধিকাংশই বাঙলা জানতেন না, এবং তিন-চার জনকে বাদ দিলে তাঁদের কারো কাছে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কিছুমাত্র ঋণ নেই। তাহলে বাঙলার শিক্ষকদের কীর্তি কীর্তনে পরিকল্পিত এই সিরিজের গ্রন্থে তাঁদের প্রসঙ্গ কেন? উত্তর—তাঁদের কাছে বাঙলায় এম. এ. পাস ছাত্রদের যে-ঋণ সেকথা আমরা ভুলতে চাই না। তাই তো, গুজরাটীর ডঃ আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালাকে শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীর সশ্রদ্ধ স্মরণ 'আমার বাংলাদেশের সন্তান' (স্মৃতিভারে)।

সূত্র—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—'বিকল্প ভাষা' (সুবর্ণলেখা, পৃ. ৬৬-৭১)।

(ওড়িয়ায় অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে অ-কার লুপ্ত হয় না। দাস=দ্+আ+স্+অ।)
ত্রিবিধ কারণে প্রথমে ওড়িয়া-প্রসঙ্গ। এক, বাঙলাভাষার সঙ্গে তার নৈকট্য। দুই, ভারতীয় ভাষাবিভাগে দীর্ঘ ওড়িয়া-চর্চা (প্রধানভাষা ওড়িয়ায় এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত, ১৯২২-৫০।) তিন, ওড়িয়ার চার জন শিক্ষকের (দ্র. 'স্বর্ণলেখা' পৃ. ৭১) সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়ে গেল।

পাঠ্যক্রম, ১৯২০-১৯৪০ (আমরা প্রথম পাঠ্যক্রমটিই উদ্ধার করলুম। অনুমান করি, পরবর্তী দুই দশকে এতে রদবদল হয়েছিল।):

জগন্নাথ দাস—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১১শ স্কন্ধ।

উপেন্দ্র ভঞ্জ—বৈদেহীশবিলাস, ৪র্থ সর্গ।

মধুসূদন রাও—প্রবন্ধমালা ; কুসুমাঞ্জলি।

ফকীরমোহন সেনাপতি—ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ (১৯০১)।

রাধানাথ রায়—ব্যাকরণ-প্রবেশ।

E. C. B. Hallam—*Oriya Grammar* (1874).

Manomohan Chakraborty—Articles on Oriya Literature (Journal of Asiatic Society of Bengal, 1898-99).

নূতন পাঠ্যক্রম, ১৯৪১-১৯৫২ (বিকল্পভাষার জন্য মাত্র একটি পূর্ণ সপ্তমপত্র নির্দিষ্ট। পত্রে সংস্কৃত অথবা ফারসি অথবা একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, মৈথিলী ও হিন্দী):

পাঠ্যগ্রন্থ

ফকীরমোহন সেনাপতি—আত্মজীবনচরিত (১৯১৭)। ৭০ নম্বর

নন্দকিশোর বল—নির্ঝরিণী।

ব্যাকরণ

কোনো গ্রন্থ নির্দিষ্ট নয়। ৩০ নম্বর

॥ টীকা ॥

[বিকল্পভাষা ওড়িয়ার প্রথম ঘোষিত পাঠ্যক্রমে উল্লিখিত সাহিত্যিকদের উপর এই টীকা।]

জগন্নাথ দাস। ১৬শ শতকে ওড়িষ্যা সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। ওড়িয়াদের ধর্মজীবনে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পড়েছিল। জগন্নাথ তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ও অনুগামী কবিরা বহু, তাঁদের কারো কারো রচিত পুঁথিও বহু। জগন্নাথ সংস্কৃত ও ওড়িয়া দুই ভাষাতেই লিখেছিলেন। তাঁর ভাগবতপুরাণে তিনি স্বীয় কল্পনা ও বিবিধ উৎস থেকে আহৃত কাহিনী মিশিয়েছেন। ভাষা সরল এবং আবৃত্তির উপযোগী। ওড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে সন্ধ্যায় ভাগবতঘরে এটি আজো পঠিত হয়। জনপ্রিয়তায় পুঁথিটি তুলনীয় হিন্দীর উপভাষা অবধীতে রচিত গোস্বামী তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এর সঙ্গে ॥

উপেন্দ্র ভঞ্জ (১৬৭০-১৭২০)। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে ওড়িষ্যা মুসলমানদের পদানত হল। ১৭৫১-১৮০৩ কালে ছিল মারাঠাদের পদানত। ওড়িয়া সাহিত্যে ১৭০০-১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ অবক্ষয়ের যুগ। ভাষা অসরল ও মার্জিত। ভঙ্গি কৃত্রিম, এবং কবিরা আদিরসাত্মক রোমান্স রচনায় তৎপর। পদে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসে অচিন্তিত-পূর্ব সাফল্য দেখালেন উপেন্দ্র ভঞ্জ। তাঁর কাব্যগুলির তিনটি শ্রেণী — ধর্মীয় (বৈদেহী-শবিলাস'), আধা-ধর্মীয় ('সুভদ্রা-পরিণয়') ও ধর্ম-নিরপেক্ষ ('লাবণ্যবতী)। 'বৈদেহীশবিলাস' মহাকাব্যের প্রতি ছত্রের প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ বর্গীয় / অন্তঃস্থ ব। 'লাবণ্যবতী'র বিষয় কর্ণাটকের রাজপুত্রের সঙ্গে সিংহলের রাজপুত্রীর মিলন ॥

আধুনিকতা ওড়িষ্যায় বিলম্বিত। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে পুরীতে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা ওড়িয়া হরফ মুদ্রণের প্রথম ব্যবস্থা করলেন। এই প্রচারকেরা এবং কয়েকজন বাঙালি (যেমন, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) আধুনিক ওড়িয়ার বিকাশে এবং ওড়িয়া বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৭০-এর কাছাকাছি আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের জন্ম ॥

ফকীরমোহন সেনাপতি (১৮৪৩-১৯২০)। প্রশাসক হিসাবে তিনি ওড়িষ্যার একাধিক দেশীয় রাজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। মাত্র চারটি উপন্যাস ও কুড়িটি ছোটগল্প তিনি লিখেছিলেন। 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' (প্রকাশ আরম্ভ — ১৮৯৮ খ্রী.) প্রথম সার্থক ওড়িয়া উপন্যাস। 'লছমনিয়া' (পত্রিকায় প্রকাশ — ১৮৬৮ খ্রী.) প্রথম সার্থক

ওড়িয়া ছোটগল্প। কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক, গুটি পাঁচেক ধর্মগ্রন্থের সংস্কৃত থেকে ওড়িয়ায় ছন্দে ভাষান্তর, কিছু কবিতা ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য সৃষ্টি ॥

রাধানাথ রায় (১৮৪৮-১৯০৮)। তিনি ছিলেন ইংরাজি-শিক্ষিত এবং সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদস্থ। বাঙলা ভাল জানতেন। ওড়িয়ায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অনুবাদকর্ম করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি আখ্যায়িকাকাব্য রচনায়—'কেদারগৌরী', 'চন্দ্রভাগা', 'নন্দিকেশ্বরী', 'যযাতিকেশরী' ইত্যাদি। তাঁর আরেক কীর্তি মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে অসমাপ্ত মহাকাব্য 'মহাযাত্রা' (১৮৯২) রচনা ॥

মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১২)। তিনি ভক্তকবি। রাধানাথেরই মতো শিক্ষা-বিভাগে চাকুরিয়া। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব গীতিকবিতায়—'বসন্তগাথা', 'কুসুমাঞ্জলি,' 'ঋষিচিত্র' 'হিমাচলে উদয় দর্শন' 'উৎকল-গাথা' ইত্যাদি। পুত্রকন্যা বাসন্তী, জয়ন্ত ও অবন্তীর তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন যথাক্রমে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা সুখলতা, ও শিবনাথ শাস্ত্রীর পুত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ॥

নন্দকিশোর বল (১৮৭৫-১৯২৮)। নতুন পাঠ্যক্রমে (১৯৪১) তাঁর 'নির্ঝরিণী' কাব্যটি অন্তর্ভুক্ত। তিনি কথাসাহিত্যকারও ('কনকলতা')। কিন্তু, তাঁর প্রসিদ্ধি কবিরূপে—'বসন্তকোকিল', 'চারুচিত্র, 'নির্মাল্য', 'পল্লীচিত্র', 'কৃষ্ণকুমারী', 'শর্মিষ্ঠা' 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' 'প্রভাতসঙ্গীত' ইত্যাদি ॥

সূত্র—১. Dr. Khageshwara Mahapatra, '*Oriya / Language & Literature*', 1984.

২. Suniti Kumar Chatterji, '*Languages and Literatures of Modern India*', 1963.

১৩ বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জন্ম—২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬১।

মৃত্যু—৩০ ডিসেম্বর ১৯৪২ ॥

জেলা ফরিদপুর, থানা বালিয়াকান্দি, চন্দনা নদীতীরে খালকুলা (বান্ধুলী খালকুলা) গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ, কৌলিক পদবী মৈত্র। পূর্বপুরুষ রামকান্ত মজুমদার রাজশাহী জেলার কুসুম্বী গ্রাম থেকে এসে নাটোরের রাজার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। ফরিদপুর জেলায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করে তিনি খালকুলায় ভদ্রাসন করেন। বিজয়চন্দ্রের পিতার নাম হরচন্দ্র।

বিজয়চন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পরবর্তীকালে কবি ও নাট্যকার, তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। বিজয়চন্দ্র ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে বি. এ. পাস করলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি আইনের স্নাতক হলেন।

কর্মজীবনে প্রবেশ ওড়িষ্যার বামণ্ডা ও সোনপুর নামক দেশীয় রাজ্যদ্বয়ে কুমারদের গৃহশিক্ষকরূপে। তারপর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা—পুরী জেলা হাইস্কুলে ও কটকে টাউন ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলে। শেষোক্ত বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন রাওয়ের প্রথম সন্তান বাসন্তীকে (১৮৭৪-১৯৫৩) তিনি ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন।

আনু. ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সম্বলপুর সরকারী উ. ই. বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক পদে নিযুক্ত হলেন। বি. এল. পাস করে তিনি সম্বলপুর আদালতে ওকালতি করছিলেন। অধিকন্তু, তিনি বামণ্ডা ও সোনপুরের আইন-উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। আনু. ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দুই চোখে দারুণ ব্যাধি গ্লকোমা ধরা পড়ল। অমৃতসরে গিয়ে অপারেশন করালেন, কিছুতেই ফল হল না। সেপ্টেম্বর ১৯১৪-তে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলেন। সম্বলপুর ছেড়ে কলিকাতায় চলে এসে তিনি হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করলেন। একজন ওড়িয়া ও একজন বাঙালি সহকারীর সহায়তায় লিখন-পঠনের সমস্ত কাজ চালাতে লাগলেন।

তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল ইংরাজি, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাঙলা, ওড়িয়া, মুণ্ডা, তামিল, তেলুগু ইত্যাদি ভাষায়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গবেষণাকে তিনি লিপিবদ্ধ করার কথা ভাবছিলেন, তখনি এল

ইন্দ্রিয়-বৈকল্য। লিখন আরম্ভ ও শেষ, ১৯১৪-১৭ খ্রীস্টাব্দে। যখন ভাবছিলেন, পাণ্ডুলিপির কি গতি করবেন, কোনো বন্ধুর পরামর্শে সেটিকে পাঠালেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

কয়েক মাস পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আহ্বান পেলেন স্পেশ্যাল ইউনিভার্সিটি রীডারশিপ বক্তৃতাদানের। ইংরাজিতে বাঙলা ভাষার ইতিহাসের উপর ১৪টি বক্তৃতা পঠিত হল।

কালক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগে তিনি উপাধ্যায় পদ লাভ করেছিলেন (১৯১৯-৩১)—নৃবিদ্যা, তৌলনিক ভাষাবিদ্যা ও ভারতীয় ভাষাবিভাগে। নৃবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগেও কয়েকটি ক্লাস নিয়েছিলেন।

ভারতীয় ভাষাবিভাগে তাঁর নিয়োগ ওড়িয়ার শিক্ষকরূপেই। বিভাগে সোনপুর রাজ্যের মহারাজা বীরমিত্রোদয় সিংদেও প্রদত্ত অর্থে যে-ওড়িয়া চেয়ারের সৃষ্টি (মাসিক বেতন — ১৫০ টাকা), তার প্রথম অধিকারী বিজয়চন্দ্র (১৯২০-৩০)। কিন্তু, ক্লাস শুরু হওয়ার পর অচিরে তাঁর উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব এল বাঙলা ভাষাতত্ত্ব (অষ্টম পত্র) পড়ানোর। ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন বিদেশে গিয়েছিলেন (১৯১৯-২২)।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ভাষাতত্ত্ব পড়াইতেন বটে, কিন্তু তাহা এত মধুর ও সরস করিয়া বলিতেন···সংস্কৃত, ইংরাজি প্রভৃতি ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে আসিত। তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ ও মধুর ছিল—তিনি যখন সংস্কৃত কাব্য বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতেন···" ইত্যাদি ('সুবর্ণলেখা')

পত্রিকা-সম্পাদনা : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবার থেকে এক সময়ে (১৩২৮-৩৪ ব.) 'বঙ্গবাণী' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হত। বিজয়চন্দ্র তার সম্পাদক ছিলেন। 'বাঙালী চরিতাভিধান' লেখে, কোনো সময়ে তিনি 'শিশুসাথী' ও 'বাংলা'র সম্পাদক ছিলেন।

যৌবনে কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণদানের জন্য তিনি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে ধর্মমহাসম্মেলনে আহূত হয়েছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কথানিবন্ধ। মজুমদার লাইব্রেরি, ১৯০৫। ২২৮ পৃ। গদ্যে-পদ্যে কথা॥
২. কালিদাস। ১৯১১। ৬২ পৃ। আলোচনা॥
৩. তপস্যার ফল। অবিনাশ সরকার, ১৯১২। ৬৭ পৃ। বড় গল্প॥
৪. প্রাচীন সভ্যতা। গৃহস্থ পাবলিশিং, ১৯১৫। ৯০ পৃ। প্রবন্ধ॥
৫. জীবন-বাণী। গুরুদাস, ১৩৪০ ব.। ৮,৩২৮ পৃ।

সূচী — পূর্বাভাষ : সত্যসন্ধানের পন্থা, আদর্শ সাহিত্য, স্বাধীনতায় বাধা, মরণ ভোল, জুজুর ভয় ছাড়, জীবনের দুইটি প্রধান শত্রু, ধর্মবুদ্ধি, উত্তরাধিকার বা **heredity**, জাতিভেদ, বিবাহবিধি, লজ্জা ও জুগুপ্সা, তারত তবু কই, আবার তোরা মানুষ হ, 'আর্য' নামের দাবি, ধর্মের লড়াই, ভারতবাসীরা কি 'নেশন' নয়, বঁধু কোথায়॥

৬. ছিটে-ফোঁটা। সেন ব্রাদার্স, তারিখ নেই। ১১২ পৃ।
তিন ছত্রের পদ্য থেকে ৫৬ পৃষ্ঠার গদ্যরচনার সংকলন। ব্যর্থ-রচনাটি কন্যা সুনীতি দেবী লিখিত।

কবিতা

৭. কবিতা (১৮৮৯)।
৮. যুগপূজা (১৮৯২)।
৯. কথা ও বীথি (১৮৯৫)।
১০. ফুলশর (১৯০৪)।
১১. যজ্ঞভস্ম (১৯০৪)।
১২. পঞ্চকমালা (১৯১০)।
১৩. হেঁয়ালি (১৯১৫)।
১৪. বসন্তলতিকা।

অনুবাদ

১৫. পালি থেকে 'থেরীগাথা'। ঢাকা, সাধনা লাইব্রেরি, ১৯০৫।
সুকুমার সেন লিখেছেন, "বিজয়চন্দ্র যখন থেরীগাথা পালি হইতে অনুবাদ করেন, তখন পর্যন্ত বইটির কোনো অনুবাদ কোনো ভাষায়, এমন কি ইংরাজিতেও, হয় নাই।" (বা. সা. ই.—২য় খণ্ড)

১৬. সংস্কৃত থেকে 'গীতগোবিন্দ' ; ৩য় সং. গুরুদাস, আশ্বিন ১৩৩২।
(প্র. প্র.—'মৃন্ময়ী' পত্রিকায়, ১৯০৯-১০)
অনুবাদ সার্থক হয়েছিল। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ উদ্ধৃতি দিয়েছেন
('সুবর্ণলেখা', পৃ ৪৬৩)॥

১৭. ওড়িয়া থেকে 'সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী' (১৯২৬)।
সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব ছিলেন বামণ্ডার রাজা॥

১৮. *The History of the Bengali Language*. Cal. Univ., 1920. xviii, 298 p.

১৯. *Typical selections from Oriya literature*. Same, 1921, 1923 & 1925. 3 volumes.

২০. *Orissa in the making*. Same, 1925. 247 p.

২১. *Aborigines of the highland of Central India*. Same, 1927. vi, 84 p.

২২. *Students' handbook of social anthropology*. 1936.

২৩. *Sonepur in the Sambalpur tract*.

সূত্র—অবন্তী দেবী—'ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ', ১৯৬৩

১৪ পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস

জন্ম — ৫ আগস্ট ১৮৮৪।

মৃত্যু — ৬ নভেম্বর ১৯৬৭॥

তাঁর জন্ম জেলা পুরী, থানা সত্যবাদী ও গ্রাম শ্রীরামচন্দ্রপুরে। পিতা — আনন্দ দাস, মাতা — হীরা দেবী।

গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে পুরী জেলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। সেই স্কুল থেকেই ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে জেলার সর্বোত্তম ছাত্র হিসাবে উত্তীর্ণ হলেন। আই. এ. (১৯০৭) এবং বি. এ. (১৯০৯) পড়েছিলেন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে। তারপর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাস করলেন (১৯১১)॥

তাঁর জীবনে সাহিত্যসাধনা, শিক্ষাদানব্রত, সমাজসেবা এবং রাজনীতিচর্চার ধারা মিশেছে। তখন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র, ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে, তিনি প্রথম সংস্পর্শে এলেন ওড়িষ্যার নব জাগরণের পুরোধা গোপবন্ধু দাস (১৮৭৭-১৯২৮)-এর। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে (অর্থাৎ, বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আসার এক বছর আগে) পুরীতে এক জনসভায় তিনি বিদেশী পণ্য বর্জনের এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেন।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে গোপবন্ধু তাঁর এবং গোদাবরীশ মিশ্রের (১৮৮৮-১৯৫৬) সহায়তায় সত্যবাদী বন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে ওড়িষ্যায় ফিরে নীলকণ্ঠ এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা নিলেন (১৯১১-১৮)। তাঁর কৃতিত্বে এটি একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেল। এই বিদ্যালয়, তার ছাত্রাবাস এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লীতে তিনি তাঁর সমাজ-সংস্কারের কাজ (যেমন, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে) শুরু করলেন।

নীলকণ্ঠ এবং বিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মীরা মিলে তাঁদের প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশপ্রেম ও জনসেবার বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁরা মিলে সত্যবাদী-গোষ্ঠী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগে প্রধানভাষা ও বিকল্পভাষা ওড়িয়ার জন্য ওড়িয়া চেয়ার প্রবর্তনের কথা আমরা পূর্বে বলেছি (পৃ. ৫৮)। ১ জুন ১৯২০ বিজয়চন্দ্র মজুমদার ওড়িয়া চেয়ারে নিযুক্ত হলেন। তারপর, বিভাগে ওড়িয়ার জন্য দ্বিতীয় একটি বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হল। বেতন সেই মাসিক ১৫০

টাকা। বক্তার পদে নিযুক্ত হলেন নীলকণ্ঠ দাস। কিন্তু, মাত্র সাড়ে তিন মাস (২১ সেপ্টেম্বর ১৯২০—৬ জানুআরি ১৯২১) তিনি উক্ত পদে ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি শিক্ষাবয়কট ও অ-সহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন॥

রাজনীতিতে ও আইনসভায়: সম্বলপুরকে কেন্দ্র করে নয় মাস ধরে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজসেবার কাজ করলেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে চার মাসের জন্য তাঁর প্রথম কারাবরণ।

জেল থেকে বেরোবার পর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলে যোগদান করলেন। সেই দলের টিকিটে নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৯২৪-৩০ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে আইনসভায় তিনি দলের সম্পাদকপদ লাভ করেছিলেন।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে পুরী জেলার কাকতপুরে লবণ আইন ভঙ্গ করায় তাঁর ছয় মাসের জন্য এবং ১৯৩১ ও ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর আরো দুইবার কারাদণ্ড হল।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে চতুর্থবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য হলেন। তিনি সদস্য ছিলেন ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এবার ভুলাভাই দেশাই সভায় দলের নেতা এবং তিনি পুনর্বার সম্পাদক হলেন।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় ওড়িয়াভাষী অঞ্চলগুলিকে যুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র ওড়িষ্যা প্রদেশ গঠনের পক্ষে প্রস্তাব এনেছিলেন। ১ মে ১৯৩৬ তাঁর স্বপ্ন বাস্তব হল।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ওড়িষ্যা বিধানসভার যে-নির্বাচন হল তাতে উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে তাঁর উপর গুরু দায়িত্ব ছিল। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুলভাবে জয় হল।

আদর্শগত মতান্তরের কারণে তিনি ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিপদ এবং ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। এই কালে সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী হিসাবে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছিলেন।

দেশ স্বাধীন হলে সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল। একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গড়ে তিনি এবং তাঁর দলের আরো তিন জন ওড়িষ্যা রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরলেন। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধানসভার সদস্য এবং পরে তার স্পীকার নির্বাচিত হলেন॥

শিক্ষাক্ষেত্রে : তাঁর শিক্ষকতার কথা আমরা পূর্বেই কিছু বলেছি। স্মর্তব্য, কারাবরণের ফাঁকে ফাঁকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩০ বেনারসে তিনি নিখিল এসিয়া শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর এক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

ওড়িষ্যা প্রদেশ গঠিত হবার পর সরকার তাঁর সভাপতিত্বে ওড়িষ্যায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা বিচারের জন্য কমিটি গড়েছিলেন (১৯৩৮)। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে কটকে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। নীলকণ্ঠ সাত বছর (১৯৫৫-৬২) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলর ছিলেন॥

সাংবাদিকতা : অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগদানের পর ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে তিনি সাপ্তাহিক পত্র 'সেবা'র সম্পাদনা করেছিলেন।

গোপবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি কিছুকাল গোপবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত দৈনিকপত্র 'সমাজ'-এর সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মাসিকপত্র 'নবভারত'-এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৮ বছর তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে পত্রিকাটির একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি সাপ্তাহিকপত্র 'লোক মাতা' প্রকাশ করেন॥

সম্মানলাভ : ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের এক সম্মেলন তাঁকে উৎকলগুরু আখ্যায় ভূষিত করে।

১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ওড়িষ্যা সাহিত্য অকাদেমির সভাপতিপদে বৃত হন। সেই বছরই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পদ্মভূষণ খেতাবে অলঙ্কৃত হন।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর আত্মজীবনীর জন্য দিল্লীর সাহিত্য অকাদেমি প্রদত্ত পুরস্কারলাভ করেন॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. ভক্তিগাথা, ১৯১৮।

২. আর্য জীবন ; প্রবন্ধ॥ কটক, আকুলি মিশ্র, ১৯১৮। ১৪২ পৃ।

৩. প্রণয়িনী ; আখ্যায়িকাকাব্য। পুরী, কবি, ১৯১৯। ৵০, ২৪৬ পৃ। টেনিসনের '*The Princess*' অবলম্বনে॥

৪. কোণার্কে ; কাব্য। সাক্ষীগোপাল, সত্যবাদী প্রেস, ১৯১৯। ২৪৭ পৃ। বিষয়—কোণার্কের সূর্যমন্দির ॥

৫. খারবেল, ১ম খণ্ড ; কাব্য। কটক, কবি, ১৯২১। ৷৷০, ১১২, [৬] পৃ। ওড়িষ্যার বিখ্যাত রাজা খারবেল ॥

৬. পিলাঙ্ক রামায়ণ, ১৯২৩।
পিলাঙ্ক=ছোটদের ॥

৭. পিলাঙ্ক মহাভারত, ১৯২৪।

৮. দাস নায়ক ; কাব্য। কটক, মুকুর প্রেস, ১৯২৪। ৵০, ৬২ পৃ। টেনিসনের '*Enoch Arden*' অবলম্বনে ॥

৯. পিলাঙ্ক ভাগবৎ, ১৯২৫।

১০. যুধিষ্ঠির। বরহমপুর, স্টুডেণ্টস স্টোর, ১৯২৮। ৭৪ পৃ।

১১. ঋষি জীবনী, ১ম খণ্ড। ঐ, ঐ, ১৯৩০। ১০৫ পৃ।

১২. লাবণ্যবতী ; কাব্য। রচনাকাল—১৯৩০। (কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) ॥

১৩. পিলাঙ্ক গীত, ১৯৩৫-৫১।

১৪. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১৯৩৬।

১৫. ওড়িয়া সাহিত্যর ক্রম-পরিণাম। কটক, নবভারত গ্রন্থালয়, ১৯৪৮ ও ১৯৫২। দুই খণ্ড ॥

১৬. সংস্কৃত ও সংস্কৃতি। কটক, নিউ স্টুডেণ্টস স্টোর, ১৯৫১। ৷৵০, ১৪৪, [১০] পৃ।

১৭. ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৫৪।

১৮. আত্ম-জীবনী, ১৯৬৩।

[উপর্যুক্ত ১৮টি গ্রন্থের ভাষা ওড়িয়া] ॥

সূত্র—আমাদের পত্রের জবাবে ২৪ ফেব্রুআরি ১৯৮৬ শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস (সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ স্মৃতি সমিতি, ৩০৩ খারবেল নগর, ভুবনেশ্বর —৭৫১০০১) নীলকণ্ঠের জীবনী ও তাঁর প্রণীত পুস্তকের একটি তালিকা পাঠিয়েছিলেন ॥

১৫ মহেশ্বর দাশশর্মা

জন্ম—জেলা মেদিনীপুর, থানা কাঁথি, গ্রাম হরিপুরে ভাদ্র ১৩০৮ ॥

পিতা—ধ্রুবচরণ দাশ, মাতা—ব্রহ্মময়ী দেবী। মহেশ্বরেরা ছয় ভাই। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে মাতার মৃত্যুতে পড়াশোনায় ছেদ পড়েছিল, নিদারুণ কষ্টের মধ্যে আবার পড়াশোনা শুরু করেছিলেন।

বাড়ি থেকে সাত মাইল দূরে কাঁথি উ. ই. বিদ্যালয়ে তিনি নিত্য পদব্রজে যাতায়াত করতেন। সেই বিদ্যালয় থেকেই ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আই. এ. পড়েছিলেন মেদিনীপুর কলেজে। আশ্রয় পেয়েছিলেন মণীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে। তাঁর মনে আছে অধ্যক্ষ হেমচন্দ্র সান্যাল, ইংরেজির হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃতের জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কথা।

বি. এ. (সংস্কৃতে অনার্স) পড়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। আশ্রয় পেয়েছিলেন কলুটোলা স্ট্রীটে মতিলাল শীলের (১৭৯২-১৮৫৪) বংশধরদের বাড়িতে। পরীক্ষায় (১৯২৭) তিনি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পেলেন।

সংস্কৃতে এ-গ্রুপ (=সাহিত্য) নিয়ে তিনি এম. এ. পড়লেন। পরীক্ষায় (১৯২৯) তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেলেন।

তারপর, ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ডবল এম. এ. হলেন বাঙলা নিয়ে। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ॥

কর্মজীবনের প্রথমে অল্পাধিক এক বছর ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেই কলেজে সংস্কৃতের শিক্ষকদের কালানুক্রমিক তালিকায় তাঁর নাম পাচ্ছি ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে।

পরের বছর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার অবসর নেওয়ায় শূন্য পদে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগে ওড়িয়ার শিক্ষকরূপে যোগদান করলেন। সোনপুরের মহারাজা স্যার বীরমিত্রোদয় সিংদেও জি পি. নোটে যে-টাকা দান করেছিলেন (বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী গ্রন্থ অনুযায়ী যার মোট মূল্য ৬০, ৩০০ টাকা) এবং যে-দান সিণ্ডিকেট ৬ ফেব্রুআরি ১৯২৫ গ্রহণ করেছিল, সেনেট সে-টাকার সুদ থেকে একজন বক্তার (বেতন—১৫০ টাকা) এবং একজন সহকারী বক্তার (বেতন—৫০ টাকা) পদ সৃষ্টি করেছিল। প্রথম বক্তা—মহেশ্বর দাশশর্মা (১৯৩২—)।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিভাগাধ্যক্ষ দীনেশচন্দ্র সেনের অবসর গ্রহণের

পূর্বেই তিনি বিভাগে যোগদান করেছিলেন। অপিচ, তাঁকে ধরে বিভাগের চারজন ওড়িয়াশিক্ষকই প্রস্তুত খণ্ডে গৃহীত হলেন। বিভাগে দ্বিতীয় একটি দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত হল প্রাকৃত পড়ানোর, যখন ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রাকৃতের শিক্ষক হরগোবিন্দ দাস শেঠ অবসর নিলেন। বাঙলার ছাত্রদের তিনি প্রাকৃত পড়িয়েছিলেন দীর্ঘকাল—খণ্ডকাল উপাধ্যায়রূপে (১৯৩৭-৫২), উপাধ্যায়রূপে (১৯৫২-৬৮) এবং শেষে রীডাররূপে (১৯৬৮-৭০), মোট প্রায় চৌত্রিশ বছর॥

শিক্ষকতা ছাড়া তাঁর অন্য একটি কর্ম ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের একটি বেসরকারী ছাত্রাবাসের তিনি সুপারিন-টেনডেণ্ট ছিলেন, ১৯৩৬-৭৫ খ্রীস্টাব্দ।

গ্রন্থপঞ্জি

তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাঙলা বই তিনি লেখেন নি, ওড়িয়ায় হয়তো একটি লিখেছিলেন। একদা প্রকাশকরা তাঁকে দিয়ে একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের নোট্‌স্ লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

তাঁর বাঙলা রচনার নমুনা লভ্য—'শিব কি অনার্য দেবতা?' —কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম বর্ষ, ১৯৬৭-৬৮, পৃ ৫১-৬৭॥

দুই দিন, ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ এবং ১২ জানুআরি ১৯৮৬, সন্ধ্যায় তাঁর সণ্টলেক সিটির বাসভবনে (১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি নির্মাণ করিয়েছেন) তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাঁর স্মৃতি এখনো সজীব। আমাদের উপরি লাভ হয়েছে—দুই দিনই গুরুপত্নী জাহ্নবী দেবীর (জন্ম-আনু. ১৯০৯) দর্শনলাভ। তাঁদের ছেলেরা সকলেই কৃতী, তবে তাঁরা কেউ সংস্কৃত বা বাঙলার (বা ওড়িয়ার) চর্চা করেননি॥

১৬ পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র

জন্ম—জেলা পুরী, গ্রাম ভিখারিপাড়ায় ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে গণেশ (=বিনায়ক) চতুর্থীতে। মৃত্যু—৫ আগস্ট ১৯৭১ ॥

পিতা কৃষ্ণচন্দ্র পৌরোহিত্য ও সামান্য ভূসম্পত্তির আয় থেকে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করতেন ॥

বিনায়ককে মানুষ করেছিলেন তাঁর ঠাকুমা। একটু বেশী বয়সে, ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভর্তি হলেন নয়াগড় মাইনর স্কুলে। মাইনর পাস করে পায়ে হেঁটে পুরী এলেন। ইচ্ছা ছিল, কোনো মঠে আশ্রয় লাভ করে সংস্কৃত শিখবেন। সে-ইচ্ছা পূর্ণ হল না। তারপর তিনি ভর্তি হলেন কটক নর্মাল ট্রেনিং স্কুলে। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি সেখান থেকে উত্তীর্ণ হলেন।

নীলগিরি মাইনর স্কুলে কয়েক বছর ড্রইং মাস্টার ছিলেন। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত সেখানে থাকতেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যোগদান অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে তাঁর '*Typical Selections from Oriya Literature*'-এর সংকলনে সাহায্য করতে। তাঁর যোগদানের তারিখ ১৫ মার্চ ১৯২১।

মহারাজা স্যার বীরমিত্রোদয় সিংদেও প্রদত্ত অর্থে ওড়িয়ার সহকারী বক্তার পদ সৃষ্টি হল, তার প্রথম অধিকারী (১৯৩২-৪৯) বিনায়ক মিশ্র।

বেঙ্গল বোর্ডিং মেসে তিনি থাকতেন। স্বপাক আহারে অভ্যস্ত ছিলেন। আমৃত্যু দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। পারিবারিক সুখ পাননি—স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান কন্যাটির বিয়োগ, ভাই বিচ্ছিন্ন এবং পোষ্যপুত্রটি উদাসীন। গ্রামের সামান্য ভূসম্পত্তি বেদখল হয়েছিল ॥

তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল 'Indian Historical Quarterly', 'Bihar and Orissa Research Journal', 'The Modern Review' ইত্যাদি পত্রিকায়।

ভৌম রাজাদের কালক্রম তিনি নির্ণয় করেছিলেন মুদ্রা ও তাম্রফলকের সাহায্যে।

'*Indian Culture and Jagannatha*' বইটি তাঁর জীবৎকালে মুদ্রিত হয়-নি। তিনি সেখানে বিভিন্ন উৎস থেকে আহৃত কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পৃথিবীর সভ্যতা এক এবং জগন্নাথধর্মে বিশ্বধর্মের সমন্বয় হয়েছে ॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. ওড়িয়া ভাষার ইতিহাস। কটক, উৎকল সাহিত্য প্রেস, ১৯২৭। ১৲, ১৭৮ পৃ।

২. ওড়িয়া সাহিত্যর ইতিহাস। ঐ, ঐ, ১৯২৮। ৷৷০, ১৮৮ পৃ।

৩. নূতন ওড়িয়া ব্যাকরণ। পুরী, লেখক, ১৯৪৬। ১৭৪ পৃ।

৪. ভারতীয় দর্শন-প্রবেশিকা। কটক, উৎকল বুক এজেন্সি, ১৯৪৭। ।৵০, ২৩৬ পৃ।

৫. বরণমাল ; কাব্য। কলিকাতা, এম. সি. দাস, ১৯৪৭। ৩২ পৃ।

৬. ওড়িয়া সাহিত্য প্রকাশ। কটক, উৎকল বুক এজেন্সি, ১৯৪৯। দুই খণ্ড ॥

৭. মহামানব গান্ধী। কটক, মনোমোহন পুস্তকালয়, ১৯৫০। ৵০, ১৩৮ পৃ।

৮. আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যর ইতিহাস। ১৯৬৮ ॥

৯. ওড়িয়া ভাষার পুরাতত্ত্ব ॥

১০. *Dynasties of mediaeval Orissa.* Calcutta, Kedar Nath Chatterji, 1970. viii, 111, [2] p.
Foreword by Ramaprasad Chanda.

১১. *Orissa under Bhauma Kings.*

১২. *Indian Culture and Jagannatha.*

[প্রথম নয়টি গ্রন্থের ভাষা ওড়িয়া] ॥

সূত্র—ডঃ কুঞ্জবিহারী দাসের ইংরাজিতে পত্র (কটক, ১৪. ৪. ৮৬) এবং তাঁর প্রণীত ওড়িয়া গ্রন্থ 'জীবনী ও জীবন' ॥

১৭ মৌলিক ভাষা পালি ও প্রাকৃত

১৯১৯-৪০ এই কালে পাঠ্যক্রমে সপ্তম পত্রে (মৌলিক ভাষা) ছিল পালি (৫০ নম্বর) এবং প্রাকৃত (৫০ নম্বর)।

পালির পাঠ্যপুস্তক তালিকা

বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (১৮৭৮-১৯৫৯) — পালিপ্রকাশ।

James Drummond Anderson (1852-1920) — *Pali Reader.*

Friedrich Muller (1834-98) — *Simplified Pali Grammar.*

Victor Henry (1850-1907) — *Precis de Grammarire Pali.*

O. Frankfurter — *Handbook of Pali.* London, 1883.

প্রাকৃতের পাঠ্যপুস্তক তালিকা

বররুচি (৫ম-৬ষ্ঠ শতক) — প্রাকৃতপ্রকাশ।

রাজশেখর — কর্পূরমঞ্জরী।

E. B Cowell (1826-1903) — *An Introduction to Prakrita.*

নূতন পাঠ্যক্রমে (১৯৪১-৫২) অষ্টম পত্রটির প্রথমার্ধে পালি-প্রাকৃত (প্রত্যেকটিতে ২৫ নম্বর) এবং দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা ভাষাতত্ত্ব। প্রথমার্ধের শীর্ষক — Elementary Middle Indo-Aryan texts.

পালি

Intermediate Pali Selections, Cal. Univ.

নিম্নলিখিত অধ্যায় মাত্র — চারিটি শুভ নিমিত্ত, বুদ্ধের বিরুদ্ধে দেবদত্তের ষড়যন্ত্র। গাথা — পুন্নিকা ও মহাপজ্জাপতী গোতমী। ব্যাকরণের জন্য পঠনীয় গ্রন্থ তিনখানির মধ্যে দুইখানি মুলার ও শাস্ত্রীর উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলি এবং তৃতীয়টি — Ghosh & Chakravarti — *Pali Grammar.*

প্রাকৃত

রাজশেখর — কর্পূরমঞ্জরী, ১ম অঙ্ক। ব্যাকরণের জন্য পঠনীয় গ্রন্থ প্রাকৃতপ্রকাশ এবং Alfred C. Woolner — *Introduction to Prakrit.* Lahore, Punjab Univ., 1917.

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে পাঠ্যক্রমের সংস্করণে পালি-প্রাকৃত (এবং অপভ্রংশ) চলে এল অষ্টম থেকে দ্বিতীয় পত্রের প্রথমার্ধে। স্পষ্টত, পাঠ্যক্রমে পালি-প্রাকৃতের গুরুত্ব কমছে। পাঠ্যগ্রন্থ ছিল—'*A Middle Indo-Aryan Reader,* Part I, Cal. Univ., 1953. নির্বাচিত অংশ॥

পরবর্তীকালে পাঠ্যক্রমে পালি-প্রাকৃতের গুরুত্ব আরো কমেছে। ১৯৮২ ও ১৯৮৩-র পাঠ্যপুস্তক তালিকায় দেখছি, দ্বিতীয় পত্রের ১ম অর্ধে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় (সংস্কৃত) ২০ নম্বর এবং মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় (পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ) ৩০ নম্বর। পাঠ্যাংশ—উপর্যুক্ত MI A Reader থেকে ৩২ নম্বর (পালি); ৫৬ ও ৫৭ নম্বর (প্রাকৃত), এবং ৬৮ নম্বর (অপভ্রংশ)। আলোচ্য—পালি-প্রাকৃতের তুলনায় পালিভাষার প্রাচীনত্ব, পালিতে বিভিন্ন উপভাষাগত মিশ্রণ, পালিতে ধ্বনি-বর্তনের সূত্র ও সাধারণ ব্যাকরণ, প্রথম পর্বের প্রাকৃত হিসাবে পালিকে কতদূর গণনা করা যায়, পালিভাষার সঙ্গে মাগধী প্রাকৃতের সম্পর্ক প্রাকৃত ও অপভ্রংশ—মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার উপভাষাগত স্বরূপ। মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ ও ধ্বনি-পরিবর্তনের বিশেষ বিশেষ সূত্র। 'প্রাকৃত' নামকরণের সার্থকতা, প্রাকৃতভাষার সাধারণ ব্যাকরণ, ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষ লক্ষণ—শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী, মাগধী অপভ্রংশের লক্ষণ॥

পঠনীয় গ্রন্থসমূহ :

১ Wilhelm Geiger (1856-1943)—*Pali Language and Literature, tr. by* B. K. Ghose. Cal. Univ., 1943.

২ Dwijendralal Barua—*Elements of Pali Grammar*, W. B. Board of Secondary Education.

৩ Woolner—*Introduction to Prakrit.*

৪ পরেশচন্দ্র মজুমদার—সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ। সারস্বত, ১৩৭৮ ব.।

১৮ মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা

(পালি-প্রাকৃত)

মৌখিক ব্যবহারে মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার আনুমানিক স্থিতিকাল ৬০০ খ্রীস্টপূর্ব থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

তার প্রথম স্তরের (২০০ খ্রীস্টপূর্ব পর্যন্ত) নিদর্শন আছে অশোকের অনুশাসনে এবং পালিভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে।

উক্ত অনুশাসনগুলি দ্বারা আর্যাবর্তের প্রধান চারটি উপভাষা প্রমাণিত—

(১) উত্তরপশ্চিমা (২) দক্ষিণপশ্চিমা (৩) প্রাচ্যমধ্যা এবং (৪) প্রাচ্যা।

দক্ষিণপশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিলনে যে সাধুভাষা তাই থেকে (সম্ভবত, প্রথমে উজ্জয়িনী অঞ্চলে) পালির জন্ম। গৌতমবুদ্ধের (মৃত্যু—আনু. ৪৮৩ খ্রীস্টপূর্ব) মুখের ভাষা ছিল কোশল জনপদের প্রাচ্যা প্রাকৃত। সম্রাট অশোকের (মৃত্যু—২৩২ খ্রীস্টপূর্ব) পরবর্তীকালে বুদ্ধবাণী পালিতে ভাষান্তরিত। কর্মটি সম্পূর্ণ হল মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার যুগপরিবর্তনকালীন স্তরে (২০০ খ্রীস্টপূর্ব—২০০ খ্রীস্টাব্দ)।

সবকয়টি উপভাষার প্রভাব (শব্দরূপ, ধাতুরূপ, শব্দভাণ্ডার ইঃ) পালিতে ছিলই ৫ম শতকের পরে রীতি ও অলঙ্কার-প্রয়োগে সংস্কৃতের প্রভাব এল।

দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারী হীনযানী বৌদ্ধরা পালির চর্চা করতেন। তাঁদের থেকে সেই চর্চা গেল সিংহলে। ক্রমশ, বার্মায় ও থাইল্যাণ্ডে॥

এখন ব্যাপক অর্থে প্রাকৃত বলতে মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষাগুলি নির্দিষ্ট হলেও, প্রাচীন বৈয়াকরণেরা প্রাকৃত বলতে সাহিত্যের প্রাকৃতকেই বুঝিয়েছেন। প্রকৃতির অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা প্রাকৃত। সংস্কৃত নাটকে নারীর ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষের সংলাপ প্রাকৃতে। সেই প্রাকৃতের ব্যাকরণ দেড় হাজার বছরেও অপরিবর্তিত। ওদিকে পুরুষানুক্রমে জনগণের মুখে মুখে পরিবর্তিত হতে হতে মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষাগুলি, সবকয়টি স্তর পেরিয়ে বিভিন্ন নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার রূপ ধরেছে। ব্যাকরণে উল্লিখিত প্রধান প্রাকৃতভাষাগুলি মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী, পৈশাচী এবং অপভ্রংশ॥

অপভ্রংশ নামটি এখন একাধিক মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার অন্ত্য স্তর নির্দেশ

করে। প্রকৃতপক্ষে, মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার যে-রূপটি ছিল সর্বজনীন, অ-শিষ্ট লোকসাহিত্যের বাহক তাই অপভ্রংশ অর্থাৎ প্রাচীন অপভ্রংশ, এবং তার যে-রূপটি অর্বাচীন, নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার জনক, অর্থাৎ অব্যবহিতপূর্ব অবস্থা তাকে বলি অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ॥

সূত্র—সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত ১৯৭৯।

Suniti Kumar Chatterji – *O D.B.L.*, 3 Vols. 1979.

১৯ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

জন্ম—আড়িয়াদহ (উত্তর ২৪ পরগণা), অক্টোবর ১৮৮৯।
মৃত্যু—কলিকাতা, ২০ মে ১৯৬৮ ॥

পিতা কালীপ্রসন্ন সম্বলপুরে ওকালতি করতেন। মাতা সারদাসুন্দরী দেবী। তাঁরে অকাল মৃত্যুর পর শৈলেন্দ্রনাথের অভিভাবক হন মাতামহ রাখালদাস বসু। পিস্তুতো দাদা ভাষাপথিক হরিনাথ দে-র (১৮৭৭-১৯১১) প্রভাব শৈলেন্দ্রনাথের জীবনগঠন ও বিবিধ ভাষার চর্চায় লক্ষ্য করি। উত্তরকালে তিনি ফরাসি, লাতিন, আরবী, ফারসি, উর্দু ইঃ ভাষাগুলি শিখেছিলেন।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় বাঙলা রচনা-পত্রটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি পালিভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পুরস্কৃত করেছিল ১৯১৩-১৫ খ্রীস্টাব্দে রিসার্চ ফেলোশিপ দিয়ে। সেই সময়ে তিনি বৌদ্ধদর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃত নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

কর্মজীবনে প্রথম চারবছর (আনু. ১৯১৫-১৯১৮) তিনি ছিলেন সমুদ্রপারে রেঙ্গুন শহরে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাডসন কলেজে (সেকালে বার্মা-মুল্লুকে একমাত্র বে-সরকারী কলেজ) পালিভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বার্মা ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় অন্যতম বিষয় হিসাবে পালি স্বীকৃত ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ থেকে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য কাউন্সিল গঠিত হল। পালিতে এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যক্রমে সংস্কার সাধন এবং সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের অধ্যক্ষতায় পালি পঠন-পাঠনের জন্য নিয়মিত বিভাগের প্রতিষ্ঠা হল। শৈলেন্দ্রনাথ আনু. ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে এই বিভাগে যোগদান করলেন।

পরের বছরই তিনি পালির খণ্ডকাল উপাধ্যায়রূপে ভারতীয় ভাষাবিভাগে যোগদান করলেন। দীর্ঘ আঠার বছর (১৯১৮-৩৬) তাঁর শিক্ষকতার কাল।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে Councils of University Colleges of Arts and of Science-এর সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ পদ নিলেন। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪-৩৮) ও উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

(১৯৪৬-৪৯) তিনি আস্থাভাজন ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি সেনেটের সদস্যপদ প্রাপ্ত। তিনি যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েরও আস্থাভাজন ছিলেন তার প্রমাণ—আশুতোষ ব্যবস্থা করেছিলেন, পুত্র শ্যামাপ্রসাদ বাঙলায় এম. এ. পরীক্ষায় (১৯২৩) তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের পরিবর্তে শৈলেন্দ্রনাথের অধীনে গবেষণা করে 'গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক' শীর্ষক প্রবন্ধ দাখিল করবেন॥

গ্রন্থপঞ্জি

তাঁর সম্পাদিত তিনটি গ্রন্থের আমরা সন্ধান পেয়েছি—

১ প্রাকৃত ধম্মপদ, বেণীমাধব বড়ুয়া ও শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত। কলি. বিশ্ব., ১৯২১। ৪।৶০, ২৩৮, ১১ পৃ।
অনুবাদ ও টীকা ইংরাজিতে।

২ বালাবতার (পালি ব্যাকরণ)
অনুবাদ ও টীকা ইংরাজিতে।

3 *B. A. Pali Selection*, 2nd Rev. ed., Cal Univ.

সূত্র—অমিতাভ মিত্র,—'শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র', সুবর্ণলেখা, পৃ. ৪৯৮-৯৯॥

২০ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

জন্ম—বান্ধুলী খালকুলা (ফরিদপুর), ৩০ জুলাই ১৮৭০।
মৃত্যু—২৫ এপ্রিল ১৯২০ ॥

ভারতীয় ভাষাবিভাগের সৌভাগ্যে সূচনায় কিছুকাল প্রাকৃত পড়িয়েছিলেন মহা-মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম. এ., পি এইচ. ডি.।

কৌলিক উপাধি আচার্য। পিতা পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর নিবাস ছিল নবদ্বীপে। সতীশচন্দ্রের দুই দাদা বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব ও শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী যশস্বী ॥

সতীশচন্দ্র চৌদ্দ বছর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় (এখনকার ষষ্ঠ শ্রেণী) নদীয়া বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়ে নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি. এ. (সংস্কৃতে অনার্স) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে (বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থানে) উত্তীর্ণ হলেন। পরের বছরই তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পাস করলেন। আট বছর পরে, তিনি পালিতে এম এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেলেন (১৯০১)। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে তিনি প্রথম মানুষ যিনি পালিতে এম. এ.। তাঁর উত্তরপত্রের পরীক্ষক ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ রিজ ডেভিড্‌স্ (Thomas William Rhys Davids, 1843-1922)।

বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রতি বৎসর নগদ ৯০০ টাকার গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার দিচ্ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সতীশচন্দ্র সেই পুরস্কার লাভ করলেন।

উপাচার্য স্যার আশুতোষ মৌলিক গবেষণার পুরস্কার স্বরূপ পি এইচ. ডি. উপাধিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তদনুসারে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম পি এইচ. ডি. লাভ করলেন আবদুল্লা অল্-মামুন সুহ্‌রাবর্দী ও সতীশচন্দ্র ॥

কর্মজীবনের প্রারম্ভে তাঁকে দেখি কৃষ্ণনগর কলেজে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসরের পদে, ১৮৯৩-৯৭। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বাঙলা সরকার কর্তৃক তিনি তিব্বতী ভাষানুবাদক পদে রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাশের (১৮৪৯-১৯১৭) সহকারী নিযুক্ত হলেন। সরকারী অনুগ্রহে তিনি তিব্বত ঘুরে এলেন। শরচ্চন্দ্র এই সময়ে তাঁর *'Tibetan-English Dictionary, with Sanskrit synonyms'* (১৯০২) সংকলনে ব্যস্ত

ছিলেন। অধিকন্তু, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় Buddhist Text and Research Society স্থাপন করেছিলেন।

সতীশচন্দ্র বৌদ্ধ দর্শন ও পালিভাষা শিক্ষার জন্য কলম্বো বিদ্যোদয় কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি কাশীতে বেদ, জৈন দর্শন ইত্যাদিতে পাঠ নিলেন।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে সরকার সতীশচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকপদে মনোনীত করলেন। মার্চ ১৯০২ তিনি বদলি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই সময়ে তিনি ফরাসি ও জার্মান ভাষা শিখেছিলেন। জার্মানে তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন প্রফেসর G. Thibaut. অধ্যক্ষপদে বৃত হয়ে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার সংস্কৃত কলেজে এলেন। আমৃত্যু তিনি সেই পদে ছিলেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি হলেন University Extension Lecturer. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে তিনি একাদিক্রমে তিনবার (১৯০৬, ১৯১১ ও ১৯১৬) সাধারণ সদস্য মনোনীত। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি সংযুক্ত ভাষা-সচিব ছিলেন।

নবদ্বীপ বিদগ্ধ জননী সভার পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে (১৮৯৩) তিনি বিদ্যাভূষণ-উপাধি এবং ভারত সরকার কর্তৃক ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায়-উপাধিতে ভূষিত হন॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. বুদ্ধদেব। জি. সি বসু, ১৯০৪। ১৮/০, ৩০৭ পৃ। [বাঙলা]।

২. সর্বজ্ঞ-মিত্র, কাশ্মীরের ভিক্ষু—স্রগ্ধরা-স্তোত্রম্, সতীশচন্দ্র দ্বারা সম্পাদনা, ভূমিকা ও অনুবাদ। কলিকাতা, এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৮। ১৮/০, ২৭৪ পৃ। [ইংরাজি]।

৩ সিদ্ধসেন দিবাকর (৫ম শতক)—ন্যায়াবতার, সতীশচন্দ্র দ্বারা সটীক সম্পাদনা ও অনুবাদ। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ সোসাইটি, ১৯০৯। ।/০, ৩৬ পৃ। [ইংরাজি]

৪. *A Short history of the mediaeval school of Indian logic.* Cal. Univ., 1909. 210 p.

৫. Prothero, M. and Vidyabhusana, S. C.—*History of India down to the end of Queen Victoria*. London, Macmillan, 1915. viii, 598 p.

৬. *A History of Indian logic : ancient, mediaeval and modern school*. Cal. Univ. 1921. xlii, 648 p. Foreword by Asutosh Mookerji.

৭. বালাবতার, প্রাথমিক পালি ব্যাকরণ, সতীশচন্দ্র ও শমণ পুন্নানন্দ স্বামী দ্বারা সম্পাদনা ও অনুবাদ। ঐ, ১৯৩৫। ১৬৮ পৃ। [ইংরাজি]

৮. আত্মতত্ত্ব প্রকাশ, ১৮৯৭ ॥

সূত্র—নির্মলেন্দু ভৌমিক—'সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ' (সুবর্ণলেখা, পৃ ৪৭২-৭৩) ॥

২১ বাঙলা ভাষাতত্ত্ব

১৯১৯-৪০ খ্রীস্টাব্দ এই কালে বাঙলা ভাষাতত্ত্বের একটি পূর্ণ পত্র (অষ্টম) ছিল। "(It) shall be devoted to Indo-Aryan, or other prescribed branch of philology, in so far as it elucidates the origin and development of Indian Vernaculars."

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যক্রমে বাঙলা ভাষার ঐতিহাসিক ও তৌলনিক ব্যাকরণের জন্য মাত্র অষ্টম পত্রের দ্বিতীয়ার্ধটি নির্দিষ্ট। পঠনীয় গ্রন্থ দুইখানি :

Suniti Kumar Chatterji—*O. D. B. L.*, 2 vols. (1926)

সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত (.৯৩৯)॥

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমে বাঙলা ভাষার ইতিহাস এল দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধে। এখনো সেই ব্যবস্থা চলছে।

১৯৮২ ও ১৯৮৩-র পাঠ্যপুস্তক তালিকা থেকে দেখাই—

দ্বিতীয় পত্র, ২য় অর্ধ ৫০

বাঙলা ভাষার ইতিহাস, ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব।

ভূমিকা—ভাষাবিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্বসমূহ ও ভাষা সংযোগের ফল।

ভাষার ইতিহাস—বিশ্বের মুখ্য ভাষাগোষ্ঠী, ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা ও ভারতীয়-আর্য ভাষার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। ভারতীয় অন্-আর্যভাষাসমূহ। লক্ষণ সহ প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা, মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা, নব্য ভারতীয়-আর্যভাষা। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য, পরিচয় ও বর্গীকরণ। বাঙলার উপর আর্যেতর ভাষার প্রভাব। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন-ধারা, বাঙলার উপভাষা।

ধ্বনিতত্ত্ব—বাগ্‌যন্ত্র, বাঙলা ধ্বনিসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য। ঝোঁক (stress), সুরতরঙ্গ (intonation) ও যতি। বাঙলা শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্যস্বর (ও অক্ষরের) রূপান্তর। বাঙলা ধ্বনি-পরিবর্তনের ধারা।

রূপতত্ত্ব—বাঙলা লিঙ্গ, বচন, নাম-বিভক্তি ও ক্রিয়া-বিভক্তি। বিভক্তি, কারক ও অনুসর্গ। সর্বনাম। শব্দসমূহের ধারাবাহিক রূপান্তরের ইতিবৃত্ত। সংখ্যাবাচক শব্দ। সমাপিকা ক্রিয়ার কাল, ভাব ও বাচ্যের রূপ, কর্মভাববাচ্য। অসমাপিকা ক্রিয়া॥

পঠনীয় গ্রন্থসমূহ :

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—
(ক) *O. D. B. L.*, Vols. 1-3, 1979.
(খ) বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে, ১৯৭৫।
২. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত সর্বশেষ সংস্করণ।
৩. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য—বাগর্থ, ২য় সংস্করণ ১৯৭৮।
৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার—
বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৭৬-৭৯।
৫. দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—
বাঙলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিহাস, ১ম খণ্ড ১৯৭৫।
৬. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য—বাঙলা ভাষা, ১৯৭৬॥

২২ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—মাতুলালয়ে, শিবপুর (হাওড়া)। ২৬ নভেম্বর ১৮৯০।
মৃত্যু—কলিকাতায়, ২৯ মে ১৯৭৭ ॥

প্রপিতামহ ভৈরবচন্দ্র ১৯শ শতকের প্রথম পাদে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় চালতাবাগান পল্লীতে সুকিয়াস স্ট্রীটে ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এবং তাঁর পুত্র হরিদাস বিলাতী সওদাগরী অফিসে কেরানি ছিলেন। বই-পত্রিকার প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল।

হরিদাস-কাত্যায়নীর চার পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে সুনীতিকুমার দ্বিতীয় পুত্র।

তাঁর শিক্ষার সূত্রপাত পাড়ার পাঠশালা এবং উ. ই. বিদ্যালয় ক্যালকাটা একাডেমিতে। কিন্তু অবিচ্ছেদে পড়াশোনা ১৮৯৯ থেকে। তিনি ভর্তি হয়েছিলেন হ্যালিডে স্ট্রীটের (বর্তমানে, চিত্তরঞ্জন আভেনিউ) মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে।

১৯০৩ সালে সহপাঠী প্রভাতকুমার বর্ধনের সৌজন্যে তাঁর পরিচয় হল স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-ব্যাখ্যার সঙ্গে! পরের বছরে আরেক সহপাঠী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র গৌরগোবিন্দ গুপ্ত তাঁর পরিচয় ঘটালেন রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে। সেই বছরেই (১৯০৪) গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের গ্যালারিতে তিনি দেখলেন মধ্যযুগের রাজপুত-কাঙড়া-মোগল শৈলীর এবং অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র। তিনি লিখেছেন—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং চিত্রকলাকে আশ্রয় করে "আমার জীবনে সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার সাধনার বোধহয় সবচেয়ে বড় পথ যেন আমার জন্য খুলে গেল।" —জীবন-কথা, পৃ. ৭৮।

মতি শীলের বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়েই ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ স্থান পেয়ে মাসিক ২০ টাকার প্রথম শ্রেণীর মেধাবৃত্তি লাভ করলেন।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান পেয়ে।

বি. এ. (১৯১১) এবং এম. এ. (১৯১১) পড়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। দুইটি পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। বি. এ.-তে নিয়েছিলেন ইংরাজিতে অনার্স, এবং এম. এ.-তে ইংরাজি, বি-গ্রুপ (অর্থ, বিশেষ চার পত্রে পাঠ্য—প্রাচীন ও মধ্য ইংরাজি, ইংরাজিভাষার ইতিহাস এবং জার্মানিক ভাষাবিদ্যা)।

বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর গবেষণাকে মূল্য দিচ্ছিল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পেলেন। তাঁর নিবন্ধে বাঙলাভাষার ঐতিহাসিক ও তৌলনিক ব্যাকরণের উপর গবেষণার সূত্রপাত হল। বৃত্তির জন্য তাঁর প্রার্থীপদ অনুমোদন করেছিলেন অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিল জুবিলি গবেষণা পুরস্কার। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বাঙলার উপভাষা।

এবার সরকারী স্বীকৃতি। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাংলা সরকার পরিচালিত বৈদিক সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে ইওরোপে ভাষাবিদ্যা অনুশীলনের জন্য দুই বছরের মেধাবৃত্তি দিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে লণ্ডনে পৌঁছলেন। দুই বছর (১৯১৯-২১) তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃত ও ভারতীয়-আর্যভাষার অধ্যাপক এল. ডি. বার্নেটের নির্দেশনায় নিবন্ধ লিখলেন। তার বিষয়—ভারতীয়-আর্য ভাষাতত্ত্ব: বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ। নিবন্ধটির জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাহিত্যাচার্য (Doctor of Literature) উপাধি দিল, ২০ জুলাই ১৯২১।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ড্যানিয়েল জোন্সের অধীনে ধ্বনিতত্ত্বে পাঠ নিয়েছিলেন এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন।

বার্নেট এবং জোন্স ছাড়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেকালে যুক্ত ছিলেন এমন আরো কয়েকজন, ভাষাবিদ্যার নিজস্ব শাখায় দিক্‌পাল অধ্যাপকের পাঠনা সুনীতিকুমার শুনেছিলেন—ডেনিসন রস (ফারসি), এফ. ডব্লিউ. টমাস (ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাতত্ত্ব), আর. ডব্লিউ. চেম্বার্স (প্রাচীন ইংরাজি), ই. এইচ. জি. গ্র্যাটান (গথিক) এবং রবিন ফ্লাউঅ্যার (প্রাচীন আইরিশ)।

মেধাবৃত্তির সময়সীমা তিনি আরো এক বছর বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। উপাধি পাবার পর তিনি ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় মাস (আগস্ট ১৯২১—এপ্রিল ১৯২২) ছাত্ররূপে কাটালেন। সেখানে তিনি শিষ্যত্ব অথবা স্নেহ-সান্নিধ্য পেয়েছিলেন পাঁচজন অধ্যাপকের—আঁতোয়ান মেইয়ে (ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাতত্ত্ব), জুল ব্লক (সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয়-আর্য ভাষাতত্ত্ব); এবং সিলভ্যাঁ লেভি, পোল পেলিয়ো ও জঁ। প্‌শিলুস্কি।

পাঠ নিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত উপাধির জন্য কালহরণ না করে ইটালি, গ্রীস ও জার্মানি ভ্রমণ করে দেশে ফিরলেন (নভেম্বর)।

তাঁর অধ্যাপনা : প্রথম চাকরি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে ইংরাজির উপাধ্যায়-পদে, ১৯১৩—জানুআরি ১৯১৪। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদে, ১৯১৪—১৯১৯। তার সঙ্গে একযোগে, তৌলনিক ভাষাবিদ্যা বিভাগে (১৯১৭) ও ভারতীয় ভাষাবিভাগে (১৯১৯) খণ্ডকাল উপাধ্যায়ের পদে।

তিন বছর (১৯১৯—২২) অধ্যয়নার্থে ও ভ্রমণে তাঁর ইওরোপে বাস। ১৯২২ থেকে দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি তৌলনিক ভাষাবিদ্যা বিভাগে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের প্রথম খয়রা অধ্যাপক। বিভাগটি গৌরবান্বিত হয়েছিল, এককালে দুজন প্রফেসর শিক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন। তৌলনিক ভাষাবিদ্যার ইউনিভার্সিটি প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন (১৯১৭—৩০) ডক্টর আই. জে এস. তারাপুরওয়ালা। তাঁর অবসর গ্রহণের পর বিভাগীয় প্রধান হলেন খয়রা অধ্যাপক সুনীতিকুমার। তিনি ক্লাস নিতেন আরো যে-সমস্ত বিভাগে—সংস্কৃত, পালি, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ (অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, বাঙলা, হিন্দী ইঃ), ইংরাজি, ফরাসি, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করলে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তৌলনিক ভাষাবিদ্যার এমেরিটাস অধ্যাপকপদে বরণ করেছিল। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক তাঁকে দিল জাতীয় অধ্যাপকপদ (মানবিকী বিদ্যা)। সেই পদবলে তাঁর আস্তানা হল বেলভেডিয়ারে জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্যাম্পাসে স্বতন্ত্র কক্ষে। উপর্যুক্ত দুই অধ্যাপকপদে তিনি আমৃত্যু ছিলেন॥

১৯৫২-৬৫ খ্রীস্টাব্দ এই তেরো বছর তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ্ (Legislative Council)। পরপর তিনবার (১৯৫২, ১৯৫৬ ও ১৯৬২) তিনি পরিষদের সদস্য ও সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ-পদের মর্যাদা রাজ্যপালের মর্যাদার চেয়ে দুই ধাপ নিচে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মর্যাদার পরেই। তিনি নির্দল প্রার্থীরূপে পঃ বঙ্গ স্নাতক (দক্ষিণ) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হতেন।

তৃতীয় বারের সদস্যপদ ত্যাগ করে ৮ ফেব্রুআরি ১৯৬৫ তিনি জাতীয় অধ্যাপকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন॥

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে সরকারী ভাষা কমিশনের সদস্য (জুন ১৯৫৫) এবং সংস্কৃত কমিশনের সভাপতি (১৯৫৬) মনোনীত করেছিলেন॥

তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-

মন্ত্রক ও ভারতের প্রতিনিধিরূপে, অথবা স্বীয় ব্যক্তিগত অধিকারে তিনি স্বদেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে যোগ দিয়ে বর-মাল্য নিয়ে ফিরেছেন।

প্রাপ্ত উপাধিগুলির মধ্যে তিনি নিজে বিশেষ মূল্য দিতেন তিনটিকে—রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষাচার্য উপাধি (উৎসর্গপত্র, 'বাংলা ভাষা-পরিচয়', ১৯৩৮), প্রয়াগ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন প্রদত্ত সাহিত্য-বাচস্পতি উপাধি (১৯৪৮) এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত পদ্মবিভূষণ উপাধি (১৯৬৩)॥

গ্রন্থপঞ্জি

রচিত

১. *The Origin and development of the Bengali language.* Cal. Univ., 1926. 2 parts. xci, 1179 p.
Foreword by G. A. Grierson.
Part III. London, Allen & Unwin, 1972 123 p.
[আমরা এই বইতে O.D.B.L. রূপে উল্লেখ করেছি।]

২. *Bengali self-taught by the natural method, with phonetic pronunciation.* London, Marlborough, 1927. xii, 192 p.

৩. *A Bengali phonetic reader.* London Univ., 1928. 134 p.

৪. বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। কলি. বিশ্ব., সেপ্টেম্বর ১৯২৯। ৸০, ৮১ পৃ।
সূচী—বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা; বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব্দ-সংকলন॥

৫. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। মিত্র ও ঘোষ, বৈশাখ ১৩৪৫। ১৬৫ পৃ।
সূচী—নাম-প্রবন্ধ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বৃহত্তর বঙ্গ, কাশী, আমাদের সামাজিক প্রগতি, ভিক্ষুক, পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি॥

৬. পশ্চিমের যাত্রী। গুরুদাস, ১৩৪৫ ব। ১৮০ পৃ। সচিত্র।
১৯৩৫ সালে ইওরোপ ভ্রমণের বিবরণ॥

৭. ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলি. বিশ্ব., ১৯৩৯।

৮. দ্বীপময় ভারত। বুক কোং, সেপ্টেম্বর ১৯৪০। ঝ, ৩৬৯ পৃ। সচিত্র।
—২য় সংস্করণে নাম 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'। প্রকাশ-ভবন, ১৯৬৪। ১৭, ৬৭৭ পৃ। সচিত্র॥

৯. *Indo-Aryan and Hindi.* Ahmedabad, Gujarat Vernacular Society, 1942. xiii, 258 p.

১০. *Languages and the linguistic problems.* London, O. U. P., 1943. 32 p.

১১. বৈদেশিকী। বেঙ্গল, আশ্বিন ১৩৫০। ১৯৭ পৃ।
সূচী—দের্‌দ্রিউ, ব্রুনহিল্ড্‌, চীনা দেবকাহিনী, রাজা কেসর, ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ, য়োরুবা-জাতির সংস্কৃতি ও ধর্ম, মেক্সিকোর নব-চেতনা, 'আরব্য-রজনী'॥

১২. *The national flag.* Mitra & Ghosh, 1944. vi, 156 p.

১৩. ভারত-সংস্কৃতি। গুপ্ত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১। ১৩৮ পৃ।
সূচী—হিন্দু সভ্যতার পত্তন, এশিয়াখণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব, দ্রাবিড়, হিন্দুধর্মের স্বরূপ, হিন্দু আদর্শ ও বিশ্বমানব, ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারত, ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ বিহার, হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে?
—২য় সংস্করণ। মিত্র ও ঘোষ, ভূমিকা চৈত্র সংক্রান্তি ১৩৬৪। ২০৮ পৃ।
সূচী—১ম সংস্করণের ৮টি এবং 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'-এর 'ভিক্ষুক' বাদে বাকি ৬টি, মোট ১৪টি প্রবন্ধ॥

১৪. ইউরোপ ১৯৩৮। মিত্রালয়, ১৩৫১ ব. ও ১৩৫২ ব. দুই খণ্ড॥

১৫. ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা। বিশ্বভারতী, ৭ পৌষ ১৩৫১। ১৭৮ পৃ।

১৬. রাজস্থানী ভাষা। উদয়পুর, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যাপীঠ, ১৯৪৯। [হিন্দী]

১৭. *Kirata-Jana-Kṛti—the Indo-Mongoloids: their contribution to the history and culture of India.* Calcutta, Asiatic Society, 1951. vii, 94 p.

১৮. *Scientific and technical terms in Modern Indian Languages.* Vidyoday, 1953. 48 p.

১৯. *The Place of Assam in the history and civilization of India.* Gauhati Univ., 1955. 83 p.

২০. ভারত মেঁ আর্য ঔর অনার্য। ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ শাসন সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৯। [হিন্দী]

২১. *Africanism : the African personality*. *Bengal* Pub., 1960. xii, 220 p. Foreword by Sarvepalli Radhakrishnan.

২২. সাংস্কৃতিকী, ১ম খণ্ড। বাক্-সাহিত্য, চৈত্র ১৩৬৮।
স্চী—সংস্কৃতি, যবদ্বীপের মহাভারত, রামায়ণ, কুরল্, কোলজাতির সংস্কৃতি, তাও, স্ফী অনুভূতি ও দর্শন, অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত, দরাপ খাঁ গাজী, মণিপুর-পুরাণ, শিল্পকলা, রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' ॥

২৩. সাংস্কৃতিকী, ২য় খণ্ড। ঐ, কার্তিক ১৩৭২।
স্চী—অভিভাষণ, বৃহত্তর বঙ্গ, পশ্চিম-আফ্রিকার সংস্কৃতি ও ধর্ম, শ্রীজয়দেব কবি, 'সদুক্তিকর্ণামৃত', এশিয়াখণ্ডে সংস্কৃত ভাষা, ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ, অহমরাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ, ঋগবেদ, শঠকোপ-কৃত 'সহস্র-গীতি', ভারতে রোমক লিপি ॥

২৪. সাংস্কৃতিকী, ৩য় খণ্ড। সংকলন ও সম্পাদনা—অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। আনন্দ, ২৬ নভেম্বর ১৯৮২।
স্চী—আর্য অনার্য, ভারত-সভ্যতার দিগ্বিজয়ের কথা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা, ভারতবর্ষ ও হিন্দু যুবকের কর্তব্য, ভারত-ব্রহ্ম: বাঙ্গালীর সাহিত্য সংস্কৃতি: প্রবাসী বাঙ্গালীর সমস্যা, জাতীয় জীবন গঠনে সাহিত্যের স্থান, আসামের সমস্যা: বাঙ্গালা সাহিত্য, বোডো জাতি, শিক্ষা-সংকট, ভারতীয় পরিভাষা, ভাষা-সংকট: জাতীয় সংকট: শিল্প সাহিত্য, বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ॥

২৫. *Indianism and the Indian synthesis*. Cal. Univ., 1962. xviii, 208 p.

২৬. পথ-চল্‌তি, ১ম খণ্ড। গ্রন্থ প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৯।
স্চী—আমার ছেলেবেলার কথা, শৈশব-স্মৃতি, হেডপণ্ডিতমশায়, লণ্ডনে আমাদের দুর্গোৎসব, ভ্রমণ-প্রসঙ্গ, আমার নিগ্রো বন্ধুরা, বিমানযোগে প্যারিস, আমেরিকা-যাত্রা, আমেরিকায় প্রবাসের কথা, মেক্সিকো-যাত্রা, ভিক্ষুক, গাড়োয়ান, কাবুলীওয়ালা সহযাত্রী ॥

২৭. পথ-চল্‌তি, ২য় খণ্ড। ঐ, আষাঢ় ১৩৭১।

সূচী—মানি-কাকা, পত্র (গ্রীস, ৭ জুন ১৯২২), ছাড়পত্রের কাছারি, দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ে, লণ্ডন ও প্যারিসের রঙ্গমঞ্চ, উড়ো কথা, শরৎ-প্রসঙ্গ, ছবি-আঁকা, নমাজী, মোঙ্গোলিয়ার 'স্তেপ' বা তৃণপ্রান্তরে, জাপানে, জাপানে—রেলগাড়িতে, 'এইরে' বা আয়র্ল্যাণ্ড—ডাব্‌লিনে তিন দিন, আরব মহানগরী, পেনাঙের পথে ॥

২৮. *Languages and literatures of Modern India.* Prakash Bhavan, April 1963. xxviii, 380, xxi p. illus. Foreword by C. P. Ramaswami Aiyar.

২৯. *Dravidian.* Annamalainagar, Annamalai Univ., 1965.

৩০. *Rabindranath Tagore.* Aurangabad, Marathwada Univ., 1965.

৩১. *The people, language and culture of Orissa.* Bhubaneshwar, Orissa Sahitya Akademi, 1966.

৩২. *Religious and cultural integration of India* : Atombapu Sarma of Manipur. Imphal, Atombapu Research Centre, 1967. [8], 76 p.

৩৩. *Phonetics in the study of classical languages in the East.* Bangalore Univ., 1967. 32 p.

৩৪. *Guru Gobind Singh.* Chandigarh, Panjab Univ., 1967. 40 p.

৩৫. *Balts and Aryan : in their Indo-European background.* Simla, Indian Institute of Advanced Study, 1968. 200 p.

৩৬. *India and Ethiopia* : from the 7th cent. B. C. Calcutta, Asiatic Society, 1968. ix, 80 p.

৩৭. *World literature and Tagore.* Visva-Bharati, 1971.

৩৮. *Iranianism : Iranian culture and its impact on the world from Achaemenian times.* Calcutta, Asiatic Society, 1972.

৩৯. মনীষী স্মরণে। জিজ্ঞাসা, মার্চ, ১৯৭২। ২৫২ পৃ। ১৩৩৩—৭৭ বঙ্গাব্দে পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ।

স্মৃত—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, সতীশ রায়, বিবেকানন্দ, হরিচরণ, বলেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রাজশেখর, শহীদুল্লাহ্, শিশির ভাদুড়ী, প্রবোধ বাগচী, বিভূতিভূষণ ও রবীন্দ্র মৈত্র ॥

৪০. *Jayadeva.* New Delhi, Sahitya Akademi, 1973. 67 p.

৪১ *India : a polyglot nation, and ils linguistic problems vis-a-vis national integration.* Bombay, Mahatma Gandhi Memorial Research Centre, 1974.

৪২. বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে। জিজ্ঞাসা, ২৪ মে ১৯৭৫। ৩৮৮ পৃ। ১৩২৩—৭৯ বঙ্গাব্দে রচিত ও পূর্ব-প্রকাশিত আটাশটি প্রবন্ধ ॥

৪৩ *A shortened Arya Hindu Vedic wedding and initiation ritual.* Jijnasa, July 1976.

৪৪. *The Ramayana : its character, genesis, history, expansion and exodus : a Résume.* Prajna, 29 May 1979.

৪৫. জীবন-কথা [অসম্পূর্ণ]। সংকলন ও সম্পাদনা—অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। জিজ্ঞাসা, ২৬ নভেম্বর ১৯৭৯। ২৮৪ পৃ। সচিত্র। পরিশিষ্টে পাঁচটি বাঙলা এবং তিনটি ইংরাজী পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-জীবনদেবতা (অসম্পূর্ণ), তিনটি পত্র, সুনীতিকুমারের অঙ্কিত চিত্র, গ্রন্থপঞ্জি ও জীবনপঞ্জি ॥

৪৬. *New and modern Indian literatures and the romances of Medieval Bengal (Gauḍa-Vaṅga-ramyakathā).* Calcutta, Asiatic Society.

৪৭. *On the development of Middle Indo-Aryan.* Sanskrit College, 1983. xii, 120 p.

সম্পাদিত

৪৮. মানোএল্ দা আস্সুম্প্‌সাম্ (১৮শ শতক)—বাঙ্গালা ব্যাকরণ। সম্পাদনা ও অনুবাদ—সুনীতিকুমার ও প্রিয়রঞ্জন সেন। কলি, বিশ্ব., ১৯৩১। সুনীতিকুমার স্বাক্ষরিত 'প্রবেশক', ৴০-২॥০ পৃ।

৪৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)—হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা। সম্পাদক —নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার। ব. সা. প., ১৩৩৮ ব. ও ১৩৩৯ ব. দুই খণ্ড ॥

৫০. চণ্ডীদাস (কাল অনির্ণীত)—চণ্ডীদাস-পদাবলী, প্রথম খণ্ড। সম্পাদক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার। ঐ, আশ্বিন ১৩৪১। ৬৵০, ৩০৮ পৃ। বড়ু চণ্ডীদাসের ৩০টি, চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত ১২৫টি ও দীন চণ্ডীদাসের ৬৩টি, মোট ২১৮টি পদ ॥

৫১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)—বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী। সম্পাদক—সুনীতিকুমার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। মেদিনীপুর, বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতি, ফাল্গুন ১৩৪৪, ফাল্গুন ১৩৪৫ ও ১৩৪৬ ব. তিন খণ্ড ॥

৫২. চরিত্র-সংগ্রহ। সংকলন ও সম্পাদনা—সুনীতিকুমার। মিত্র ও ঘোষ, ১৩০৭ ব. বাঙলা চরিত-সাহিত্য ও আত্মচরিত-সাহিত্য থেকে ॥

৫৩. জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর, কবি শেখরাচার্য (আনু. ১২৮০-আনু. ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দ) —বর্ণরত্নাকর, সুনীতিকুমার ও বাবুয়া মিশ্র সম্পাদিত। কলিকাতা, এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৪০। জ্যোতিরীশ্বর মৈথিলী ভাষার আদিতম লেখক ॥

৫৪. দামোদর পণ্ডিত (১২শ শতকের প্রথমার্ধ)—উক্তি-ব্যক্তি-প্রকরণ। সম্পাদনা—মুনি শ্রীজিনবিজয়জী। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা—সুনীতি-কুমার। বোম্বাই, ভারতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৫৩। কোসলী বা অবধীতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নমুনা ॥

৫৪. ভারতের ভাষা-সঙ্কট। ইস্টার্ন ট্রেডিং. ১৯৫৭। ৯২ পৃ। সূচী—সরকারী ভাষা-কমিশনের রিপোর্টের সার, সুনীতিকুমারের প্রতিবেদন, পি. সুব্বারায়ণের পৃথক অভিমত (নির্বাচিত অংশ) ॥

৫৬. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)—রামেন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ। নির্বাচন ও সম্পাদনা—সুনীতিকুমার ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। ব. সা. প., চৈত্র ১৩৭১। ভূমিকা : ।/০-৸০ পৃ। রামেন্দ্রসুন্দরের উপর ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও যোগেশচন্দ্র রায় দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ সংকলিত ॥

আমরা বাদ দিয়েছি—তাঁর সম্পাদিত, দুই সম্ভার হরপ্রসাদ-রচনাবলী (সিরিজ অসম্পূর্ণ) ; কলি. বিশ্ব. দ্বারা প্রকাশিত দুই ভাগ *MIA Reader*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট্ অফ কালচার দ্বারা প্রকাশিত *The Cultural heritage of India* সিরিজের ১ম ও ৫ম খণ্ড ; প্রণীত সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস (প্রবন্ধগুলি পূর্বপ্রকাশিত) ; ইংরাজিতে সংকলনগুলি (*Select Papers*, 3 Vols. etc.) ; হিন্দী-উর্দু-গুজরাটীতে অনুবাদ ; বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকগুলি (যথা, রেবতীরঞ্জন সিংহের সহযোগিতায় হিন্দী পাঠমালা এবং হিন্দী ব্যাকরণ প্রবেশিকা) ; এবং স্ত্রীর প্রয়াণে লিখিত, মুদ্রিত ও বিতরিত '*In memoriam ; Kamala Devi* (*1900-1964*).

সূত্র—*Suniti Kumar Chatterji : the scholar and the man* (1970).

২৩ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

জন্ম—পেয়ারা (বসিরহাট মহকুমা, ২৪ পরগণা), ১০ জুলাই ১৮৮৫।
মৃত্যু—ঢাকা, ১৩ জুলাই ১৯৬৯॥

মাতা হুরুন্নেসা। পিতা মুন্‌সি মফিজুদ্দিন আহমদ্ ছিলেন হাওড়া রেজিস্ট্রেশন অফিসে কর্মী। তাঁদের সাত সন্তানের মধ্যে শহীদুল্লাহ্‌ ছিলেন ষষ্ঠ।

হাওড়া জিলা স্কুল থেকে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। বিদ্যালয়ে ইংরাজি, বাঙলা ও সংস্কৃত, এবং গৃহে অল্পস্বল্প ওড়িয়া, উর্দু ফারসী ও হিন্দী শিখেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত নিয়ে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিছুকাল বি. এ. পড়েছিলেন হুগলি কলেজে। সেখানকার অধ্যক্ষ তখন ভাষা-প্রতিভা হরিনাথ দে। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মদের সিটি কলেজ থেকে তিনি সংস্কৃতে অনার্স সহ দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বেদের পত্রে তাঁরই ছিল সর্বোচ্চ নম্বর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে অনর্সপ্রাপ্ত তিনিই প্রথম মুসলমান ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম. এ. পডছিলেন, কিন্তু ভর্তির পর তৃতীয় মাসে বেদের অধ্যাপকপদে সত্যব্রত সামশ্রমী এসে গোল বাধালেন। মুসলমানকে তিনি বেদ পড়াতে অস্বীকার করলেন।

সামশ্রমী বৈদিক পণ্ডিত ও বেদ-প্রচারক রূপে বহুমানী ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি প্রমাণ করেছিলেন, বৈদিক মতে বাল্যবিবাহ গর্হিত, এবং নারীর বেদাধ্যয়ন তিনি সমর্থন করেছিলেন। ঘটনার সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি এবং তাঁর মৃত্যু (১ জুন ১৯১১) ছিল অদূরবর্তী।

উপাচার্য স্যার আশুতোষ এই সময়ে বিপুল অধ্যবসায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলছিলেন। শহীদুল্লাহের জন্য তিনি বিকল্প ব্যবস্থা করলেন। ১৯১০ সাল থেকেই তৌলনিক ভাষাবিদ্যা বিষয়টি এম. এ. পরীক্ষার জন্য অন্যতম বিষয় ছিল। উপাধ্যায় পদে প্রথমে নাম ছিল হরিনাথ দের। তিনি ১৪মে ১৯১০ ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং তাঁর স্থলে এসেছিলেন সিদ্ধকাম অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ (রবি) দত্ত। বিভাগে প্রথম ছাত্র শহীদুল্লাহ্‌। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তৌলনিক ভাষাবিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পাস করলেন।

দুই বছর পরে (১৯১৪) তিনি আইনের স্নাতক (B. L.) হলেন॥

তারপর এক বছর সুদূর চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড উ. ই. বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষকতা করলেন। মার্চ ১৯১৫-তে সে-চাকরি ছেড়ে তিনি বসিরহাট আদালতে ওকালতি শুরু করলেন। কয়েক বছর কাটলো।

সেই আদালতেই দৈবাৎ একদিন স্যার আশুতোষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো। বিচারপতি আশুতোষ হাইকোর্টের পক্ষ থেকে মহকুমা আদালত পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি শহীদুল্লাহের মনোবেদনা বুঝলেন।

১ জুন ১৯১৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই বিভাগের অধীনে এবং সেই তারিখ থেকেই শহীদুল্লাহ মাসিক ২০০ টাকা বেতনে শরৎকুমার লাহিড়ী সহকারী গবেষক নিযুক্ত হলেন। গবেষণার বিষয়—বাঙলা ভাষাতত্ত্ব।

অনুমান করি, বিভাগের প্রথম দুই বর্ষভাগ (১৯১৯-২০ এবং ১৯২০-২১)-এ তিনি বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ক্লাস নিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি অধিক দিন কলিকাতায় স্থায়ী হলেন না। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। তার সংস্কৃত-বঙ্গ যুক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ২ জুন ১৯২১ শহীদুল্লাহ্ মাসিক চারিশত টাকা বেতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে সভাসমিতির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রীর পূর্বপরিচয় ছিল। ঢাকায় তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্য, বিশেষত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পড়াতেন॥

ভাষাবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা তিনি নিয়েছিলেন ফ্রান্স ও জার্মানিতে (১৯২৬-২৮)। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর গবেষণাকেন্দ্র সরবন্-এ তিনি বৈদিক ভাষা, প্রাচীন ফারসী, তিব্বতী এবং তৌলনিক ভাষাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তাঁর গবেষণা ছিল বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্য নিয়ে। প্যারিস বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম **Tris Honourable** সহ ডি. লিট. উপাধি পেলেন। তিনি ধ্বনিতত্ত্ব পড়েছিলেন প্যারিসেরই **Archive de la Parole**-এ এবং ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন। জার্মানির ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা পড়েছিলেন॥

বিদেশী উপাধি নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পরেও কিন্তু তাঁর পদোন্নতি হল না। সেকালে বিভাগে রীডারপদ ছিল না। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে পৃথক সংস্কৃত ও বঙ্গ-বিভাগ গঠিত হল। সংস্কৃত-বিভাগের সুশীলকুমার দে এবং বঙ্গ-বিভাগের শহীদুল্লাহ্ হলেন অধ্যক্ষ ও রীডার। সে-দফায় তাঁর কার্যকাল শেষ ৩০ জুন ১৯৪৪।

চার বছর তিনি বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ রইলেন।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-বিভাগে বিশেষ অধ্যাপকপদে তিনি বৃত। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত ও বঙ্গ-বিভাগ আবার যুক্ত হল। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি হলেন সেই যুক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রফেসর। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফরাসীভাষার খণ্ডকাল উপাধ্যায়; পরে, ফ্যাকাল্‌টি অফ আর্টস-এর ডীন হলেন। প্রথমে বঙ্গ-বিভাগ থেকে (১৫ নভেম্বর ১৯৫৪), তারপর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫) তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে। সেখানকার সংস্কৃত-বঙ্গ যুক্তবিভাগের তিনি অধ্যক্ষ এবং আর্টস্ ফ্যাকল্টির ডীন তিন বছর, ১৯৫৫-৫৮।

তারপর, একবছর (১৯৫৯-৬০) করাচীতে। সেখানে তিনি উর্দু উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক এবং উর্দু অভিধানের অন্যতম সম্পাদক পদে।

১৯৬০-৬৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কর্মক্ষেত্র ঢাকার বাঙলা একাডেমি। প্রথমে 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান', পরে 'ইসলামী বিশ্বকোষ' সংকলনের কর্ম।

১ এপ্রিল ১৯৬৭ থেকে আমৃত্যু তিনি মাসিক ৫০০ টাকা ভাতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন॥

সম্পাদক, সহ-সম্পাদক বা পরিচালক রূপে তাঁর নাম যুক্ত এই পত্রিকাগুলির সঙ্গে—

১. আল্‌-এসলাম, বৈশাখ ১৩২৩—। সহ-সম্পাদক।
২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), কলিকাতা, বৈশাখ ১৩২৫—যুগ্ম-সম্পা.
৩. আঙুর (মাসিক), কলিকাতা, বৈশাখ ১৩২৭—। সম্পা.
৪. The Peace (Mly.), Dacca, August 1922.
৫. বঙ্গভূমি (মাসিক), আষাঢ় ১৩৪৪—। পরিচালক।
৬. তকবীর (পাক্ষিক). ১০ অক্টোবর ১৯৪৭—। সম্পা.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগের কথা 'সুবর্ণলেখা'-য় লিখেছেন তাঁর ছাত্র ৺অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। শহীদুল্লাহ্ প্রায় আজীবন এখানকার বাঙলা ও তৌলনিক ভাষাবিদ্যা এই দুইটি বিষয়ে গবেষণাপত্রের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন।

তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণা বরাবর যথাস্থানে পৌঁছেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যখন ভারতের আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণ বন্ধ তখনও। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ সতীশ-চন্দ্র ঘোষের ব্যবস্থাপনা ও এই ছাত্রের মধ্যবর্তিতায়॥

গ্রন্থপঞ্জি

(অন্যরূপ উল্লেখ না থাকলে, প্রকাশস্থল—ঢাকা)

১. *Les chants mystiques de Kahna et de Saraha.* Paris, 1928.

২. সিন্দবাদ সওদাগরের গল্প।

৩. ভাষা ও সাহিত্য। ঢাকা লাইব্রেরী, ১৯৩১। [।০], ১২৭ পৃ।

৪. রকমারী। প্রভিন্সিয়েল লাইব্রেরি, ১৯৩২।

৫. বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ঐ, ১৯৩৬।

৬. দীওয়ান-ই-হাফিয। ঐ, ১৯৩৮।

৭. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা। ঐ, ১৯৩৯। ৪৪ পৃ।

৮. অমিয়বাণী-শতক। ১৯৪২।

৯. রুবাইয়্যাত-ই উমর খয়্যাম। প্রভিন্সিয়েল লাইব্রেরি, ১৯৪২। ১৫১টি রুবাইয়্যাত॥

১০. শিক্ওআহ্ ও জওআব্-ই-শিক্ওআহ্। ঐ, ১৯৪২। মূল—মুহম্মদ ইক্বাল॥

১১ ইক্বাল। রেনেসাঁস, ১৯৪৫।

১২. *Essays on Islam.* Bogra, 1945. 118 p.

১৩. *Hundred sayings of the Holy Prophet.* 1945. Translations with Arabic text.

১৪. মহাবাণী।

১৫. বাইঅতনামা। রেনেসাঁস, ১৯৪৮।

১৬. আমাদের সমস্যা। ঐ, ১৯৪৯। ৮৪ পৃ।

১৭. পদ্মাবতী। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৪৯। ৪০,২৮৬ পৃ। মূল—আলাওল॥

১৮. ছোটদের দীনিয়াত শিক্ষা। আদিল ব্রাদার্স।

১৯. চরিতকথা, ১ম ও ২য় ভাগ।

২০. জ্ঞানের কথা।

২১. গল্পসঞ্চয়ন। প্যারাডাইস লাইব্রেরি, ১৯৫৩। ২৩৬ পৃ। সৈয়দ আলী আহসানের সহযোগে সম্পাদিত ১৬টি গল্প॥

২২. বাংলা সাহিত্যের কথা, দুই খণ্ড। রেনেসাঁস, ১৯৫৩ ও ১৯৬৫।

২৩. বিদ্যাপতি শতক। ঐ, ১৯৫৪। [৯২] পৃ।

২৪. বাংলা আদব কী-তারিখ। ঢাকা বিশ্ব, ১৯৫৭। ১৭৯ পৃ। বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, ১ম খণ্ড (প্রাচীন ও মধ্য যুগ)। উর্দুতে মৌলভী আবদুর রহমান বেখুদ দ্বারা ভাষান্তরিত॥ [উর্দু]

২৫. ছোটদের নবী কথা। প্রভিন্সিয়েল লাইব্রেরি, ১৯৫৯। ১৯ জন নবীর চরিত কথা॥

২৬. বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। ঢাকা বিশ্ব, ১৯৫৯।

২৭. *Buddhist mystic songs (oldest Bengali and other eastern vernaculars)*. Karachi Univ., 1960.

২৮. কথামঞ্জরী।

২৯. নীতিকথা।

৩০. শেষ নবীর সন্ধানে। রেনেসাঁস, ১৯৬১। [১২৫] পৃ।

৩১. মুহর্রম শরীফ। আঞ্জুমানে ইশ'আতে ইসলাম, ১৯৬২।

৩২. ছোটদের রসূলুল্লাহ্ (দঃ)। রেনেসাঁস, ১৯৬২। ৪, ৮০ পৃ।

৩৩. ইস্লাম প্রসঙ্গ। ঐ, ১৯৬৩। ১৪৩ পৃ।

৩৪. রোযাহ্, ঈদ ও ফিতরাঃ। আঞ্জুমানে ইশ'আতে ইসলাম, ১৯৬৩।

৩৫. অমর কাব্য। রেনেসাঁস, ১৯৬৩। ১৬, ৬৪ পৃ। কসীদতুল বুর্দঃ এবং বানত-সু'আদ দুইটি আরবী কাব্যের গদ্যানুবাদ॥

৩৬. ***Traditional culture in East Pakistan.*** Dacca Univ., 1963. [26], 163 p. Sponsored by UNESCO. Co-author – Prof. Muhammad Abdul Hai.

৩৭. পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। বাঙলা একাডেমি, ১৩৭২ ব. ও ১৩৭৫ ব. তিন খণ্ড॥

৩৮. কুর্আন প্রসঙ্গ। রেনেসাঁস, ১৯৭০। [৮], ১৪৩ পৃ। ভূমিকা—আলহাজ্জ বেলায়েৎ হোসেন॥

৩৯. *Pearls from the Holy Prophet*. Do, 1970. 120 p.

৪০. *Tales from Quran*. Do, 1970. 31 p.

৪১. নবী করীম হয্রত মুহম্মদ (দঃ)। ঐ, ১৯৭৫। ১৮৭ পৃ।

৪২. সেকালের রূপকথা। ঐ।

৪৩. কুর্আন শরীফ। ঐ।

৪৪. উর্দু অভিধান। করাচী, উর্দু উন্নয়ন বোর্ড।

৪৫. বুখারী শরীফ। বাঙলা একাডেমি।

৪৭. ইসলামী বিশ্বকোষ। ঐ।

আমরা বাদ দিয়েছি—একটি ধর্মগ্রন্থ (আমাদের আকরগ্রন্থের ২৮নং বইটি), ১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি (প্রাগুক্ত গ্রন্থের ১৯ নং বইটি) এবং ২৩টি বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ ॥

সূত্র—১। আজহারউদ্দীন খান্—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৮১)।

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য—'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' (সুবর্ণলেখা, পৃ ৪৮৬-৯২)॥

২৪ হেমন্তকুমার সরকার

জন্ম—১৭ নভেম্বর ১৮৯৬।

মৃত্যু—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ২৬ নভেম্বর ১৯৫২॥

পুরো পদবী দে সরকার। পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল জেলা বর্ধমান, মহকুমা কাটোয়া, থানা মঙ্গলকোট, গ্রাম চিত্রপুরে। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে, সম্ভবত ১৮শ শতকের প্রথমার্ধে তাঁরা এসে জিলা নদীয়া, থানা শান্তিপুর, গ্রাম বাগআঁচড়ায় বসতি স্থাপন করেন।

হেমন্তকুমারের পিতা মদনমোহন সরকার (১৮৫০-১৯১০)। নিবাস কৃষ্ণনগর, পেশায় আবগারি ভেণ্ডার এবং চাষী গৃহস্থ। মাতা নীরদবরণী সরকার (মিত্র)। তাঁদের ছয় পুত্র ও দুই কন্যা। হেমন্তকুমার চতুর্থ সন্তান।

তাঁর শিক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। তখন তিনি ম্যাট্রিক ক্লাসে, কটকে শারদীয় সপ্তমীর দিন (১৯১২) তাঁর সঙ্গে কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসুর (পরবর্তীকালে নেতাজী) আলাপ হল। পরিচয় ঘটিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রাক্তন, এখন হেমন্তকুমারের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাশ। আচার্য দাশ কটক থেকে কৃষ্ণনগরে বদলি হয়েছিলেন।

স্কুলের ছাত্র হেমন্তকুমারের সঙ্গে কলিকাতার ৩নং মির্জাপুর স্ট্রীটের এক রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতির যোগাযোগ ছিল। সে-দলের প্রকাশ্যে লক্ষ্য—ধর্মজীবন ও সমাজ-সেবা। দলপতি—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তী কালে ডাক্তার।

বারো বছর (১৯১২-২৪) হেমন্তকুমার ও সুভাষচন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারত পথিক' (সিগনেট, ১৯৪৮)-এ লিখেছেন "প্রথম রাজনৈতিক প্রেরণা পেয়েছিলাম আমি ১৯১২ সালে আমারই বয়সী একটি ছাত্রের (হেমন্তকুমার সরকারের) কাছ থেকে।"—পৃ। ৫৫

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করার পর দুই বন্ধুর একজন রয়ে গেলেন কৃষ্ণনগরেই, দ্বিতীয় জন কটক থেকে কলিকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন।

১৯১৪-র মে-জুন দুই মাস আধ্যাত্মিক গুরুর সন্ধানে দুই বন্ধু বাড়ি থেকে পালিয়ে আগ্রা-বৃন্দাবন-কাশী-গয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরেছিলেন।

হেমন্তকুমার কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. (১৯১৫) এবং

সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. (১৯১৭) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়মিত ছাত্ররূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি তৌলনিক ভাষাবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাস করলেন। সেই পরীক্ষায় লিখিত দুইটি পত্রের পরিবর্তে তিনি গবেষণা-নিবন্ধ দাখিল করেছিলেন এবং পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন॥

এম. এ. পাস করে হেমন্তকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলেন, উদ্দেশ্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি (P. R. S.) লাভ। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনাও চালাচ্ছিলেন— নিজের তৌলনিক ভাষাবিদ্যা বিভাগে তো বটেই, ভারতীয় ভাষাবিভাগেও। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন ছুটি নিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে কথা হচ্ছিল, হেমন্তকুমার স্টেট কলারশিপ নিয়ে অগ্রজের অনুসরণ করবেন।

আমাদের অনুমান, ভারতীয় ভাষাবিভাগ তার প্রথম দুইটি বর্ষভাগে (১৯১৯-২০ এবং ১৯২০-২১) তাঁকে শিক্ষকরূপে পেয়েছিল।

ইতোমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। হেমন্তকুমার তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নভেম্বর ১৯২১ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। কলিকাতায় ৬ ডিসেম্বর শুরু হল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের আইন অমান্য করে কারাবরণ। হেমন্তকুমারের ছয় মাস কারাদণ্ড হল।

চৌরাচৌরির ঘটনার (৫ ফেব্রুআরি ১৯২২) পর মহাত্মা আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু, আইনসভায় প্রবেশের কর্মসূচী নিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু কংগ্রেসের ভিতরেই স্বরাজ্য দল গড়লেন, ১ জানুআরি ১৯২৩। সেই দলের টিকিটে নির্বাচন জিতে হেমন্তকুমার বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য হলেন (১৯২৩)। পরিষদে তিনি দলের মুখ্য সচেতক (chief whip) ছিলেন, ১৯২৩-২৬।

১ নভেম্বর ১৯২৫ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল The Labour-Swaraj Party of the Indian National Congress (পরে নামান্তর, The Bengal Peasants' and Workers' Party)। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন হেমন্তকুমার ও কাজী নজরুল ইসলাম। ভারতে কম্যুনিস্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এই দলের উল্লেখ আসেই।

১৯২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মধ্যপ্রদেশের দেশীয় রাজ্য দেওয়াসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ইওরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলল। ইংরাজ সরকার ভারতকে সেই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেললেন। মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করলেন, ১৭ অক্টোবর ১৯৪০। বিশ সহস্রের অধিক সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেছিলেন। হেমন্তকুমার সেই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।

কয়েক মাস পরেই, ৮ আগস্ট ১৯৪২, মহাত্মা গান্ধীর ইংরাজদের উদ্দেশে ঘোষণা শোনা গেল 'ভারত ছাড়ো'। একাধিক যুদ্ধের সৈনিক হেমন্তকুমার এই আগস্ট আন্দোলনে নিষ্ক্রিয় রইলেন। তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছিল॥

তাঁর সমাজসেবা। সম্ভবত ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ বা তার আগেই তিনি কৃষ্ণনগরে শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঝল্ল (=ঝল্লক্ষত্রিয়)-মল্ল (=মল্লক্ষত্রিয়) ছিল—জেলে ও মালোদের নিয়ে সমিতি। আনুমানিক ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাজশাহী পদ্মার চরে বিরাট এক সমাবেশ করান এবং সেবারই ঝল্লমল্ল রূপান্তরিত হয় মৎস্যজীবী সমিতিতে। কাছাকাছি সময়ে তিনি কৃষ্ণনগরে দরিদ্র-ভাণ্ডার, সৎকার-সমিতি ও সাধনা লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লাইব্রেরিটি অদ্যাপি বর্তমান॥

রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়ের দুই প্রধান কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর সখ্যের কথা আমরা ভুলতে পারি না।

নদীয়া জেলা বোর্ডের অধীনে ওভারসিয়ার-পদে নিযুক্ত হয়ে যতীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে ছিলেন, ১৯১৩-২০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন হেমন্তকুমার, ঠিকানা—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলিকাতা॥

১৯২৬ সালে নজরুল এই বন্ধুরই আগ্রহে হুগলি থেকে কৃষ্ণনগরে এসে বাসা করেছিলেন।

তাঁর সাংবাদিকতা। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত এস. এ. ডাঙ্গের 'The Socialist' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন (১৯২২-২৩)।[১] দেশবন্ধুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত (১৪ আশ্বিন ১৩২৮—) সাপ্তাহিক 'বাঙ্গলার কথা'।

১ এইটি ভারতের প্রথম মার্ক্সবাদী পত্রিকা

হেমন্তকুমার ছিলেন সহকারী সম্পাদক। দেশ স্বাধীন হলে, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা, ২২ গিরিবাবু লেন থেকে তিনি প্রকাশ করতেন দৈনিক 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'। কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জাগরণ'-এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ॥

শিল্পপতি হেমন্তকুমার। জানা যায়, সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি ও হিন্দুস্থান জেনারেল ইনস্যুরেন্স অন্তত এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় তিনি ছিলেন ॥

তাঁর পরিবার। তাঁর সহধর্মিণী সুধীরা সরকার বি. এ. (বরিশালের গুহ ঠাকুরতা পরিবারের কন্যা) ছিলেন রত্নগর্ভা। তাঁদের তিন পুত্রের সকলেই কৃতী। জ্যেষ্ঠ মানবেন্দ্র এঞ্জিনিয়ার; দ্বিতীয় পুত্র দীপঙ্কর (১৯৮৩-তে প্রয়াত) পরিসংখ্যানে এম. এ., আই. এ. এস. অফিসার; কনিষ্ঠ পুত্র মনসিজ এডিনবরার এম. আর. সি. পি., মেডিসিনের অধ্যাপক ॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. উল্টো কথা। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, মুখবন্ধ আশ্বিন ১৩২৮। গ, ৮৩ পৃ ॥

২. পষ্ট কথা। ঐ, ১৯২১। গ, ৪৮ পৃ ॥

৩. স্বরাজ কোন্ পথে? ঐ. ১৯২১। খ, ৫৬ পৃ ॥

৪. ছায়াবাজি; গল্প। ঐ, ১৯২১। গ, ৮০ পৃ ॥

৫. বন্দীর ডায়েরী। ঐ, ১৯২২। ছ, ১৩৪ পৃ ॥

৬. সুভাষচন্দ্র। ডি. এম. লাইব্রেরি, ভূমিকা ৪ শ্রাবণ ১৩৩৪। ১৪৪ পৃ ॥

৭. দেশবন্ধু-স্মৃতি। সরকার, ১৯৩১। ছ, ১১৮ পৃ ॥

৮. সহজিয়া বাবা। ১৯৩৪ ॥ [বাজেয়াপ্ত]

৯ যুগশঙ্খ। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৯৩৪ ॥

১০. সুভাষের সঙ্গে বারো বছর (১৯১২-২৪)। সরকার, ১৭ মার্চ ১৯৪৬। ॥০, ১৫২ পৃ। সচিত্র ॥

উপরের ১০ নং বইটির পৃষ্ঠপ্রচ্ছদে লেখকের আরো ১৪টি বইয়ের নাম পাওয়া যায়—

১১. *Revolutionaries of Bengal.* [Suppressed]

১২. *The Intellectual laws of language* (P. R. S. thesis).

১৩. ভাষাতত্ত্ব ও ভাষার ইতিহাস।
১৪. ভৈরবীচক্র; উপন্যাস। [বাজেয়াপ্ত]
১৫. ধাপার মাঠ।
১৬. স্বাধীনতার সপ্তসূর্য।
১৭. বিপ্লবের পঞ্চ ঋষি।
১৮. পরদেশী; ৭০০ বিদেশী শব্দের অভিধান। [ছাপা হবে]
১৯. চলার পথে; উপন্যাস। [ঐ]
২০. বাংলার চাষী। [ঐ]

এবং চারখানি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ ॥

সূত্র—তথ্য দিয়েছেন হেমন্তকুমারের জ্যেষ্ঠাগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীগৌরীশঙ্কর সরকার তাঁর পত্রে (কৃষ্ণনগর, ১২।১।১৯৮৭), এবং ডঃ মনসিজ সরকার সাক্ষাতে (কলিকাতা, ৮।৩।১৯৮৭) ॥

২৫ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম—জেলা ২৪ পরগণা, থানা হাবড়া এবং গ্রাম খাঁটুরা, ২৪ এপ্রিল ১৮৬৫।
মৃত্যু—কলিকাতা, ৩০ নভেম্বর ১৯৩৩॥

মাতা জগত্তারিণী দেবী মুরলীধরের মৃত্যুকালেও জীবিতা ছিলেন। পিতা সুখ্যাত কথক ধরণীধর শিরোমণি। কথকতায় তিনি পিতৃব্য রামধন তর্কবাগীশের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মুরলীধরের মাতামহ ভগবানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার খাঁটুরা-অঞ্চলের নামী টোলের প্রতিষ্ঠাতা।

মুরলীধর গ্রামের বাড়িতে থেকে গৃহশিক্ষক ভুবনমোহন বিদ্যালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত, এবং খাঁটুরা ও গোবরডাঙার স্কুলে ইংরাজি শিখেছিলেন।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় এসে পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের গৃহে আশ্রয় পেয়ে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে সেই স্কুল থেকেই প্রবেশিকা, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ, এবং ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. (সংস্কৃতে অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পরের বছর সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষার শীর্ষস্থান অধিকার করে বিদ্যারত্ন-উপাধি লাভ করলেন।

তাঁর সমগ্র কর্মজীবন অতিবাহিত সরকারী মহাবিদ্যালয়ে (যদিও, ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিসে তিনি গৃহীত হননি)। তাঁর প্রথম নিযুক্তি কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে ইংরাজির উপাধ্যায়রূপে (১৮৯১)। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সেই প্রবাসে কাটিয়ে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বদলি হলেন দর্শনের উপাধ্যায়রূপে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে।

সেখানে বি. এ. ক্লাসে দর্শনের তৃতীয় পত্র মেটাফিজিক্স তিনি পড়াতেন। সংস্কৃতের ক্লাসও তিনি নিচ্ছিলেম। কলেজের টোল-বিভাগে মাঘ রচিত কাব্য 'শিশুপালবধ', এবং সংস্কৃত অনার্সে ব্যাকরণ ও কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর ক্লাস।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলেজের সহ-অধ্যক্ষ হলেন। অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর (২৫ এপ্রিল ১৯২০) পর ছয় মাসের জন্য তিনি রইলেন স্থানাপন্ন (Officiating) অধ্যক্ষ। ২৪ অক্টোবর ১৯২০ কলেজ থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের তারিখ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগে—সংস্কৃত (১৯১৭-৩২) এবং

ভারতীয় ভাষাবিভাগে (১৯১৯-৩২) তিনি খণ্ডকাল উপাধ্যায় ছিলেন। সংস্কৃত ক্লাসে তিনি পড়াতেন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', এবং প্রাকৃত।

ভারতীয় ভাষাবিভাগে তিনি প্রাকৃত পড়াতেন। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বিষয়টি পড়ানোর দায়িত্ব তাঁর একার স্কন্ধে ছিল। রাজশেখর রচিত প্রাকৃত নাটক 'কর্পূরমঞ্জরী' তিনি পড়িয়ে দিতেন॥

সমাজ-সংস্কারে এবং শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর অবদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ভি. জে. প্যাটেল হিন্দু অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটি বিল আনেন, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৮। মুরলীধর বিলের সমর্থনে সঞ্জীবনী-পত্রিকায় 'অসবর্ণ-বিবাহ' প্রবন্ধ লিখলেন। তারপর, এপ্রিল ১৯২০-তে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমাজ সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে তিনি একই মর্মে বক্তব্য রাখলেন। যাইহোক, বিলের সমর্থনে বেশী ভোট না পড়ায় আইনসভায় বিলটি তখনকার মতো কবরস্থ হল।

কেবল অসবর্ণ বিবাহ নয়, তিনি বিধবা বিবাহের এবং অহিন্দুকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার আন্দোলনের (শুদ্ধি) সমর্থক ছিলেন। প্রসঙ্গত, তাঁর পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম ভদ্রলোক, যিনি আইন পাস হবার পরে বিধবাবিবাহ করেছিলেন (১৮৫৬)॥

বালিগঞ্জ পল্লীতে দুইটি উ. ই. বিদ্যালয়—ছেলেদের জন্য জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন এবং মেয়েদের জন্য বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল। এপ্রিল ১৯১৯-এ বালিকা বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাবধি তিনি আমৃত্যু তার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়টির কলেজ-শাখা খোলা হয় এবং বর্তমানে কলেজটি মুরলীধরের নামাঙ্কিত॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. সংস্কৃত ব্যাকরণ। কলি. বিশ্ব., ১৯২৯। G. Thibaut, '*An elementary Sanskrit grammar*'-এর (Cal. Univ., 1914) এটি পুনর্লিখিত সংস্করণ॥ [ইংরাজি]

২. হেমচন্দ্র (১২শ শতক)—

প্রাকৃত অভিধান 'দেশীনামমালা'। সম্পাদক : মুরলীধর। কলি. বিশ্ব., ১৯৩১। ৩৮৭ পৃ।

[ইংরাজি]

৩. *A genetic history of the problems of philosophy*, **by Muralidhar Banerjee. Developed and Completed by his son Hiranmay Banerjee. Cal. Univ., 1935. 308 p.**

৪. বাংলা অক্ষর পরিচয়। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, ১৯১৯। সচিত্র।
বাংলা বর্ণমালাকে তিনি সাজিয়েছিলেন, বর্ণের উৎপত্তিস্থান হিসাবে নয়, তাদের আকৃতি অনুসারে। তাঁর যুক্তি, বাঙালি শিশু অক্ষর পরিচয়ের পূর্বেই সেই অক্ষরগুলি দ্বারা গঠিত কিছু শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়। অতএব প্রথমে আবশ্যক অক্ষরের আকৃতির সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটানো। দ্বিতীয়ত, অক্ষর পরিচয় করানোর জন্য তাঁর উদ্ভাবন জননানুক্রমিক (Genetic) রীতি। সে-রীতির মূল কথা—সভ্যতার ইতিহাসে যেভাবে চিত্রলিপি থেকে অক্ষরলিপির ক্রমবিকাশ, সেই ধারা অনুসরণে শিশুর অক্ষর-পরিচয় ঘটাতে হবে॥

সূত্র—১. অমলেন্দু দে, 'মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়' (১৯৬৫)
২. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, তাং ১৯।১২।১৯৮২।

২৬ শশাঙ্কমোহন সেন

জন্ম—জেলা চট্টগ্রাম, থানা পটিয়া ও গ্রাম ধলঘাটে ১ জুলাই ১৮৭২।
মৃত্যু—কলিকাতা, ১৬ এপ্রিল ১৯২৮ ॥

শাক্ত বৈদ্য পরিবারে জন্ম। মাতা বিশ্বেশ্বরী দেবী। পিতা ব্রজমোহন সেন ছিলেন কাব্য ও সঙ্গীতের অনুরাগী, বনবিভাগে চাকুরিয়া। তাঁদের আট সন্তানের মধ্যে শশাঙ্কমোহন সর্বজ্যেষ্ঠ ॥

শিক্ষারম্ভ গ্রাম্য পাঠশালায়। ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী (এখনকার, ষষ্ঠ শ্রেণী) পর্যন্ত গ্রামেই ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে পিতার সঙ্গে শহরে এসে চট্টগ্রাম গভর্নমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য (সেকালে চট্টগ্রামে বি. এ. পড়ার সুযোগ ছিল না) কলিকাতায় এলেন। এই যাত্রা বঙ্গোপসাগরের বুকে বন্দর থেকে বন্দরে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পরীক্ষায় (সংস্কৃতে অনার্স এবং দর্শন) উত্তীর্ণ হলেন। তিন বছর পরে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি রিপন কলেজ থেকে আইনের স্নাতক (B L.) হলেন ॥

কর্মজীবন: দীর্ঘ ২২-২৩ বছর তিনি চট্টগ্রাম জজ কোর্টে ওকালতি করেছিলেন। পসার ভাল হয়নি। সাহিত্য-সাধনা কিন্তু অব্যাহত ছিল। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থ 'বঙ্গবাণী'র অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ-কালেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাবিভাগ থেকে তিনি বিশেষ বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রণ পেলেন। ওকালতি থেকে জন্মের মতো ইস্তফা দিয়ে কলিকাতায় চলে এলেন। প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত তারিখ—সেপ্টেম্বর ১৯২০। তার আগেই সম্ভবত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'বাঙলা সাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ' (দ্র. 'স্বর্ণ-লেখা', পৃ. ৮০)।

ভারতীয় ভাষাবিভাগের তৃতীয় বর্ষভাগে (১৯২১-২২) কোনো এক সময় থেকে তিনি অলঙ্কৃত করলেন গোপালদাস চৌধুরীর নামাঙ্কিত বক্তৃপদটি। উক্ত পদে তিনি অভয়কুমার গুহের পরে দ্বিতীয় ও শেষ অধিকারী। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতামালা 'মধুসূদন: অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' নামে গ্রন্থভুক্ত। গ্রন্থ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত

হল এবং বক্তৃপদটি তৃতীয় বর্ষভাগের পর লুপ্ত হল। কিন্তু, শশাঙ্কমোহন বিভাগের নিয়মিত শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে গৃহীত হয়েছিলেন। আমৃত্যু তিনি বাঙলার উপাধ্যায় রইলেন ॥

কলিকাতায় তাঁর বাসা ছিল ১৭নং সার্পেণ্টাইন লেনে।

চট্টগ্রামের চট্টল ধর্মমণ্ডলী ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে কবিভাস্কর-উপাধি দিয়েছিল ॥

সমালোচক শশাঙ্কমোহন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন মোহিত-লাল মজুমদার ('কবি শ্রীমধুসূদন'), সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ('বাংলা সমালোচনা পরিচয়') এবং আরো কেউ কেউ। তাঁর সমালোচনা পরিমাণে বিপুল। স্বদেশ ও বিদেশের সাহিত্য ও দর্শনে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। আরেকটু কম পাণ্ডিত্যেও তাঁর কাজ চলত। তাঁর ছিল রসোপলব্ধির ক্ষমতা। দৃষ্টিকোণ ছিল ভাববাদীর। হেমচন্দ্রের কাব্যে সমুন্নতভাব এবং দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় আদর্শপ্রাণতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। অপিচ, তাঁর বিচারে শিল্পরূপের প্রতি সচেতনতা অপেক্ষা বিষয়-বস্তুর প্রতি অধিকতর পক্ষপাত লক্ষণীয়। গুরু বিষয় গুরুতর হত তাঁর ব্যবহৃত শব্দ-ভাণ্ডারের দুরূহতায়।

যাই হোক 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আলোচনায় তিনি যে মৌলিক ও গভীর সে-বিষয়ে তাঁর সমালোচকেরা একমত ॥

তিনি দীর্ঘকাল হাঁফানির রোগী, তদুপরি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ শয্যা নিয়েছিলেন। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা মণীন্দ্রবিকাশ, তখন উন্মাদ ও জিঘাংসু, সন্ধ্যার অন্ধকারে দা নিয়ে দাদাকে আক্রমণ করেছিল ॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. সিন্ধু সঙ্গীত। বরদাকুমার নন্দী, ১৮৯৫। [৮৩] পৃ। আশীর্বাদ—নবীনচন্দ্র সেন ॥
২. শৈল সঙ্গীত। মজুমদার লাইব্রেরি, ১৯০৫। [১৩২] পৃ।
৩. সাবিত্রী; পঞ্চাঙ্ক কাব্যনাট্য। চট্টগ্রাম, মহেন্দ্রমোহন সেন, ১৯০৯। [২৩৩] পৃ। প্রকাশক নাট্যকারের অনুজ ॥
৪. স্বর্গে ও মর্ত্যে প্রেমগাথা। ঐ, ঐ, ১৯১২। [২০৭] পৃ।
৫. বঙ্গবাণী। ঢাকা, এলবার্ট লাইব্রেরি, ১৯১৫। [৫১৬] পৃ।

সূচী—বঙ্গসাহিত্যের জাগরণ, বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ, বাঙ্গালা ছন্দ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কবিকর্ম, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অন্তর্জীবন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বাঙ্গালা গদ্য, স্বদেশে দ্বিজেন্দ্রলাল, ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ ॥

৬. মধুসূদন : অন্তর্জীবন ও প্রতিভা। নলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১৯২২। [২১১] পৃ।

৭. বিমানিকা ; কাব্য। দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, [১৮৫] পৃ।

৮. বাণীমন্দির। কলি. বিশ্ব., ১৯২৮। [৮৭২] পৃ। গ্রন্থের তিনটি অংশ (ক) সাহিত্যের আকৃতি (খ) সাহিত্যের প্রকৃতি (গ) সাহিত্যের সাধনা। গ্রন্থটি লেখকের মৃত্যুর পূর্বেই প্রকাশিত ॥

একটি নিবন্ধ—Modern Bengali literature : a study of its growth and of its chief features—'*Sir Ashutosh Mookerjee Silver Jubilee Volumes*', Vol. III, p. 285-312.

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত—দুইটি কাব্যনাট্য বিশ্বামিত্র ও স্বপ্ন ; তিনটি কাব্য রূপসুন্দরী, শুক্লকমল ও নচিকেতা।

তাঁর বেশকিছু কবিতা ও প্রবন্ধ পত্রিকার পাতাতেই (কলিকাতার 'নব্যভারত', ঢাকার 'প্রতিভা' ইঃ) অথবা পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। পাণ্ডুলিপিগুলি বিনষ্ট হয়েছে। তাঁর অগ্রন্থিত রচনার যথাসম্ভব পূর্ণ তালিকা এবং রচনার নমুনা পেশ করেছেন প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১৩ সংখ্যক) ॥

সূত্র—কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহন স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৩ ॥

২৭ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

জন্ম—জেলা যশোহর, মহকুমা নড়াইল ও গ্রাম ব্রাহ্মণডাঙায় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে।
মৃত্যু—বারাণসী ২০ জানুআরি ১৯৩৫ ॥

পারিবারিক পদবী ভট্টাচার্য। পিতা তারকনাথ ন্যায়রত্ন ছিলেন দৌলতপুর উ. ই. বিদ্যালয়ে বাঙলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক। তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিতেন এবং গ্রামে প্রচুর ভূসম্পত্তি করেছিলেন। তাঁর বারোটি সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথই শুধু দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন ॥

তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা একে একে যশোহর, দৌলতপুর এবং মূলাজোড়ের টোলে। নিজেকে তিনি টুলো পণ্ডিত বলতেন। টোল থেকেই তিনি কাব্যতীর্থ-উপাধিতে, এবং শিক্ষান্তে নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক অতি তরুণ বয়সে বিদ্যাভূষণ-উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষায়, এবং ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ॥

পিতা ন্যায়রত্ন আনু. ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। পুত্রের তিনি তার দশ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের বয়স তখনো উনিশ পেরোয়নি, তিনি শিক্ষকতা শুরু করলেন। হাওড়া জেলায় নারিট ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশনে, তারপর মূলাজোড় টোলে। কোনো এক সময়ে তিনি বর্ধমান মহারাজার চতুষ্পাঠীতেও শিক্ষকতা করেছিলেন। মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার শুরু মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে (অধুনা, বিদ্যাসাগর কলেজ)।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে তিনি নিযুক্ত হলেন সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। আলোচ্য কালে তিনি রাজেন্দ্রনাথকে স্নেহ করতেন।

রাজেন্দ্রনাথ পড়াতেন সংস্কৃত কাব্য ও নাটক (অভিজ্ঞানশকুন্তল)। কলেজে অনার্সের ছাত্রদের দণ্ডীর কাব্যাদর্শ।

স্মৃতিশাস্ত্র পড়াতেন মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি অবসর নিলে রাজেন্দ্রনাথ স্মৃতিশাস্ত্র পড়িয়েছিলেন। ১৯১৯-২১ খ্রীস্টাব্দে দুই বছর বি. এ. ক্লাসে সুকুমার সেন তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাঁদের সময়ে সংস্কৃত কলেজে আবশ্যিক বাঙলা রচনাপত্রটি পড়াবার ভার ছিল রাজেন্দ্রনাথের উপর।

সুকুমারবাবু লিখেছেন, "বিদ্যাভূষণমহাশয় সুপুরুষ, হাসিখুশি, সুবক্তা। খুব ভাল পড়াতেন। ভাল লেখক ছিলেন।"

তিনি বি. এ.-এম. এ. নন, এই অজুহাতে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত এম. এ.-র কোনো ক্লাস দেওয়া হয়নি। কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ স্যার আশুতোষের স্নেহধন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাবিভাগে খণ্ডকাল উপাধ্যায়-রূপে তাঁর প্রবেশ আটকানো যায়নি।

প্রধানভাষা বাঙলার এম. এ. পরীক্ষা প্রথম গৃহীত হয় ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে। সে-বছর এবং পরের বছর ৩য় পত্র দ্বিতীয়ার্ধের পরীক্ষক ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। বিভাগের তৃতীয় বর্ষভাগে (১৯২১-২২) তিনি শিক্ষকরূপে যোগদান করলেন। 'সুবর্ণলেখা' লেখে (পৃ ৪৪), তিনি বাঙলার উপাধ্যায় ছিলেন ১৯২২-২৭ খ্রীস্টাব্দে। তিনি পড়িয়েছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং 'নীলদর্পণ' নাটক।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হলেন আশুতোষ শাস্ত্রী। রাজেন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁর পূর্বাবধি মনান্তর ছিল। কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পদটি তিনি তুলে দিলেন। তারপর, ষড়যন্ত্র করলেন যাতে রাজেন্দ্রনাথকে সুদূর চট্টগ্রাম কলেজে বদলি করা হয়। তিনি সেখানে যোগ দিতে বাধ্য হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র পেশ করে সরকারী চাকরির মোহ ত্যাগ করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটি তখনো রইল। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি যখন সেখান থেকেও অবসর নিলেন, তখন তাঁর সামনে ঘোর দুর্দিন। আর্থিক এবং পারিবারিক। স্যার আশুতোষ ততদিনে প্রয়াত। বালিগঞ্জে ১৪নং কাঁকুলিয়া রোডে তাঁর সাধের দোতলা বাড়ি 'সারস্বত কুটীর' তিনি বিক্রি করে দিলেন। বিক্রি করলেন তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ। তিনি কাশীবাস করতে চললেন।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করছিলেন। তাঁর সুপারিশে রাজেন্দ্রনাথ উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙলার উপাধ্যায়পদে নিযুক্ত হলেন, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু॥

শিক্ষাপ্রসারে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বালিগঞ্জ পল্লীতে বালকদের জন্য প্রথম উ. ই. বিদ্যালয় জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন ১১ জানুআরি ১৯১৪ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি—বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, যুগ্ম-সম্পাদক—রাজেন্দ্রনাথ ও মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সহ-সভাপতি—ব্যারিস্টার যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরী। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ের অছিমণ্ডলী কার্যনির্বাহক সমিতিকে

বাতিল করে ক্ষমতা নিজেরা নিলেন। প্রতিকারের জন্য রাজেন্দ্রনাথ-যোগেশচন্দ্র হাইকোর্টে মামলা ঠুকলেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে রায় বের হল। পুনর্গঠিত কার্য-নির্বাহক সমিতিতে সম্পাদক—রাজেন্দ্রনাথ। বিরক্ত মুরলীধর পদত্যাগ করেছিলেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথও পদত্যাগ করলেন ॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. দত্তক-বিধি-বিচার। এস. সি. বসু, ১৩১৪ ব.। ১৩৭ পৃ। নিবন্ধটি কলি. বিশ্ব. থেকে তুলনামূলক হিন্দু আইনে সহস্র মুদ্রার যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ গবেষণাবৃত্তি প্রাপ্ত ॥

২. কালিদাস ও ভবভূতি। ঐ, তারিখ নেই। নিবন্ধের দুইটি ভাগ—ঐতিহাসিক ও সমালোচনা ॥

৩. কালিদাস। কাশীনাথ স্মৃতিতীর্থ, ১৯০৯। ১,৪,৫০০ পৃ। ভূমিকা (ইংরাজিতে)—হরিনাথ দে। কালিদাসের ছয়খানি কাব্যের উপর আলোচনা ॥

৪. শ্রীকণ্ঠ। যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯১১। [৩৫৮] পৃ। শ্রীকণ্ঠের তিনটি নাটকের উপর আলোচনা। একটি মত, শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির নামান্তর ॥

৫. তপোবন। শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৯১৩। ভূমিকা (ইংরাজিতে)—মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঘ, ভারবি ও শ্রীহর্ষ এই তিন কবির উপর আলোচনা। প্রকাশক লেখকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ॥

৬. সমাজ ও সাহিত্য। ঐ, ১৯১৬। ৭০ পৃ।

৭. পিতৃহারা। বি. সি. ধর, ১৯২১। ১১৮ পৃ। ভূমিকা—দীনেশচন্দ্র সেন। চণ্ডীমঙ্গলের (বণিক খণ্ড) কাহিনী ॥

৮. কালিদাসের গ্রন্থাবলী, তিন ভাগ। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৩৩৬-১৩৩৯ ব.। মূল, অন্বয়, অন্বয় সঙ্গে ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, বিবরণ ও অনুবাদ। সম্পাদক রাজেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন—১ম ভাগে নিবেদন, তিনটি ভাগেরই শেষে উপসংহার (সমালোচনা) এবং ৩য় ভাগে কালিদাস-প্রশস্তি (পৃ ১-৯); প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখেছেন—২য় ভাগে প্রকাশককে

আশীর্বাদ (পৃ ৵০-।০)। অধিকন্তু, ৩য় ভাগে সংযোজিত ১০৪ খানি পুস্তকের একটি তালিকা ॥

৯. আহুতি ॥

একটি অভিভাষণ (আলোচ্য—কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র)। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, গোরখপুর, ১৯৩৩। পুনর্মুদ্রিত, 'পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ', পৃ ১৭২-২০৭ ॥

একটি ধারাবাহিক রচনা—ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (অসম্পূর্ণ)। মাসিক বসুমতী, ১৯৩৩-৩৪ ॥

অন্তত, চারখানি বিদ্যালয়পাঠ্য কেতাব তিনি লিখেছিলেন।

তাঁর কিছু কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় স্বনামে, এবং কিছু মাসিক সাহিত্য সমালোচনা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় শ্রীসুদর্শন স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল ॥

সূত্র—আশা গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (জীবনালেখ্য), ১৯৮০ ॥

২৮ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাষাতত্ত্বনিধি

জন্ম—আনু. ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ।

মৃত্যু—কলিকাতা, ২৮ এপ্রিল ১৯৫৯॥

পৈতৃক নিবাস ছিল মল্লারপুরে (বীরভূম)। মাতা বিন্দুবাসিনী দেবী। পিতা বনোয়ারীলাল চট্টোপাধ্যায় গ্রামের ব্রাহ্মণ গৃহস্থ, যা সামান্য জমিজমা ছিল তাই নেড়েচেড়ে এবং পৌরোহিত্য দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করতেন॥

বসন্তকুমারের স্কুলের শিক্ষা মল্লারপুর এবং হেতমপুর রাজ উ. ই. বিদ্যালয়ে। তিনি আই. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত এইচ-গ্রুপে (অর্থাৎ, প্রাকৃত নিয়ে) তৃতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পাস করলেন। নয় বছর পরে, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তৌলনিক ভাষাবিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ডবল এম. এ. হলেন॥

কর্মজীবনের প্রথমে (অর্থ, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ এবং তারপরে) তিনি কয়েক বছর বাঙলা ও বিহারের কয়েকটি উ. ই. বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-প্রধানশিক্ষকতা করেছিলেন। যেমন, বাঁকুড়া জেলার কোতলপুরে ও কলিকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুলে। ডবল এম. এ. হবার পর, আনু. ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগে বসন্তরঞ্জন রায়ের পর পুথিশালার দ্বিতীয় সংরক্ষক হলেন। সেই দায়িত্ব পেয়ে তিনি কি করেছিলেন জানতে বসন্তরঞ্জনের গ্রন্থপঞ্জি (পৃ ৩৩) দ্রষ্টব্য।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি উক্ত বিভাগে পুথিশালার দায়িত্বের সঙ্গে একযোগে রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষকপদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর গবেষণার বিষয়—বীরভূমের ভাষা।

সহকারী গবেষককে বাঙলা এম. এ.-র কিছু কিছু ক্লাসও নিতে হত। অধিকপক্ষে, বিভাগের তিনটি বর্ষভাগে (১৯২৪-২৬) তিনি ক্লাস নিয়ে থাকবেন।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ তিনি সংরক্ষক ও গবেষকপদে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত-বঙ্গবিভাগে উপাধ্যায় হলেন। বিভাগের প্রধান তখন সুশীলকুমার দে, সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জনার্দন চক্রবর্তী প্রমুখেরা।

সরকারী চাকরি নিয়ে ঢাকায় তিনি বেশীদিন থাকেননি। এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৯২৮-৩১)। অবশিষ্ট কর্মজীবন তাঁর কাটল সরকারী কলেজেই। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে বদলি হলেন রাজশাহী কলেজে। সেখানে, সম্ভবত, বছর পাঁচেক ছিলেন। তারপর আবার কলিকাতায়। গভর্নমেণ্ট কমার্সিয়াল ইনস্টিটিউট (এখন, গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স), ইসলামিয়া কলেজ (পরে, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ ; এখন, মৌলানা আজাদ কলেজ) ও বেথুন কলেজে ॥

অন্তত, আরো দুইজন বিখ্যাত বাঙালি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় নামা। একজন (মৃত্যু—৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫), মিশ্র গণিতে এম. এ. (১৯১১) এবং কর্মজীবনে সরকারী একাউণ্টসে ; দ্বিতীয়জন (মৃত্যু—১১ মে ১৯৫৯), কবি এবং 'দীপালি' ও 'মহিলা' দুইটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. ময়ূরভট্ট (কাল অনির্ণীত। প্রাপ্ত পুথি ১৮শ শতকের)—শ্রীধর্মপুরাণ। ব. সা. প., ১৩৩৭ ব.

২. রামদাস আদক (১৭শ শতক)—অনাদিমঙ্গল। ঐ, ১৩৪৫ ব.

৩. ব্যবহারিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ। নিউ বুক স্টল, ১৯৪০। ৬৪২ পৃ।

৪. ভদ্রবাহু, কল্পসূত্র। ভূমিকা ও মূল সহ সটীক বঙ্গানুবাদ—বসন্তকুমার। পরিচায়িকা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কলি. বিশ্ব., ১৯৫৩। [৫৯৭] পৃ। [অর্ধমাগধী]

৫. প্রাকৃত প্রকাশ।

৬. *A Persian Primer.*

পাণ্ডুলিপি লুপ্ত এই বইটির—আবেস্তা সাহিত্য ॥

সূত্র—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ মে ১৯৫৯। (অশোক উপাধ্যায়ের সৌজন্যে) ॥ বসন্তকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিত্যকুমার এবং আরেক পুত্র জয়ন্তকুমার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অনেক তথ্য দিয়েছেন ॥

২৯ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জন্ম—কলিকাতা, ৬ জুলাই ১৯০১।
মৃত্যু—শ্রীনগর, ২৩ জুন ১৯৫৩॥

মাতা—লেডী যোগমায়া দেবী, পিতা—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

তাঁর ভাইয়েরা ছিলেন একেকজন একেকটি বিষয়ের ছাত্র। রমাপ্রসাদ ইংরাজির, শ্যামাপ্রসাদ বাঙলার, উমাপ্রসাদ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির, এবং বামাপ্রসাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র॥

শ্যামাপ্রসাদের স্কুলের শিক্ষা ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশনে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা যদি যথাসময়ে হত, তাঁর সে-বছর পরীক্ষায় বসতে বয়সের বাধা ছিল (১৬ বছর বয়স পূর্ণ হয়নি)। পরীক্ষা সে-বছর দুইবার পণ্ড হয়ে (প্রশ্নপত্র আাউট হয়েছিল) যখন জুলাইতে তৃতীয় বারে গৃহীত হল, ততদিনে তিনি বয়সের বাধা পার হয়েছেন। বৃত্তিসহ সে-পরীক্ষায় এবং তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি আই. এ., বি. এ. (ইংরাজিতে অনার্স), এবং এম. এ. (বাঙলা)[১] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এম. এ. (১৯২৩) পরীক্ষায় তিনি বিকল্পভাষা নিয়েছিলেন সিংহলী। তৃতীয় এবং চতুর্থ পত্রের পরিবর্তে তিনি শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের অধীনে গবেষণা করে ইংরাজিতে নিবন্ধ ('গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক') দাখিল করেছিলেন।

এম. এ. পাস করার পরের বছর তিনি আইনের স্নাতক হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছিলেন।

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করেছিল॥

বিশ্ববিদ্যালয়ে। এম. এ., বি. এল. হবার পর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি সেনেটের সাধারণ সদস্য হলেন। সেই বছর ২৫ মে স্যার আশুতোষের মৃত্যু হলে সিণ্ডিকেটে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিলেন এই যুবক পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগে তিনি শিক্ষকতা করেছিলেন—আইন কলেজে, এবং অবৈতনিক খণ্ডকাল উপাধ্যায়রূপে ভারতীয় ভাষাবিভাগে (১৯২৪-২৬, আবার ১৯৩০-৩২)।

রুটিনে হয়তো তাঁর নামে বাঙলা এম. এ.-র কোন্ পত্রে তিনি কি পড়াবেন

দেওয়া থাকত, আমরা জানি না। তবে, পরে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যক্রমে নাটকের ৪র্থ পত্রে অন্যতম পঠনীয় ছিল 'Calcutta Review' পত্রিকার জানুআরি ১৯২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর ইংরাজি প্রবন্ধ 'বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস।'

স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান সমিতির কলাশাখার তিনি সভাপতি ছিলেন দীর্ঘকাল, ১৯৩৪-৪৭। একযোগে ঐ বিজ্ঞানশাখারও তিনি সভাপতি ছিলেন, ১৯৪৩-৪৫।

উপাচার্যের পরম গৌরবময় পদ তিনি অলঙ্কৃত করেন একাদিক্রমে দুই দফায়—৮ আগস্ট ১৯৩৪ থেকে ৭ আগস্ট ১৯৩৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে তিনি কনিষ্ঠতম উপাচার্য॥

মাতৃভাষার সেবায়। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে তার উপযুক্ত মর্যাদাদানের প্রশ্নে স্যার আশুতোষ যে-লড়াই শুরু করেছিলেন, পুত্রের আমলে তার অনেকখানির মীমাংসা হল।

নূতন ম্যাট্রিকুলেশন রেগুলেশন সরকারী অনুমোদন পেল জুন ১৯৩৫-এ। বঙ্গদেশ ও আসামে বিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষা হল শিক্ষাদান ও পরীক্ষার মাধ্যম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ বাঙলার জন্য পরিভাষা সমিতি গঠিত হল। তার কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগী হিসাবে ছিল পরিভাষা পুস্তকাগার কমিটি। তার ছয় সদস্যের নামের তালিকার শীর্ষে আছেন শ্যামাপ্রসাদ।

সম্প্রসারিত পরিভাষা সমিতি সংকলন করলেন 'বাঙলা বানানের নিয়ম।' ভূমিকা—উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদের, তারিখ ৮ মে ১৯৩৬।

বাঙলায় সুলভে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তিকা প্রকাশের জন্য ৭ এপ্রিল ১৯৩৮ এক সমিতি গঠিত হল। চার বছরে (১৯৩৮-৪১), সমিতি ১৫ খানি বই প্রকাশ করেছিল (দ্র. 'সুবর্ণলেখা', পৃ ১০৮)। সিরিজের প্রথম বই—রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' (১৯৩৮)।

পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য বাঙলায় রচিত নিবন্ধ দাখিল আরম্ভ হল। বাঙলায় নিবন্ধ দিলেন বিমানবিহারী মজুমদার ('শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান,' ১৯৩৭)।

বিমানবিহারীর নিবন্ধের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ বাঙলায় প্রথম দিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৭ ফেব্রুআরি ১৯৩৭)।

শ্যামাপ্রসাদের আগ্রহে ভারতীয় ভাষাবিভাগে বাঙলা ছাড়া আরো চারটি ভাষায় এম. এ. পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল—অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া ও হিন্দী॥

রাজনীতিক্ষেত্রে। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অকুতোভয়তা ও সংগঠনশক্তি প্রকাশ

পেয়েছিল রাজনীতিক্ষেত্রে, এবং সেই ক্ষেত্রে তাঁর ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের টিকিটে, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে তিনি বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য ছিলেন, ১৯৩৭-৪৫ খ্রীস্টাব্দে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং পরের বছরই সে-দলের সভাপতি হলেন। তাঁর প্রথম মন্ত্রিপদ এ. কে. ফজলুল হকের কোয়ালিশন মন্ত্রি-সভায় বঙ্গের অর্থমন্ত্রীরূপে, ১৯৪১-৪২ খ্রীস্টাব্দে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরের সময়ে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।

ভারত স্বাধীন হলে (১৫ আগস্ট ১৯৪৭) কেন্দ্রে জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রি-সভায় তিনি শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ছিলেন। মতান্তরের কারণে এপ্রিল ১৯৫০ তিনি পদত্যাগ করলেন।

২১ অক্টোবর ১৯৫১ দিল্লীতে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলরূপে ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম সভাপতি—শ্যামাপ্রসাদ।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে গঠিত প্রথম লোকসভায় তিনি বিরোধী পক্ষে। সেই আসন থেকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝে বাক্‌যুদ্ধের কথা এখনো বাঙালি ভোলেনি॥

তারপর, সুদূর শ্রীনগরে শেখ আবদুল্লার বন্দীরূপে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু। জননী যোগমায়া দেবী তখনো জীবিতা॥

—

১. কয়েক বছর পর্যন্ত নিয়ম ছিল, ছাত্র প্রেসিডেন্সি, স্কটিশচার্চ বা আশুতোষ কলেজে বাঙলায় এম. এ. ক্লাসের জন্য নাম লিখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ক্লাস করত।

গ্রন্থপঞ্জি

১. *The Bengali Theatre.* Cal. Univ., 1924. 28 p

২. *Representative Indians,* by Lalit Mohan Chatterji and Syama Prasad Mookerjee. Popular Agency, 1931. viii, 245 p. Biographies of Syed Ahmad, Keshub Chunder, J. N. Tata, Rabindra Nath, Asutosh, Gandhi, Chitt Ranjan and C. V. Raman.

৩. *A phase of the Indian struggle. Kustia,* **Manojendra N. Bhowmik, 1942. viii, 90 p.** ·

৪. পঞ্চাশের মন্বন্তর ; ২য় সং. বেঙ্গল পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৫১ । ১১৮ পৃ। সচিত্র। ভাষণ, বিবৃতির মর্মানুবাদ ॥
(প্র. প্র.—পৌষ ১৩৫০)

৫. রাষ্ট্র-সংগ্রামের এক অধ্যায়। ঐ, ভাদ্র ১৩৫৩ ॥ ১২২ পৃ।
পত্র (বড়লাট লিনলিথগো, বঙ্গের ছোটলাট জন হার্বার্ট ও মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে উদ্দিষ্ট), বিবৃতি ও বক্তৃতা।
[৩ নং গ্রন্থের মর্মানুবাদ]

৬. শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি রচনা। শ্যামাপ্রসাদ ফাউণ্ডেশন, আষাঢ় ১৩৬৩। ৯১ পৃ। সম্পাদনা—বিভাস রায়চৌধুরী। ভূমিকা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত ॥ অভিভাষণ, পত্র ও প্রবন্ধ ॥

সূত্র—Balraj Madhok, '*Portrait of a Martyr*', 1969.

৩০ প্রিয়রঞ্জন সেন

জন্ম—কলিকাতা, ২৫ জানুআরি ১৮৯৩।
মৃত্যু—১১ ডিসেম্বর ১৯৬৭॥

পিতা নামজাদা এটর্নি প্রসন্নকুমার সেন। প্রিয়রঞ্জন তাঁর পঞ্চম পুত্র। প্রসন্নকুমার ও তাঁর জ্যেষ্ঠ তিন পুত্রের অকাল প্রয়াণের পর প্রিয়রঞ্জনের অভিভাবক হলেন চতুর্থ পুত্র কুমুদবন্ধু সেন (১৮৮০-১৯৬২)। তিনি ছিলেন সুলেখক ও এক শ্রদ্ধেয় চরিত্র॥

বাল্যে রোগভোগ ও স্কুল বদলানোর জন্য প্রিয়রঞ্জন বিলম্বে (১৯১৩) চাইবাসা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। আই. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে। তারপর কলিকাতায়। ততদিনে স্যার আশুতোষ স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন করেছেন। প্রিয়রঞ্জন এম. এ. পরীক্ষা প্রথম দিলেন (১৯১৯) ইংরাজিতে, প্রথম শ্রেণী। পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটাচ্ছিল—ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণ। প্রিয়রঞ্জন প্রধান ভাষা বাঙলায় এম.এ. (তাঁর পক্ষে ডবল এম.এ.) পরীক্ষা দিয়ে বরদাপ্রসাদ প্রামাণিকের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন। দুইজনেরই বিকল্পভাষা ছিল ওড়িয়া।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি পেলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল—বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। গবেষণা শেষ করে মৌয়াট স্বর্ণপদক তিনি পেয়েছিলেন (১৯২৬)।

পরপর দুই বছর, ১৯২৬ ও ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পেয়েছিলেন জুবিলি গবেষণা পুরস্কার। গবেষণার বিষয় ছিল—প্রথম বছরে, বাঙলা উপন্যাসের বিকাশে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব; দ্বিতীয় বছরে, বাঙলা সাহিত্যের বিকাশে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব॥

তাঁর শিক্ষকতার শুরু ইংরাজির উপাধ্যায়রূপে রংপুর কারমাইকেল কলেজে (১৯২০-২৩)। তারপর তিনি যোগ দিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি-বিভাগে। কালক্রমে, তিনি বিভাগের অধ্যাপকপ্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর অবসরগ্রহণের বছর ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ।

তিনি দীর্ঘকাল খণ্ডকাল উপাধ্যায়রূপে যুক্ত ছিলেন (১৯২৩-৫৫) ভারতীয় ভাষাবিভাগ (পরে, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ)-এর সঙ্গে। প্রসঙ্গত, ১৯১৯-৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রধানভাষা বাঙলার পাঠ্যক্রমে চতুর্থ পত্রের ২য় অর্ধ ছিল—বাঙলাসাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব, ১৮৫৭-৮০। প্রথমে সেই অর্ধটি পড়াচ্ছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। পরে, তিনি পদত্যাগ করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন প্রিয়রঞ্জন ॥

কলিকাতার পরে তাঁর কর্মক্ষেত্র হয়েছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে, লিটারারি ওঅর্কশপের; পরে, ১৯৫৭-৬০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীনিকেতনে বিশ্ব-ভারতী ইনস্টিটিউট অফ রুরাল হায়ার এডুকেশনের পরিচালক হয়েছিলেন ॥

রাজনীতিতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৪২-৪৩ খ্রীস্টাব্দে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়ে তিনি কিছুকাল দমদম জেলে বন্দী ছিলেন। দীর্ঘ বিশ বৎসর, ১৯৪৪-৬৪ খ্রীস্টাব্দে, তিনি হরিজন সেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অবৈতনিক কর্মসচিব ছিলেন।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় গণ-পরিষদের তিনি সদস্য মনোনীত হন, এবং ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন ॥

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী-উপাধিতে ভূষিত করেন ॥

গুণবতী সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা সেনের (মৃত্যু—১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ) জীবনীর জন্য 'চরিতাভিধান' দ্রষ্টব্য ॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. *Western Influence in Bengali Literature.* Cal. Univ. 1932. 417, 13 p.

২. *Western Influence on Bengali Novels*, 1932.

৩. বাংলা পড়ানো, ভারতী ভবন, ১৩৪৮ ব.। ।৶০, ১৩৮ পৃ।

৪. রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী, দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৫২। ৬৬ পৃ। [সম্পাদিত]

৫. আমাদের সাহিত্য ; ৩য় সং, বাণী মন্দির, ১৩৫৪ ব. । খ, ২০০ পৃ. [প্র. প্র.—১৯৪১]

৬. *Modern Oriya Literature*. Author, 1947. 159 p.

৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের খসড়া ; ২য় সং. ১৯৫১ । ১৫২ পৃ ।

৮. ওড়িয়া সাহিত্য । বিশ্বভারতী, ১৩৫৮ ব. ।

৯. সাহিত্য-প্রসঙ্গ । বি. সি. জানা এণ্ড কোং, ১৩৫৩ ব. । ২, ১, ৩০০ পৃ ।

১০. মানোএল্ দা আস্সুম্প্সাম্ (১৮শ শতক)—বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩১) । দ্র.—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি ॥

১১. প্রেমচন্দ্, ১৮৮০-১৯৩৬—গোদান (১৯৩৬) ; উপন্যাস । অনুবাদ—প্রিয়রঞ্জন ও স্বর্ণপ্রভা সেন । বেনারস, সরস্বতী প্রেস, ১৯৪৫ । ৪৯৮ পৃ ।

১২. প্রবাদ-বচন, বুকল্যাণ্ড, ১৩৬৭ ব. । ।৶০+৩৩৯ পৃ । যুগ্ম সংকলক প্রিয়রঞ্জন ও গোপালদাস চৌধুরী ।

১৩. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, ১৯০৭-৭৯—বাণভট্টের আত্মকথা (১৯৪৬) । নয়া দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৫৮ । ২৭৫ পৃ ।

১৪. কাকাসাহেব কালেলকর, ১৮৮৫—জীবনলীলা (১৯৫৮) । ঐ, ঐ, ১৯৬৩ । ৪২২ পৃ ।

১৫. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৮৬৯-১৯৪৮—মানুষ আমার ভাই (১৯৫৮) । ঐ, ঐ, ১৯৬৭ । এগার, ২৩৭ পৃ । মূল গ্রন্থের সম্পাদক কৃষ্ণ কৃপালনী ।

১৬. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ১৮৮৪-১৯৬৩—আত্মকথা (১৯৪৭) । ঐ, ঐ, ১৯৬৯ । এগার, ৮১৩ পৃ ।

১৭. পান্নালাল প্যাটেল, ১৯১২—জীবী ; উপন্যাস । ঐ, ঐ, ফাল্গুন ১৩৮৪ ব. । ২৪১ পৃ ।

১৮. র‍্যাল্ফ্ ওয়াল্ডো ট্রাইন—অনন্তের সুরে । এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৪৯ । ১৯৪ পৃ ।

সূত্র—প্রণবরঞ্জন ঘোষ, 'প্রিয়রঞ্জন সেন', সুবর্ণলেখা, পৃ ৫০৫-০৬ ॥

৩১ মণীন্দ্রমোহন বসু

জন্ম—মাতুলালয়, কনকসার (ঢাকা), ২৩ বৈশাখ ১২৯২।
মৃত্যু—কলিকাতা, ১৩ ফাল্গুন ১৩৫৮ ॥

কনকসার-গ্রাম বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত। সেই পরগণারই পূর্ব-শিমুলিয়া গ্রামে ছিল তাঁর পৈতৃক নিবাস। পিতা—হরিপ্রসন্ন বসু, মাতা-কালীকামিনী দেবী। মণীন্দ্রমোহন ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, তাঁর আরো তিন ভাই এবং চার বোন ছিল ॥

গ্রামের বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, এবং আনু. ১৯০৭।৮ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ॥

গ্র্যাজুয়েট মণীন্দ্রমোহন অর্থকরী চাকরি ছেড়ে স্বল্প বেতনের শিক্ষকতা বৃত্তি ধরলেন। শিক্ষক ভাওয়াল পরগণার জয়দেবপুর উ. ই. বিদ্যালয়ে।

এই সময়ে কিছুকাল তিনি ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এই কুমার পরবর্তীকালের ভাওয়াল সন্ন্যাসী। আদালতে দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে প্রমাণিত হয়েছিল, 'মৃত' কুমার সন্ন্যাসীবেশে ফিরেছেন। তাঁকে আদালতে সনাক্তকারীদের অন্যতম ছিলেন মণীন্দ্রমোহন ॥

আনু. ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় চলে এলেন। অন্ন-সংস্থানের জন্য তিনি নানারকম ছোট কাজ করছিলেন। জসীমউদ্দীন 'স্মরণের সরণী বাহি' গ্রন্থে লিখেছেন, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের গৃহে মণীন্দ্রমোহনের প্রথম পদার্পণ ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হিসাবে। দীনেশচন্দ্র নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রধান ভাষা বাঙলায় প্রথম এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হল। পরীক্ষার্থীরা সকলেই নন্‌কলেজিয়েট। মণীন্দ্রমোহন সেই পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান লাভ করলেন।

পরের বছর ১ জুন তিনি ১০০ টাকা মাসিক বৃত্তিতে রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষকপদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল—সহজিয়া মতবাদের বিস্তৃতি।

ভারতীয় ভাষাবিভাগের বাঙলা পুথিশালার তিনি সংরক্ষক ছিলেন আনু. ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে।

বাঙলার উপাধ্যায়রূপে তাঁর কার্যকাল ১৯৩১-৫০। পড়িয়েছিলেন অনেক

কিছুই—চর্যাপদ, বৈষ্ণবসাহিত্য থেকে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত, অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের নিদর্শন॥

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' (১৯১৬) বহুকাল ছাপা ছিল না, পরে সুকুমার সেনের 'চর্যাগীতিপদাবলী' প্রকাশিত হয়েছে। মণীন্দ্রমোহনের 'চর্য্যাপদ' পাঠার্থীদের কাজে লেগেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা থেকে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পালাগানের এক বৃহৎ পুথি তিনি আবিষ্কার ও সম্পাদনা করেন। বাঙলায় একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে যাঁরা তখনো অবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের মুখ বন্ধ হল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল (চরিত্রালোচনা')-য় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল মতের সমর্থনে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নজির হাজির করেছিলেন। রোহিণী যখন প্রতি-নায়িকা, তখন তার উচিত পরিণামই তার স্রষ্টা বিধান করেছিলেন ইত্যাদি ছিল তাঁর মত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধান ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার সাহায্যে তিনি পালি ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ধর্মপালাচার্যের পুথি সম্পাদনার জন্য তিনি শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যাণ্ড থেকে বইপত্র সংগ্রহ করেছিলেন॥

মণীন্দ্রমোহন দরিদ্র শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু পরিবারের জ্যেষ্ঠ হিসাবে তাঁর দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। সহায় ছিলেন স্ত্রী বিন্দুবাসিনী (মৃত্যু—১৯৬৭)। তাঁদের এক ছেলে রথীন্দ্রনাথ যাদবপুর থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়ার। তিনি কিছু তথ্য দিলেন॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. *The Descriptive catalogue of Bengali manuscripts*, Vol. II. দ্র. বসন্তরঞ্জন রায়ের গ্রন্থপঞ্জি॥

২. Same, Vol. III. Cal. Univ. 1930. X, (493-791) p.

৩. *The Post-Chaitanya Sahajia cult of Bengal.* Do, 1930. 339 p.

১৮শ-১৯শ শতকের বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনভজন, দর্শন, কৃত্য ও রচনাদি সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি পথিকৃৎ ॥

৪. সহজিয়া সাহিত্য। ঐ, ১৯৩২। ২০৬ পৃ।

৫. ধর্মপালাচর্য, পরমত্থ-দীপনী ইতি-বুত্তকট্‌ঠকথা। লণ্ডন, পালি টেক্‌স্‌ট্‌ সোসাইটি, ১৯৩৪। [পালি]

৬. দীন চণ্ডীদাস, ১৮শ শতক—পদাবলী। কলি. বিশ্ব., ১৯৩৫ ও ১৯৩৮। দুই খণ্ড ॥

৭. *A General catalogue of Bengali manuscripts in the Library of the University of Calcutta,* Vol. I. Same, 1940. 180 p.

৮. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুঁথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড। মণীন্দ্রমোহন ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত। ঐ, ১৯৬৪। ৩৪, ৪৬৪ পৃ। ভূমিকা লিখেছেন পুথিশালাধ্যক্ষ প্রফুল্লচন্দ্র ॥

৯. কৃষ্ণকান্তের উইল (চরিত্রালোচনা)। ঐ, ১৯৪১। ২২৭ পৃ।

১০. চর্য্যাপদ। ঐ, ১৯৪৩। ২৯৫ পৃ।

১১. বাঙ্গালা সাহিত্য। কমলা বুক ডিপো, ১৯৪৬ ও ১৯৪৭। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। [অসম্পূর্ণ]

১২. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ), মণীন্দ্রমোহন সম্পাদিত। ঐ, তারিখ নেই। ৵০, ১৪৮ পৃ।

সূত্র—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মণীন্দ্রমোহন বসু', সুবর্ণলেখা, পৃ ৪৯৩-৯৭

৩২ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত

জন্ম—জেলা ঢাকা, থানা ধামরাই ও গ্রাম সুয়াপুর। ফেব্রুআরি ১৮৯৩।
মৃত্যু—কলিকাতা, ৭ অক্টোবর ১৯৬৯॥

সুলেখক ও ইতিহাসবিদ্ অবিনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও কুমুদিনী দেবীর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুয়াপুর গ্রামের নিম্নে প্রবহমান কানাই নদ, নামান্তর গাজিখালি। গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস দীনেশচন্দ্র সেনের আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ। গ্রামেই তমোনাশচন্দ্রের শৈশব ও বাল্যের অনেকাংশ কেটেছিল॥

তাঁর স্কুলের শিক্ষা মৈমনসিংহ জেলা স্কুলে ও সেই জেলারই সুবর্ণখালি উ. ই. বিদ্যালয়ে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী শেষ ছাত্রদলে (১৯০৯) তিনি ছিলেন। তাঁর কলেজীয় শিক্ষা মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ও ঢাকা কলেজে। তিনি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে আই. এ. পরীক্ষায় এবং ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম এম. এ. পরীক্ষা দেন ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ইতিহাসে (তৃতীয় শ্রেণীতে দশম)। ডবল এম. এ. হন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বাঙলায় (দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঞ্চম)॥

তমোনাশচন্দ্র পিতৃবন্ধু দীনেশচন্দ্রের তৃতীয় কন্যা সুনীতিবালার পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর বেহালার বাড়িতে থাকতেন।

প্রথম দল বাঙলায় এম. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্য থেকে চারজন ১ জুন ১৯২১ তারিখ থেকে মাসিক ১০০ টাকা হারে বৃত্তিতে রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক নিযুক্ত হন। চারজনের মধ্যে দুইজন আমাদের পরিচিত—মণীন্দ্রমোহন বসু ও তমোনাশচন্দ্র। শেষোক্ত জনের গবেষণার বিষয় ছিল—প্রাক্-উনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্যে সমাজ-জীবন। তিনি গবেষণা করেছিলেন, বলা বাহুল্য, রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো দীনেশচন্দ্রের অধীনে॥

সহকারী গবেষককে কখনো-সখনো ক্লাস নিতে হত। তমোনাশচন্দ্র তখন বাঙলা এম. এ.-র ক্লাস, অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ক্লাস নিয়েছেন (১৯২১-২৪)।

অবশেষে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি উপাধ্যায়রূপে ভারতীয় ভাষাবিভাগে যোগ-দান করলেন। পরের বছর দীনেশচন্দ্র অবসর নিলেন। যাবার আগে তিনি দেখে গিয়েছিলেন, সেই ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তমোনাশচন্দ্রের নিবন্ধ 'Aspects of Bengali

Society from Old Bengali Literature' পি এইচ্. ডি. উপাধির যোগ্য বিবেচিত হল।

উপাধ্যায়-জীবন শুরু করার আগে তিনি 'সামান্যকাল' শিক্ষকতা করেছিলেন—মৈমনসিংহ জেলায় হেমনগর স্থিত শশিমুখী উ. ই. বিদ্যালয় এবং মধ্যপ্রদেশে ছিন্দোয়ারা স্থিত সরকারী উ ই. বিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপনাকাল শেষ জানুআরি ১৯৫৬-তে। কার্যকালের শেষ ৫।৬ মাসে (আগস্ট ১৯৫৫ থেকে) তিনি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবসর-গ্রহণ ও শশিভূষণ দাশগুপ্তের স্থায়িভাবে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকপদে যোগদানের মধ্যবর্তী সময়ে স্থানাপন্ন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি হুগলি জেলার কোন্নগর-নবগ্রামে নবগঠিত হীরালাল পাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন (১৯৫৭-৬০)॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. অজানা দেশে। এস. কে. লাহিড়ী, ১৯২৪। ন্যানসেন, ক্যাপ্টেন কুক, লিভিংস্টোন ও মঙ্গো পার্কের অভিযান॥

২. *Aspects of Bengali Society from Old Bengali Literature.* Cal. Univ., 1935. 409 p.

৩. সুকবি নারায়ণদেব, ১৬শ শতক—পদ্মাপুরাণ। ঐ, ১৯৪২। ৩৯৮ পৃ।

৪. প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা। ঐ, ১৯৪৯। ৩২০ পৃ।

৫. প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ঐ, ১৯৫১। ৮০০ পৃ।

৬. রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়। মডার্ন, ১৯৫৬।

'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' ও 'সারদামঙ্গল'-এর তৎকৃত ইংরাজি অনুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জার্নাল অফ লেটারস্'-এ প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত॥

সূত্র—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত', সুবর্ণলেখা, পৃ ৪৩৮-৪০॥

৩৩ বিশ্বপতি চৌধুরী

জন্ম—কলিকাতায় পিতৃগৃহে (৩৭/৪, বেনিয়াটোলা লেন), ৩০ জুন ১৮৯৫।
মৃত্যু—কলিকাতায় নিজ গৃহে (১৫/১এ, ঝামাপুকুর লেন), ১৯ মার্চ ১৯৭৮॥

তাঁরা কাশ্যপগোত্র (চট্টোপাধ্যায়)। পুরা উপাধি রায়চৌধুরী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল খুলনা জিলার নকীপুর গ্রামে।

পিতা অমৃতলাল চৌধুরী, মাতা সুখদাময়ী দেবী। অমৃতলালের মাতামহ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধারে পারদর্শী। তিনি ব্রাহ্মী-লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপের অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় বাসা এবং চতুষ্পাঠী করেছিলেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন অমৃতলাল মাতামহের আশ্রয়লাভ করেন। কালক্রমে, তিনি এ. এল চৌধুরী এণ্ড কোং নামে আমদানির এক ব্যবসায় চালু করেছিলেন।

বিশ্বপতি পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়। তাঁর দুই অনুজ পশুপতি ও নলিনাক্ষ তাঁদের সন্তরণপটুত্বে অনেক কাপ-মেডেল ঘরে এনেছিলেন। তাঁদের চার বোন॥

তিনি সিটি স্কুল থেকে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়, এবং সিটি কলেজ থেকে আই. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তখন আইন, এবং দর্শনে এম. এ. পড়ছিলেন, এক আকস্মিকতায় তাঁর জীবনের মোড় ঘুরল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে এক আসরে তিনি কীর্তন সম্বন্ধে তাঁর এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রধান দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি ধরলেন, বিশ্বপতি দর্শন ছেড়ে বাঙলায় এম. এ. পরীক্ষা দিন। এ-ঘটনা সমর্থিত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্ম-জীবনীতে।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে প্রধানভাষা বাঙলার নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম দল এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছিল। তাদের সঙ্গে নন্‌-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে বিশ্বপতি পরীক্ষা দিলেন। তাঁর বিকল্পভাষা ছিল মৈথিলী। পরীক্ষায় সে-বছর ষোলজন প্রথম শ্রেণী পেয়েছিল, তাঁর স্থান ছিল সপ্তম।

এম. এ. পাস করতে তিন বছর দেরি হয়েছিল, বয়স হয়েছিল ছাব্বিশ। আইন

এবং দর্শনে উপাধি-পরীক্ষা কোনোদিন দেওয়া হল না। তবে, তিনি সংস্কৃতে আদ্য-মধ্য-অন্ত্য তিনটি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ॥

পাস করেই চাকরিতে ঢোকার তাঁর কোনো তাড়া ছিল না। ১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ তিনি ভারতীয় ভাষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত হলেন। রামতনু লাহিড়ী গবেষক দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে তাঁর সহায়কপদে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেই পদে ছিলেন।

বিভাগে দীনেশচন্দ্রের অবসরগ্রহণ এবং বাঙলার উপাধ্যায়রূপে বিশ্বপতির যোগদান (১৯৩২-৫৫) একই বছরে। সম্ভব বটে যে প্রথম জনের অবসরগ্রহণ করায় বিভাগে বাঙলার অধ্যাপকের একটি পদ শূন্য হয়েছিল এবং দ্বিতীয় জনের সেই শূন্যপদে আগমন। বিশ্বপতিকে দীনেশচন্দ্রের আমলের শিক্ষক ধরে এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে আমাদের যুক্তি দুইটি। এক, গবেষণা-সহায়ক তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী বাঙলার এম. এ. ক্লাস মাঝে মাঝে নিতেন। দুই, পূর্ববর্তী তিনজন (মণীন্দ্রমোহন তমোনাশচন্দ্র ও বসন্তকুমার) গবেষণা-সহায়কের সঙ্গে তিনিও আমাদের এই খণ্ডে আলোচিত হলেন।

তিনি পড়াতেন নাটক, গদ্য আর রবীন্দ্রনাথ (যেমন, 'বলাকা')।

'সুবর্ণলেখা' গ্রন্থে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকে তাঁকে স্মরণ করেছেন। আমরা দুইজনের রচনা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"জনপ্রিয়তায় সবচেয়ে হৃদয়হারী অধ্যাপক···তাঁর অধ্যাপনায় বহু বিস্তৃত পঠন-পাঠনের সঙ্গে এক রসবোধের সমন্বয় ছিল।"—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

"আমাদের সবচেয়ে প্রিয় অধ্যাপক···এমন সুভাষ, রসিক ও ছাত্রদরদী অধ্যাপক খুব কমই মেলে।"—অজিতকুমার ঘোষ

সাহিত্য ছাড়া চিত্র ও সঙ্গীত-কলায় তাঁর অধিকার ছিল। চিত্র-কলায় তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। পরে, সম্ভবত দীনেশচন্দ্রের মধ্যস্থতায়, তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সামীপ্যলাভের। সে-যুগের বিভিন্ন বাঙলা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত তাঁর রঙিন ছবিগুলিতে প্রমাণ আছে জলরঙ মাধ্যমে তাঁর দক্ষতার।

মার্গসঙ্গীতে শিক্ষা পেয়েছিলেন সঙ্গীত-পরিষদে যাতায়াত করে। পরিষদের প্রধানা ছিলেন সে-যুগের বিখ্যাত গায়িকা যাদুমণি। যাদুমণির মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণে প্রকাশিত এক সংকলন-গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন বিশ্বপতি। এক সময়ে বিশ্বপতি পরিষদের অন্যতম কার্যনির্বাহী সদস্যপদও লাভ করেছিলেন। তিনি

সঙ্গীতে কিছু তালিম পেয়েছিলেন পণ্ডিত জটাধারী ঝার কাছে। গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর থেকে দশ বছরের বড়, এবং জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী সাত বছরের ছোট। এই দুই সঙ্গীতগুণীর সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল ॥

তাঁর পুত্রকন্যারা কেউ শিক্ষকতা-বৃত্তি নেননি। এক পুত্র প্রশান্ত (জন্ম — ১৯২২) সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাত। দ্বিতীয় পুত্র জয়ন্ত (১৯২৫-৮২) দীর্ঘকাল আকাশ-বাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃণাল সেন পরিচালিত 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮০) ছবিতে আমরা তাঁর অভিনয় দেখেছি ॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. ব্যথা ; ছোটগল্প। সুধীন্দ্র রায়, ১৯১৫। ১০০ পৃ।
২. ঘরের ডাক। গুরুদাস, ১৩২৮ ব.। ১৮০ পৃ।
৩. বৃন্তচ্যুত ; নব সংস্করণ। ঐ, ১৯২৯। ১২৮ পৃ। [প্র. প্র. — ১৯২২]
৪. আশীর্বাদ। শিশির, ১৯২২। ১৪৪ পৃ।
৫. ঘূর্ণি। রাধেশ রায়, ১৯২৯। ২০৬ পৃ।
৬. স্বপ্নশেষ ; ছোটগল্প। রসচক্র, ১৯৩০। ১৫৮ পৃ।
৭. বহুরূপী ; ছোটগল্প। ঐ, ১৯৩৩। ১৩২ পৃ।
৮. সেতু ; ছোটগল্প। ঐ, ১৯৩৪ ; ১৪৭ পৃ।

সমালোচনা ও সম্পাদনা

৯. কাব্যে রবীন্দ্রনাথ। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৭ ব. ॥
১০. কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫০ ব.। ১১৫ পৃ।
১১. কবি মুকুন্দরাম বিরচিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'। প্রথম ভাগ ; নব সংস্করণ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত। কলি. বিশ্ব., ১৯৫২।
শ্রীকুমার ৫১ পৃষ্ঠা ভূমিকা লিখেছিলেন, কিন্তু পাণ্ডুলিপি তৈরির সম্পূর্ণ ভার ছিল বিশ্বপতির উপর।
১২. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) ; পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ। খগেন্দ্র-নাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত। ঐ, ১৯৫২ ॥

১৩. ঝিকিমিকি ; ছোটদের জন্য পূজাবার্ষিকী। ১৯৪৫ ?

দেব সাহিত্য কুটীরের প্রকাশকেরা ছিলেন প্রতিবেশী। তাঁদের প্রকাশিত ছোটদের জন্য কয়েকটি পূজাবার্ষিকীতে তিনি গল্প লিখেছিলেন।

প্রকাশক গ্লোব লাইব্রেরি তাঁকে দিয়ে কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তিকা লিখিয়েছিল। মনে পড়ে, কয়েক ভাগে 'আহরণী' ও 'বাঙলা রচনা-সোপান'-এর কথা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী গ্রন্থে (সাপ্লিমেন্ট, পৃ ২৫১) তাঁর দুইটি নিবন্ধের উল্লেখ আছে

১. *A critical study of the songs of Jnanadas.*

২. *A critical study of the songs of Gobindadas.*

নিবন্ধদুটির বিষয়ে অন্য কিছু জানা যায় না॥

সূত্র—পত্রযোগে তথ্য দিয়েছেন শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চৌধুরী॥

৩৪ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জন্ম — জেমোকান্দি (মুর্শিদাবাদ), ২০ আগস্ট ১৮৬৪ ।
মৃত্যু — কলিকাতা, ৬ জুন ১৯১৯ ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় ভাষাবিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীতে তিনি কি করে আসেন ? পাঠনা আরম্ভের পূর্বেই তিনি প্রয়াত। কিন্তু, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট আর্টস এডুকেশন কাউন্সিল ১৪ ফেব্রুআরি ১৯১৯ তারিখে গৃহীত প্রস্তাবে সেই ১ জুন থেকে তাঁকে বিভাগে খণ্ডকাল উপাধ্যায়রূপে নিয়োগ করেছিলেন।

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন 'সুবর্ণলেখা'য় উদ্ধৃত তাঁর সংস্কৃত শ্লোকে বলেছেন— ভারতীয় ভাষাবিভাগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে "প্রথমেই প্রধানত ত্রিবেদীর সঙ্গে আশুতোষকে স্মরণ করতে হবে।" তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে প্রস্তুত খণ্ডে প্রথম জীবনী আশুতোষের এবং শেষ জীবনী ত্রিবেদীর।

মধ্যভারতের হিন্দীভাষী জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণকুলের একজন মুর্শিদাবাদ জেলায় বসতি করেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর অধস্তন সপ্তম পুরুষ। পিতা গোবিন্দসুন্দর (মৃত্যু — ১৮৮১) এবং মাতা চন্দ্রকামিনী (মৃত্যু — ১৯১৯)। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর এক ভাই এবং চার বোন। গোবিন্দসুন্দর ছিলেন সাহিত্য, জ্যোতিষ ও গণিতে আগ্রহী, এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তিমান ॥

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে রামেন্দ্রসুন্দর জেমোর পাঠশালায় ভর্তি হলেন (১৮৭০)। প্রধান শিক্ষক ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার। ছাত্র প্রতি বর্ষে শ্রেণীতে প্রথম হতেন, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় (১৮৭৫) জেলার মধ্যে প্রথম হলেন। তারপর তিনি ভর্তি হলেন (১৮৭৬) কান্দি রাজ উ. ই. বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে। শ্রেণীর প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় হলেন, কিন্তু তারপর থেকে শ্রেণীর বাকি বার্ষিক পরীক্ষাগুলিতে প্রথম। প্রথম হলেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন হরিমোহন সিংহ এবং সংস্কৃতের প্রধানশিক্ষক রামতারণ শিরোমণি। রামেন্দ্রসুন্দর উত্তরকালে এক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, স্মর্তব্য যে বিদ্যালয়ে তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে তিনজন উত্তরকালে উ. ই. বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক হয়েছিলেন — আরা (বিহার) স্কুলের শিবনাথ গুপ্ত, রিপন কলেজ-স্কুলের শশিভূষণ সিংহ, এবং কান্দি স্কুলের মধুসূদন সিংহ ॥

ছেলে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বেন। পিতার অবর্তমানে তাঁর অভিভাবক পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর। তিনি ব্যবস্থা করলেন, এক 'সহচর' ও এক ভৃত্যসহ রামেন্দ্রসুন্দর এক ভাড়াবাড়িতে বাস করতে লাগলেন।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় দ্বিতীয়, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. (পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম, এবং ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে Natural and Physical Science (Group I)-এ এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম হলেন।

পরের বছরই তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে পরীক্ষা দিলেন। দুইটি বিষয়ে পরীক্ষক ছিলেন যথাক্রমে জন ইলিয়ট ও আলেকজাণ্ডার পেডলার। তাঁর সম্বন্ধে তাঁদের স্বাক্ষরিত অভিমত—"appears to be about the best student who has yet taken up these subjects for the examination..." বলা বাহুল্য, পি. আর. এস. তিনি হলেন (১৮৮৮)। বৃত্তির পরিমাণ ৮,০০০ টাকা। তারপর, তিনি দুই বছর প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবরেটরিতে বিনা বেতনে বিজ্ঞান-চর্চা করবার জন্য অধ্যক্ষ পেডলার সাহেবের অনুমতি পেয়েছিলেন॥

আশুতোষ বাজপেয়ী তাঁর জীবনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ে রামেন্দ্রসুন্দরের পরীক্ষক হিসাবে (১৮৯০-১৯১৯), সেনেটসদস্য হিসাবে (১৮৯৪-১৯১৯), ফ্যাকাল্টিসদস্য হিসাবে (আর্টস ফ্যাকাল্টিতে, ১৮৯৪-১৯০৬; আর্টস ও সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে, ১৯০৭-১৯) এবং বোর্ডস অফ স্টাডিসের সদস্য হিসাবে (গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র, ১৮৯৪-১৯০৫; ১৯০৭-১৯১৯) কর্মের মোটামুটি নির্ঘণ্ট দিয়েছেন॥

জানুআরি ১৮৮০-তে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি স্কুল। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে তার একক মালিক হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিদ্যালয়কে মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলেন। প্রথমে নাম রাখলেন প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউশন, পরে (ডিসেম্বর ১৮৮৪) রিপন কলেজ।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের বিজ্ঞানশিক্ষক পদে বহাল হলেন। ৪ ডিসেম্বর ১৯০৩ থেকে ছয় মাস স্থানাপন্ন অধ্যক্ষ। ছয় মাস পরে, এবং আমৃত্যু, অধ্যক্ষ।

কলেজে আর্টস এবং আইনের (B. L.) পাঠনার সঙ্গে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে আই. এস্‌সি. ক্লাস চালু হয়েছিল। সেপ্টেম্বর ১৯০৮ সুরেন্দ্রনাথ একটি দানপত্র

সম্পাদন করে কলেজকে তুলে দিলেন (১৯০৯) একটি অছি-পরিষদের (সম্পাদক —রামেন্দ্রসুন্দর) হাতে। জুলাই ১৯১১-তে কলেজ তার নিজস্ব ভবনে (তার লাইব্রেরি ও লেবরেটরি সমেত) উঠে এল। তারপর, ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে বি. এস্‌সি. ক্লাস খুলল। যতদিন তা না হয়েছে, বি. এ. ক্লাসে পদার্থবিদ্যা পাঠনার অনুমতি ছিল না। রসায়নশাস্ত্র পড়ানো হত, পড়াতেন অধ্যক্ষ ত্রিবেদী। বি. এস্‌সি. ক্লাস চালু হলে রসায়নশাস্ত্র পাঠনার ভার অন্য শিক্ষকের উপর দিয়ে তিনি স্বয়ং পদার্থবিদ্যা পাঠনার ভার নিলেন॥

তাঁর শিক্ষকরূপ কীর্তিত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থে। তাঁর fictionalised রূপ আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'নির্জন শিখর'-এ। রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দরের পত্রাবলী মুদ্রিত 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে॥

২৯ এপ্রিল ১৮৯৪ বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচর (দ্র. পৃ. ৩০) নতুন নাম নিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ঠিকানা—সেই শোভাবাজার রাজবাটী। সভাপতি —রমেশচন্দ্র দত্ত, সহকারী সভাপতি—নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ, যুগ্ম সম্পাদক —এল. লিওটার্ড ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠার তিন মাস পরে ২৯ জুলাই রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সদস্য হলেন। লিওটার্ড পদত্যাগ করলে সেই বছর ডিসেম্বরে তিনি পরিষদের অন্যতর সম্পাদক হলেন। পরবর্তী পঁচিশ বছরে তাঁকে দেখি পরিষদের বিভিন্ন পদে—পত্রিকাধ্যক্ষ, সম্পাদক ইঃ এবং মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে, সভাপতি পদে। তিনি একতম সম্পাদক ছিলেন ১৩১১-১৮ বঙ্গাব্দে। সেই কার্যকালের দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—এক, পরিষদের গৃহপ্রবেশ। ৬ ডিসেম্বর ১৯০৮ তারিখে ২৪৩/১, আপার সার্কুলার রোড (এখন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড), কলিকাতার ঠিকানায়। গৃহনির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য করে-ছিলেন অনেকে, যেমন, লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় ইঃ।

দুই, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব পালন। স্থান কলিকাতা টাউন হল, তারিখ ২৮ জানুআরি ১৯১২। পরিষদের সভাপতি তখন সারদাচরণ মিত্র, কিন্তু, কবিকে প্রদত্ত মানপত্রে স্বাক্ষর সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরের॥

১৬ অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের উপলক্ষে দেখি তাঁর স্বাদেশিকতায় উদ্দীপ্ত রূপ। রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা দিয়েছিলেন সেদিন রাখীবন্ধনের, রামেন্দ্রসুন্দর অরন্ধনের। তাঁর অপূর্ব রচনা 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' সেই উপলক্ষে রচিত॥

তাঁর সংগঠনশক্তির আরেক প্রমাণ—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন। বঙ্গভঙ্গের

উপলক্ষে বঙ্গদেশময় যে-সাড়া পড়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, উদ্যোগী হয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর, সহকারী ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হল কাশিমবাজারে, ৩-৪ নভেম্বর ১৯০৭। মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ॥

বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যে সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী রামেন্দ্রসুন্দর। শুধু নৈঃশব্দ্য ও তমসার মুখোমুখি তাঁর ('চলিত ভাষায় আমি নাস্তিক') ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে বিচার করে, ভবতোষ দত্ত তাঁকে বলেছেন যুগদার্শনিক ('কীর্তির্যস্য')। সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলির সহমর্মী আলোচনা করেছেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ('বাংলা সমালোচনা পরিচয়')॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রকৃতি। ১৮৯৬। ১৬৭ পৃ। সূচী—সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশ-তরঙ্গ, পৃথিবীর বয়স, জ্ঞানের সীমানা, প্রাকৃত সৃষ্টি, প্রকৃতির মূর্তি, হর্মান্ হেলম্‌হোল্‌ৎজ, ক্লিফোর্ডের কীট, প্রাচীন জ্যোতিষ (২টি), মৃত্যু, আর্য-জাতি, প্রলয়।
—২য় সংস্করণে (১৯০৯) যুক্ত: আলোকতত্ত্ব, পরমাণু।
বর্জিত: হর্মান্ হেলম্‌হোল্‌ৎজ॥

২. পুণ্ডরীক-কুল-কীর্তি-পঞ্জিকা। ১৯০০। আড়াই শত বৎসর পূর্বে বংশীবদন কর্তৃক সংস্কৃতে কাব্যাকারে লিখিত ফতেসিংহ জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে উক্ত জমিদারবংশের আত্মীয়তা ছিল। পরিশিষ্টে তিনি পরবর্তীকালের ঘটনা যোগ করেছিলেন॥

৩. জিজ্ঞাসা। ১৯০৪। ৩২৮ পৃ। সূচী—প্রকৃতিপূজা, সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কেবড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্যসমুৎপাদ, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্যবুদ্ধি, মুক্তি।
—২য় সংস্করণে (১৩২১ ব.) যুক্ত. অতিপ্রাকৃত (২য়), পঞ্চভূত, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল পূজা।
বর্জিত: প্রকৃতিপূজা॥

৪. বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। মজুমদার লাইব্রেরি, ১৯০৬। ১১ পৃ। 'চরিতমালা'য় (৭০ সংখ্যক) সমগ্রত উদ্ধৃত ॥

৫. মায়াপুরী। ব. সা. প., ১৯১১। ৩৯ পৃ। 'জিজ্ঞাসা'য় (২য় সংস্করণ)। যুক্ত ॥

৬. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ঐ, ১৯১১। ৭৫৪ পৃ। অনুবাদে তিনি লুপ্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন ॥

৭. কর্মকথা। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি, ১৯১৩। ২১০ পৃ। সূচী—মুক্তির পথ, বৈরাগ্য, জীবন ও ধর্ম, স্বার্থ ও পরার্থ, ধর্ম-প্রবৃত্তি, আচার, ধর্মের প্রমাণ, ধর্মের অনুষ্ঠান, প্রকৃতিপূজা, ধর্মের জয়, যজ্ঞ ॥

৮. চরিত-কথা। ১৯১৩। ১০৩ পৃ। সূচী—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্র-নাথ, হেলম্‌হোল্‌ৎজ, ম্যাক্সমূলর, উমেশ বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত (২টি), বলেন্দ্রনাথ ॥

৯. বিচিত্র-প্রসঙ্গ। ১৯১৪। ২২৪ পৃ। লেখক দ্বারা বিবৃত ও বিপিনবিহারী গুপ্ত দ্বারা নিজ ভাষায় লিখিত ॥

১০. শব্দকথা। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ১৯১৭। ২৪৭ পৃ। সূচী—ধ্বনি-বিচার. কারক-প্রকরণ, না, বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, শরীরবিজ্ঞান-পরিভাষা, বৈদ্যক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, বাঙ্গালার প্রথম রসায়ন-গ্রন্থ।

১১. বিচিত্র জগৎ। গুরুদাস, ১৯২০। ৪৫৪ পৃ। সূচী—বিজ্ঞানবিদ্যায় বাহ্য জগৎ, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, বাঙ্ময় জগৎ, জড় জগৎ, বৈজ্ঞানিকের আকাশ, প্রাণময় জগৎ, প্রাণের কাহিনী, প্রজ্ঞার জয়, চঞ্চল জগৎ ॥

১২. যজ্ঞ-কথা। ১৯২০। ১৮৪ পৃ। সূচী—যজ্ঞ : অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, সোমযাগ, খ্রীষ্টযাগ, পুরুষ-যজ্ঞ ॥

১৩. নানাকথা। গুরুদাস, ১৯২৪। ২৪৪ পৃ। সূচী—আনি বেসান্ত, ইংরাজি শিক্ষার পরিণাম, সাহিত্য কথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম, পরাধীনতা, শিক্ষাপ্রণালী, রাষ্ট্র ও নেশন, সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, অরণ্যে রোদন, মহাকাব্যের লক্ষণ, আমিষ ভোজন, মাতৃমন্দির ॥

১৪. জগৎ-কথা। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯২৬। ৩৮৯ পৃ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চরিতমালা'য় (৭০ সংখ্যক) উল্লেখ করেছেন (ক) রামেন্দ্রসুন্দর প্রণীত ছয়খানি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের, (খ) চৌদ্দ-খানি গ্রন্থের, যেগুলির তিনি ভূমিকা লিখেছিলেন, এবং (গ) ৪৫/৪৬টি অগ্রন্থিত রচনার ॥

—

সূত্র — আশুতোষ বাজপেয়ী, 'রামেন্দ্রসুন্দর/জীবন-কথা', ১৯২৪

উল্লেখপঞ্জি

ক ব্যক্তিনাম।

কল্পিত চরিত্রের নাম বর্জিত। ভারতীয় ও মুসলিম নাম বঙ্গাক্ষরে। মহিলাদের নামের পাশে যথাক্রমে তাঁদের পিতার ও স্বামীর, পিতার পদবী জানা না থাকলে কেবল স্বামীর পদবী ॥

খ. গ্রন্থ ও পত্রিকা নাম।

বাঙলা, ওড়িয়া, সংস্কৃত, প্রাকৃত গ্রন্থের নাম বঙ্গাক্ষরে।
গ্রন্থনামের পাশে প্রথম সংস্করণের তারিখ এবং পত্রিকানামের পাশে মা. (=মাসিক); সা. (=সাপ্তাহিক) ইঃ নির্দেশের পরে তাদের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ।

গ্রন্থপঞ্জি

এই খণ্ডের প্রবন্ধগুলিতে যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ অথবা ইশারা আছে, প্রবন্ধ শেষে সূত্ররূপে যে-সব গ্রন্থ উল্লিখিত সে-সবের প্রায় সব কয়টি, এবং সংকলনকার্যে আমি যে-অসংখ্য গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তাদের এক ভগ্নাংশ এই পঞ্জিতে স্বীকৃত।

গ্রন্থগুলির বিবরণী সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থের আকার, প্রকাশকের পুরা ঠিকানা, ভূমিকা-লেখকের নাম ইঃ তথ্য অনুল্লেখিত। প্রকাশস্থল কলিকাতা হলে তবে তাও উহ্য।

প্র. প্র. = প্রথম প্রকাশ, F. P. = First Published.

আমি মানতে বাধ্য, গ্রন্থগুলির নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট। প্রসঙ্গত, ডক্টর অলোক রায় এবং শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে তাঁদের প্রণীত একাধিক গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুশীলকুমার দে রচিত গ্রন্থের জন্য দ্রষ্টব্য এই খণ্ডে তাঁদের গ্রন্থপঞ্জি ॥

১ অতুলচন্দ্র ঘটক—আশুতোষের ছাত্রজীবন, ১ম আনন্দ সং, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। আনন্দ, আগস্ট ১৯৮৬। ১০৩ পৃ। সচিত্র। [প্র. প্র. জুলাই ১৯২৪]

২ অবন্তী রাও ভট্টাচার্য জন্ম ১৮৮১—ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ। অমরনাথ ভট্টাচার্য, আশ্বিন ১৩৭০। ১৯, ২২৩ পৃ। সচিত্র। রচনায় সহযোগিতা অন্নদাশঙ্কর রায়, দিলীপকুমার বিশ্বাস প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখের।

৩ অমলেন্দু দে ২ জানুআরি ১৯৩০—মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভাময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৫। ৭৫, ।৶০ পৃ। মুখপাত।

৪ অলোক রায়—

ক. আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন। প্যাপিরাস, ১৩ জুলাই ১৯৮০। ৮, ১৩৬ পৃ। মুখপাত। গ্রন্থপঞ্জি।

খ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ব. সা. প., শ্রাবণ ১৩৮৮। ৪৪ পৃ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১৪।

গ. রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাগর্থ, ১৯৬৯। ১২, ২৫৯, ৭৮ পৃ। সচিত্র। জীবন-পঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট।

৫ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—আধুনিক কবিতার ইতিহাস। বাক্‌-সাহিত্য, জুন ১৯৬৫। ২৭২ পৃ। গ্রন্থপঞ্জি নচিকেতা ভরদ্বাজ দ্বারা সংকলিত।

৬ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ জুন ১৯২০—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ৫ম সং। মডার্ণ, আষাঢ় ১৩৮৯। [৭১১] পৃ। নির্ঘণ্ট। [প্র. প্র. আশ্বিন ১৩৭৩]

৭ আজহারউদ্দীন খান্‌ ১ জানুআরি ১৯৩০—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। ব. সা. প., শ্রাবণ ১৩৮৮। ৮৪ পৃ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১১৫।

৮ আশা ভট্টাচার্য গঙ্গোপাধ্যায়—পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (জীবনালেখ্য)। শিবাজী মজুমদার, ১ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭। ।০, ২৬৪ পৃ। সচিত্র।

৯ আশুতোষ বাজপেয়ী—রামেন্দ্রসুন্দর / জীবন-কথা। গুরুদাস, চৈত্র ১৩৩০। ১৪, ৩৮৩ পৃ। সচিত্র।

১০ কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহন স্মারকগ্রন্থ (শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি), শচীন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা সম্পাদিত। চট্টগ্রাম পরিষদ, ২৫ মাঘ ১৩৭৯। ১৫০ পৃ। মুখপাত।

১১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবিভাগ—বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১ম-৭ম বর্ষ, ১৯৬৭-৮২।

১২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ—সুবর্ণলেখা : সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৪। ৯৯৫ পৃ। সচিত্র।

১৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবিভাগ, গবেষণা পরিষদ—বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা, ভূমিকা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রিল ১৯৭৭। ১৭, ১৯৩ পৃ। লেখক পরিচিতি ও নির্ঘণ্ট।

১৪ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ—বাংলা-বিদ্যা চর্চা / উচ্চ পর্যায়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের শিক্ষা ও পাঠক্রম বিষয়ক আলোচনা-বিবরণী, নীলরতন সেন দ্বারা সম্পাদিত। ১৪ অক্টোবর ১৯৭৪। [২৩৮] পৃ।

১৫ কুঞ্জবিহারী দাশ ২১ নভেম্বর ১৯১৪—জীবনী ও জীবন, ২য় সং। কটক, ফ্রেণ্ডস পাবলিশার্স, ১৯৮১। ২৮০ পৃ। [প্র. প্র. ১৯৭৭] [ওড়িয়া]

১৬ কৃষ্ণনগর কলেজ—*History and Register of Krishnagar College* (1845-1945). 1950. Pp. x, 278.

১৭ গোপাল হালদার ১১ ফেব্রুআরি ১৯০২ –

ক. রূপনারাণের কূলে, প্রথম খণ্ড : কৈশোরক। মনীষা, ১৫ আগস্ট ১৯৬৯ ১৮১ পৃ। নির্ঘণ্ট।

খ. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড : যৌবনের রাজটীকা। পুথিপত্র, এপ্রিল ১৯৭৮। vi, ৩৫৫ পৃ।

১৮ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২০ অক্টোবর ১৯১৩ – বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক, পরি. ২য় সং। ফার্মা কে এল এম, জানুআরি ১৯৭৭। ন, ৩২৪ পৃ। [প্র. প্র মার্চ ১৯৬৫]

১৯ জনার্দন চক্রবর্তী ১০ বৈশাখ ১৩০৮ – স্মৃতিভারে। জেনারেল, দোলপূর্ণিমা ১৩৭১। ১৩৭ পৃ।

২০ জসীমউদ্দীন ১৯০৩-৭৬ – স্মরণের সরণী বাহি। অন্তরা, ১৫ আগস্ট ১৯৭৬। ৭২ পৃ।

২১ দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৬৬-১৯৩৯ – ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, ২য় মুদ্রণ। জিজ্ঞাসা, জুন ১৯৬৯। ৭, ২৬৯ পৃ। [প্র. প্র. ১৯২২]

২২ দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত। আনন্দ, জুন ১৯৮১। ৫০৫ পৃ। সচিত্র। প্রদীপ চৌধুরী দ্বারা সংকলিত বাঙলা ও ইংরাজী পাঠপঞ্জি। নির্ঘণ্ট।

২৩ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা ১৯৩৬-৮১ – ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয়-আর্য ভাষা। ধলভূম-গড়, শ্রেয়কণা সাহা, জানুআরি ১৯৭১। ৮, ২৪৬ পৃ।

২৪ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৯৩-১৯৭৪ – চলমান জীবন (প্রথম পর্ব), ২য় সং। বিদ্যোদয়, অক্টোবর ১৯৫৬। ৸৶, ২৩০, ১৩ পৃ। নির্ঘণ্ট। [প্র. প্র. ১৯৫২]

২৫ পশ্চিমবঙ্গ। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি – প্রসঙ্গ বাংলাভাষা। ২০ মে ১৯৮৬। ২৫৯ পৃ। ১৪ থেকে ১৯ মে ১৯৮৫ কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে আলোচনাচক্র।

২৬ পশ্চিমবঙ্গ। শিক্ষা-অধিকার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার – বাংলা গ্রন্থপঞ্জী : ক্রয়লভ্য বাংলা গ্রন্থের বিষয়ানুগ তালিকা, সুনীলকুমার রায় দ্বারা সম্পাদিত। ২০ ডিসেম্বর ১৯৮০। কুড়ি, ৫৭৭ পৃ। নাম ও বিষয় নির্ঘণ্ট।

২৭ প্রণতি মুখোপাধ্যায় – রবীন্দ্রগ্রন্থ : কালানুক্রমিক সূচী। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৪। প, ১৬, ৪৫ পৃ।

২৮ প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শশাঙ্কমোহন সেন ও জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। ব. সা. প., ১৩৮৭। ১০৪ পৃ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১৩।

২৯ প্রবাসী (পত্রিকা)—প্রবাসী ষষ্টি-বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, সুধীরকুমার চৌধুরী ও অশোক চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত। প্রবাসী প্রেস, ৩১ চৈত্র ১৩৬৭। ৮৪৮ পৃ। সচিত্র।

৩০ প্রাচ্যবিদ্যা-তরঙ্গিণী: *Golden Jubilee Volume of the Department of Ancient Indian History and Culture*, edited by D. C. Sircar. University of Calcutta, 1969. Pp. xx. 540. Illus. Index.

৩১ বিদ্যাসাগর কলেজ—শতবর্ষ স্মরণিকা: ১৮৭২-১৯৭২। প্রধান সম্পাদক রমাকান্ত চক্রবর্তী। Pp. XII, 480. মুখপাত।

৩২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১-১৯৫২—

ক. বাংলা সাময়িক-পত্র, প্রথম খণ্ড (১৮১৮-৬৮) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৬৮-১৯০০)। ব. সা. প., মাঘ ১৩৪২ ও মাঘ ১৩৫৮। নির্ঘণ্ট।

খ দীনেশচন্দ্র সেন/সখারাম গণেশ দেউস্কর। ঐ, চৈত্র ১৩৫৮। ৪৮ পৃ। সাহিত্য সাধক-চরিতমালা—৯০।

গ. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ঐ, কার্তিক ১৩৫৫। ৯০ পৃ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭০।

৩৩ ভবতোষ দত্ত ১৯২৫—কীর্তিযস্য। অণিমা, ১৫ বৈশাখ ১৩৮৬। vi, ১৭৪পৃ।

৩৪ ভারতী (পত্রিকা)—ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, সুনীল দাস দ্বারা রচিত ও সংকলিত। সাহিত্যলোক, অক্টোবর ১৯৮৪। [৪৭৭] পৃ। সচিত্র।

৩৫ মদনমোহন কুমার ১৫ মে ১৯২১—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস: প্রথম পর্ব, ১৩০০-০১ বঙ্গাব্দ। ব. সা. প., ৮ শ্রাবণ ১৩৮১। .২০, ২১৬ পৃ। সচিত্র। নির্ঘণ্ট।

৩৬ মুজফ্‌ফর আহমদ ১৮৮৯-১৯৭৩—আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রথম খণ্ড (১৯২০-২৯) ও দ্বিতীয় খণ্ড (অসম্পূর্ণ) একত্রে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, আগস্ট ১৯৮১। ন, ৪৭৩, ৮৭ পৃ। মুখপাত। ১ম খণ্ডের নির্ঘণ্ট।

৩৭ মোহিতলাল মজুমদার ১৮৮৮-১৯৫২—কবি শ্রীমধুসূদন (কাব্য ও কবি-

চরিত)। মহিষরেখা, হাওড়া, বঙ্গভারতী, ১৬ কার্তিক ১৩৫৪। ৮০, ৩৪২ পৃ।

৩৮ যোগেশচন্দ্র বাগল ১৯০৩-৭২—কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র। শ্রীগুরু, আষাঢ় ১৩৬৬। ৮/০, ২৬৪ পৃ। সচিত্র। নির্ঘণ্ট।

৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১-১৯৪১—চিঠিপত্র, দশম খণ্ড। বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৪। ৯৪ পৃ। মুখপাতে দীনেশচন্দ্র সেন।

৪০ লীলা রায় মজুমদার ২৬ ফেব্রুআরি ১৯০৮—আর কোনোখানে, ১০ম মুদ্রণ মিত্র ও ঘোষ, তারিখ নেই। ১৬০ পৃ। [প্র. প্র. ফাল্গুন ১৩৭৪]

৪১ শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৯১০-৮৬—সাহিত্যসেবকমঞ্জুষা (গ্রন্থকার চরিতাভিধান), দুই খণ্ড। সাহিত্যলোক, ১৯৮৩ ও ১৯৮৫।

৪২ সমরেন্দ্রনাথ সেন—বিজ্ঞানাচার্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স, ২ নভেম্বর ১৯৮৫। ১০৮, xxxiv পৃ। সচিত্র।

৪৩ সাহিত্য (পত্রিকা)—পরিচয় ও রচনাপঞ্জী, নির্মলেন্দু ভৌমিক দ্বারা রচিত ও সংকলিত। সাহিত্যশ্রী, আশ্বিন ১৩৮৩। ৯৭, ১১৪ পৃ। সচিত্র।

৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—লেখকসূচী, বর্ষ ১-৭৫ : ১৩০১-৭৫ বঙ্গাব্দ, দেবজ্যোতি দাশ দ্বারা সংকলিত। ব. সা. প., বৈশাখ ১৩৭৮। ৬৪ পৃ।

৪৫ সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক—

ক. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (প্রায় সাড়ে তিন সহস্র জীবনী)। মে ১৯৭৬। ৬৩৮ পৃ। শেষে ১৬৪টি উৎস-নির্দেশ। প্রধান-সম্পাদক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পাদক অঞ্জলি বসু।

খ. সংযোজন খণ্ড, ১৯৮১। ১৪২ পৃ। অতিরিক্ত ৪০টি উৎস-নির্দেশ।

৪৬ সুকুমার সেন জানুআরি ১৯০০ ?—

ক. দিনের পরে দিন যে গেল। আনন্দ, আগস্ট ১৯৮২ ও ১ বৈশাখ ১৩৯৩। [১ম পর্ব] ও ২য় পর্ব। সচিত্র।

খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। ১৯৪০

—ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড : উনবিংশ শতাব্দ। ১৩৫০ ব.

—ঐ, তৃতীয় খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ। ১৩৫৩ ব.

—ঐ, চতুর্থ খণ্ড : ১৮৯১-১৯৪১। বর্ধমান সাহিত্য-সভা, ১৯৫৮। ৩৭৫ পৃ। সচিত্র। নির্ঘণ্ট।

গ. ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৩শ সং। ইস্টার্ন, ১৯৭৯। ট, ৪১৯ পৃ। নির্ঘণ্ট। [প্র. প্র. ১৯৩৯]

৪৭ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়—

ক. চিত্তরঞ্জন দাস। ব. সা. প., ১৫ শ্রাবণ ১৩৯০। ১০০ পৃ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১২৬।

খ. বটকৃষ্ণ ঘোষ। ঐ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০। ৭৬ পৃ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১২৪।

গ. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং অন্যান্য। ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া, ফেব্রুআরি ১৯৮৪। ১১,২৮২ পৃ। সচিত্র। নির্ঘণ্ট।

৪৮ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ২৭ জুন ১৯০৩—

ক. তে হি নো দিবসাঃ। সাহিত্য সংসদ, জানুআরি ১৯৮৪। '১২, ৩৫০ পৃ।

খ. বাংলা সমালোচনা পরিচয়। এ. মুখার্জি, ১৯৭০। ৩৬৪ পৃ।

গ. Portraits and Memories. Jijnasa, 24 May 1975. Pp. iv, 117.

৪৯ সুশীল রায়—মনীষী-জীবনকথা, সংযোজন-সম্বলিত সং। ওরিয়েন্ট, অক্টোবর ১৯৬৩। এ, ৩৮৪, ৮ পৃ। নির্ঘণ্ট। [প্র. প্র.—'স্মরণীয়' নামে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮]

৫০ স্বস্তি চট্টোপাধ্যায় মণ্ডল—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাগর্থ, জুন ১৯৭১। ৩৪ পৃ। মুখপাত। জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী-২, সাধারণ সম্পাদক অলোক রায়।

৫১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত দ্বারা সম্পাদিত। সান্যাল, জুলাই ১৯৭৮। বার, ৪৪২ পৃ। মুখপাত। জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি।

৫২ হারাধন দত্ত ১মার্চ ১৯৩১—সেকালের শিক্ষাগুরু। তুলি-কলম, মাঘ ১৩৮৪। ॥৶০, ২৮৩ পৃ। নির্ঘণ্ট।

৫৩ হেমেন্দ্রকুমার রায় ১৮৮৮-১৯৬৩—যাঁদের দেখেছি, দ্বিতীয় পর্ব। নিউ এজ, পৌষ ১৩৫৯। ২২৮ পৃ।

54 Banerji, Nripendra Chandra (Mastermahasaya)—At the Cross-Roads : 1885-1946, the autobiography. 2nd ed. Jijnasa, 15 June 1974. Pp. viii, 282. Front. Inddex. [F. P.—20 January 1950]

55 Hundred years of the University of Calcutta. January 1957. Pp. xxi, 539. Illus. Index.
—Supplement. December 1957. Pp. xviii, 732. Illus., map. Index

56 Mahapatra, Khageshwara 27 November 1933—Oriya : Language and Literature. Shantiniketan, Visva-Bharati, Department of Oriya, 1984. Pp. [61].

57 National Bibliography of Indian Literature, 1901-1953. General editor B. S. Kesavan, and assisted by (Vol. I) V. Y. Kulkarni and (Vol. II) Y. M. Mulay. New Delhi, Sahitya Akademi, 1962, 1966, 1970 & 1974. 4 volumes. Index.

58 Suniti Kumar Chatterji : the Scholar and the Man. Jijnasa, 1970. Pp. 150. Front.

59 Who's Who of Indian Writers : 1983, compiled and edited by Shamarao Balu Rao. New Delhi, Sahitya Akademi, 1983. Pp. xix, 731.

60 Zbavitel, Dušan—Bengali Folk-Ballads from Mymensing and the Problem of their Authenticity. Cal. Univ., 1963. Pp. x, 216. Index.